পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

# দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 134 Wednesday, 15 April, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ১৩৪ সংখ্যা ❋ ১ বৈশাখ ১৪৩৩, বুধবার, ১৫ এপ্রিল ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

## স্বাগত ১৪৩৩

আজ পয়লা বৈশাখ বা বাংলা নববর্ষ (১৪৩৩) বাঙালিদের প্রধান সাংস্কৃতিক উৎসব, যা বাংলা ক্যালেন্ডারের প্রথম দিন। এটি নতুন পোশাক, মঙ্গল শোভাযাত্রা, হালখাতা, পিঠা-পুলি এবং বৈশাখী মেলার মাধ্যমে উদযাপন করা হয়। মুঘল সম্রাট আকবরের সময় খাজনা আদায়ের সুবিধার্থে প্রবর্তিত এই দিনটি এখন বাঙালি সংস্কৃতির ঐক্যের প্রতীক। পয়লা বৈশাখ বাঙালির নতুন আশা ও উদ্দীপনার দিন। আর বছরের এই প্রথম দিনে দুরন্ত বার্তা'র তরফ থেকে সকল পাঠক-পাঠিকা, বিজ্ঞাপনদাতা এবং শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানো হচ্ছে।

# 'বাংলাকে না ভেঙেই গোর্খা সমস্যার সমাধান'

## পাহাড় ও সমতলের মন জিততে উন্নয়নের ডালি শাহের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ দিনাজপুর, ১৪ এপ্রিলঃ** উত্তরবঙ্গের ভোট-যুদ্ধে এ বার 'বিভাজন' নয়, 'উন্নয়ন' এবং ঐক্য'-কেহ তুরুপের তাস করল পদ্ম-শিবির। মঙ্গলবার দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরের জনসভা থেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ অভয় দিয়ে জানালেন, পশ্চিমবঙ্গকে অখণ্ড রেখেই গোর্খা সমস্যার স্থায়ী ও গ্রহণযোগ্য সাংবিধানিক সমাধান করবে কেন্দ্র পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের জন্য এইমস, আইআইটি এবং পৃথক ক্যানসার হাসপাতালের মতো একগুচ্ছ মেগা প্রকল্পের প্রতিশ্রুতিও দেন তিনি। দীর্ঘদিন ধরেই পাহাড়ের রাজনীতিতে গোর্খাল্যান্ড ইস্যু নিয়ে চাপানউতর চলছে। বিরোধীরা বারংবার বিজেপির বিরুদ্ধে বাংলা ভাগের

ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলে সরব হয়েছে। এদিন সেই সব জল্পনায় জল ঢেলে শাহ বলেন, ''বাংলাকে না ভেঙেই গোর্খা সমস্যার একটি সাংবিধানিক সমাধান করা হবে। এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানে কেন্দ্র দায়বদ্ধ।'' রাজনৈতিক মহলের মতে, পাহাড়ের ভাবাবেগ রক্ষা এবং সমতলের মানুষের মন জয়- দুই লক্ষ্যেই এই কৌশলী অবস্থান নিলেন শাহ। এ দিন শাহের ভাষণে উত্তরবঙ্গের সার্বিক পরিকাঠামো পরিবর্তনের নীল নকশা ধরা পড়েছে। তাঁর ঘোষিত প্রতিশ্রুতিগুলো হল- (১) শিক্ষা ও স্বাস্থ্য- উত্তরবঙ্গে একটি পূর্ণাঙ্গ এইমস তৈরি করা হবে। পাশাপাশি গড়া হবে ৬০০ শয্যার একটি অত্যাধুনিক ক্যানসার হাসপাতাল। উচ্চশিক্ষার জন্য এই অঞ্চলেই তৈরি হবে আইআইটি এবং আইআইএম। জনজাতিদের জন্য একটি স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় এবং ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার কথাও জানান তিনি। (২) পরিকাঠামো ও অর্থনীতি- দার্জিলিং থেকে সুন্দরবন পর্যন্ত একটি বিশাল মহাসড়ক তৈরির পরিকল্পনা নিয়েছে বিজেপি। উত্তরবঙ্গে চারটি বড় শহর গড়ে তোলার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ তৈরির প্রতিশ্রুতি দেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। (৩) পর্যটন ও সংস্কৃতি- দার্জিলিংকে আন্তর্জাতিক মানের 'ইকো অ্যাডভেঞ্চার হাব' হিসেবে গড়ে তোলা হবে। পাশাপাশি রাজবংশী ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তফসিলের অন্তর্ভুক্ত করার দীর্ঘদিনের দাবি পূরণের আশ্বাসও দিয়েছেন শাহ। কলকাতায় প্রকাশিত বিজেপির 'সংকল্প পত্রে' উত্তরবঙ্গের জন্য যা যা বলা হয়েছিল, এদিন গঙ্গারামপুরের মাটি থেকে তাতে সিলমোহর দিলেন শাহ। তাঁর দাবি, কল্যাণীর এইমস উত্তরবঙ্গের মানুষের জন্য অনেক দূর হয়ে যায়, তাই উত্তরবঙ্গবাসীর জন্য বাড়ির কাছেই উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে বিজেপি সরকার।

# বিজেপি আপনাদের গণতান্ত্রিক অধিকার কাড়তে চাইছে মমতা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, পিংলা, ১৪ এপ্রিলঃ** বর্তমানে বাংলায় ভোট মানেই এখন একদিকের জয় শ্রীরাম স্লোগান আর অন্যদিকের চণ্ডীপাঠ। বিধানসভা ভোটের মুখে রাম-ভক্তি নিয়ে বিজেপি যখন বাংলা চষে বেড়াচ্ছে, ঠিক তখনই ত্রেতা যুগের রামায়ণকে হাতিয়ার করেই গেরুয়া শিবিরকে পাল্টা আক্রমণ শানালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার পিংলার সভা থেকে সরাসরি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও বিজেপিকে রাবণের সঙ্গে তুলনা করলেন তৃণমূল নেত্রী। বিজেপি মানেই হরণকারী এমনই দাবি উঠে এল তাঁর মুখে। এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষণে উঠে আসে রামায়ণের প্রসঙ্গ। তবে বিজেপির মতো 'রাম নাম' জপ নয়, বরং বিজেপিকে 'হরণকারী' হিসেবে দাগিয়ে দিতে চাইলেন তিনি। মঙ্গলবারের বক্তৃতায় মমতা বলেন, ''রাবণ সীতাকে হরণ করেছিল। আর এখনকার এই বিজেপি আপনাদের সব অধিকার হরণ করেছে। আপনাদের ১০০ দিনের কাজের টাকা হরণ করেছে, ঘর তৈরির টাকা হরণ করেছে, আর এখন হরণ করতে চাইছে

আপনাদের গণতান্ত্রিক অধিকার।'' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লক্ষ্য সেই সাধারণ মানুষ। নির্বাচন কমিশনের কড়া নজরদারির মধ্যেই এদিনের সভা থেকে মমতা মনে করিয়ে দেন, লড়াইটা আসলে আমজনতার সঙ্গে বিজেপির। এখানেই না থেমে কমিশনে বার্নল পোস্টের বিরুদ্ধেও সুর চড়ান তিনি। নির্বাচনের ঠিক মুখে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া একটি বিতর্কিত পোস্ট এবং নির্বাচন কমিশনের 'বার্নল-বোরোলিন' সংক্রান্ত সার্কুলারকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার রণংদেহি মেজাজে ধরা দেন তৃণমূল সুপ্রিমো। বিরোধীদের কড়া ভাষায় চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তিনি সাফ বললেন, ''হিম্মত থাকলে সরাসরি মানুষের সঙ্গে লড়াই করুন।'' 'বার্নল নয়, আইসক্রিম দেব' বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তৃণমূল নেত্রীর গলায় এদিন শোনা গিয়েছে চেনা বিদ্রুপের সুর। বিজেপি তথা বিরোধীদের নাম না করে তিনি বলেন, ''সার্কুলার দেওয়া হয়েছে, সেখানে বার্নল-বোরোলিনের কথা লেখা হয়েছে। কাদের এত ভয় দেখাচ্ছেন? যারা বলছে বার্নল দিয়ে পুড়িয়ে দেব, বার্নল রেখে দাও- তাদের বলুন তোমাদের জন্য আমাদের বার্নল নয়, আইসক্রিম দেব।'' রাজনৈতিক মহলের মতে, বিজেপির হিন্দুত্বের রাজনীতির পালটা দিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত সচেতনভাবেই এই পৌরাণিক উপমা ব্যবহার করেছেন। রাবণ যেমন সীতাকে হরণ করে লঙ্কায় নিয়ে গিয়েছিল, বিজেপিও তেমনই বাংলার মানুষের হক কেড়ে দিল্লিতে আটকে রেখেছে- এই তত্ত্বেই ভোটারদের মন পেতে চাইছেন তৃণমূল সুপ্রিমো।

# 'এ বার তৃণমূলের ব্যবধান বাড়বে', বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ অভিষেকের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার, ১৪ এপ্রিলঃ** রাজ্যে এসআইআর-এ প্রায় ৯১ লাখ মানুষের নাম বাদ গিয়েছে। তার মধ্যে রয়েছেন বিচারাধীন তালিকার ২৭ লক্ষ। এত মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ গেলেও, এ বারের বিধানসভা ভোটে তৃণমূলই জিতবে। কোচবিহারে ভোটের প্রচারে গিয়ে মঙ্গলবার বিজেপিকে এই চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন তৃণমূলের সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বলেন, ''গত বার তৃণমূল আর বিজেপির ভোটের ব্যবধান ছিল প্রায় ৬০ লাখ। এ বার বিচারাধীনদের ২৭ লক্ষ বাদ পড়েছেন। তার পরেও চ্যালেঞ্জ করে বলছি, এ বার তৃণমূলের ব্যবধান বাড়বে।'' কোচবিহারে রোড শোয়ের পর সভা করে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়া রাজবংশীদেরও বার্তা দিয়েছেন অভিষেক। তিনি বলেন, ''সব কাগজ থাকা সত্ত্বেও আপনাদের নাম কেটে দিয়েছে। কথা দিচ্ছি, ক্ষমতায় আসার এক মাসের মধ্যে ভোটাধিকার ফিরিয়ে দেওয়া হবে রাজবংশীদের।'' পাশাপাশি অভিষেকের ঘোষণা, কোচবিহারের ৯টি আসনেই তৃণমূল জিতলে এই জেলার দায়িত্ব আগামী পাঁচ বছরের জন্য তিনিই নেবেন। তৃণমূল সেনাপতির কথায়, ''ডায়মন্ড হারবারে গত ১২ বছরে ৬ হাজার কোটি টাকার কাজ করেছি। আগামী ৫ বছরে আমার শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে দায়িত্ব নেব এই ৯টা বিধানসভার। আপনারা তৃণমূলকে জেতান। দায়িত্ব আমার।'' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকেও বিঁধেছেন অভিষেক। বলেছেন, ''কোচবিহারে এলে আমরা সাধারণত মদনমোহন মন্দিরে গিয়ে দিন শুরু করি। মদনমোহন মন্দির রাসমেলার মাঠ থেকে বড়জোড় ২ মিনিট। কিন্তু মোদি-শাহ মদনমোহন মন্দিরে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করে না। এটাই বিজেপির আসল চেহারা। এদের কাছে হিন্দু ধর্ম শিখব না। আমরা স্বামী বিবেকানন্দের গেরুয়ায় বিশ্বাসী। যোগী আদিত্যনাথের গেরুয়ায় নই।''

# 'বিজেপির রাস্তা তৈরি করে দিচ্ছে তৃণমূল'! রাজ্যে প্রচারে এসে বড় অভিযোগ রাহুলের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, উত্তর দিনাজপুর ও মালদা, ১৪ এপ্রিলঃ** মুর্শিদাবাদ জেলার সামশেরগঞ্জ বিধানসভা এলাকায় কংগ্রেস প্রার্থীদের সমর্থনে নির্বাচনী প্রচারে এসে ফের একবার কুখ্যাত এপস্টিন ফাইল 'খুললেন' কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। মঙ্গলবার উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ, মালদার চাঁচোল এবং মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জে কিষাণমান্ডির মাঠে নির্বাচনী জনসভা করেন রাহুল গান্ধি। মুর্শিদাবাদের জনসভা শেষে আজই দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যান রাহুল গান্ধি। জনসভার সিংহভাগ অংশ জুড়ে রাহুল গান্ধি, নরেন্দ্র মোদি এবং বিজেপির উপর আক্রমণ শানান। তবে রাহুল গান্ধির আক্রমণের হাত থেকে 'ইন্ডিয়া' জোটের শরীক তৃণমূল নেতৃত্বও রেহাই পায়নি। 'এপস্টিন ফাইলে' থাকা মোদির কীর্তি গোপন রেখে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তাঁকে নিয়ন্ত্রণ করছেন এই অভিযোগ তোলার পাশাপাশি রাহুল অভিযোগ করেন- এই রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস নিজেরা কাজ করছে না। এখানে তারা বিজেপির রাস্তা তৈরি করে দিচ্ছে। সামশেরগঞ্জের নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাহুল গান্ধি অভিযোগ করেন, এখন দেশে দু'টো বিচার ধারায়

লড়াই চলছে। একদিকে কংগ্রেস চাইছে গোটা দেশে সকলের মধ্যে একতা, ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ববোধ বজায় থাকুক। অন্যদিকে বিজেপি এবং আরএসএস বিদ্বেষ এবং হিংসায় ভরা এক দেশ চাইছে। তারা দেশকে ভাগ করতে চাইছে। দেশের বিচার ব্যবস্থা এবং সংবিধানের উপর ক্রমাগত আঘাত করে চলেছে। আজকের নির্বাচনী জনসভা থেকে রাহুল গান্ধি প্রতিশ্রুতি দেন, বিজেপি-আরএসএস এই রাজ্যের লক্ষ লক্ষ লোকের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিয়েছে। কংগ্রেস ফের তাঁদের নাম নির্বাচনের পর ভোটার তালিকায় তুলে দেবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উপর তীব্র আক্রমণ করে রাহুল গান্ধি আজ বলেন, ''মোদি নিজেকে দেশভক্ত বলেন। কিন্তু এখন তাঁর চেহারা কেউ দেখেছেন? আমার চোখে চোখ রাখতে পারেন না। উনি এখন ভীত। এপস্টিনের ৩৫ লক্ষ ফাইলের মধ্যে উনার চরিত্র এখন বন্দী হয়ে রয়েছে।'' রাহুল গান্ধি আজ আরও বলেন, ''উনি বারবার মহিলাদের কথা বলেন। কিন্তু উনার চরিত্র ঠিক উল্টো। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প এটা জানেন। মোদির ভবিষ্যৎ এখন ট্রাম্পের হাতে। তাই বারবার ট্রাম্প বলেন দুই মিনিটে তিনি মোদির ক্যারিয়ার শেষ করতে পারেন। মোদির 'রিমোট কন্ট্রোল' এখন ট্রাম্পের হাতে রয়েছে। উনি বোতাম টিপলে মোদি কথা বলেন, উনি বোতাম বন্ধ করলে মোদির কথা বন্ধ হয়ে যায়।''

# ছত্তীসগড়ে পাওয়ার প্ল্যান্টে ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ!

**সংবাদ সংস্থা, ছত্তীসগড়, ১৪ এপ্রিলঃ** মঙ্গলবার দুপুরে এক ভয়াবহ দুর্ঘটনার সাক্ষী থাকল ছত্তীসগড়ের শক্তি জেলা। ডভরা থানা এলাকার সিঙ্ঘিতরাই গ্রামে অবস্থিত 'বেদান্ত লিমিটেড'-এর পাওয়ার প্ল্যান্টে একটি বয়লার টিউব ফেটে বিকট বিস্ফোরণ ঘটে। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত অন্তত ৯ জন শ্রমিকের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। জখম হয়েছেন ৪০ জনেরও বেশি মানুষ, যাঁদের মধ্যে অনেকেরই অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। ধ্বংসস্তূপের নীচে আরও বেশ কিছু শ্রমিক আটকে থাকতে পারেন বলে আশঙ্কা করছে পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসন। পুলিশ সূত্রে খবর, মঙ্গলবার দুপুর ২টো নাগাদ যখন প্ল্যান্টে স্বাভাবিক কাজ চলছিল, তখনই আচমকা একটি বয়লার ইউনিটে বিস্ফোরণ হয়। তীব্র শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। চারিদিকে ধোঁয়া আর আগুনের লেলিহান শিখা দেখা যায়। মুহূর্তের মধ্যে শ্রমিকদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় শক্তি জেলার পুলিশ সুপার প্রফুল্ল ঠাকুরসহ প্রশাসনের পদস্থ আধিকারিকরা। দ্রুত শুরু হয় উদ্ধারকাজ। জখম শ্রমিকদের উদ্ধার করে তড়িঘড়ি নিকটবর্তী হাসপাতালগুলিতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। সূত্রের খবর, আহতদের অনেকেরই শরীরের ৮০ শতাংশের বেশি পুড়ে গিয়েছে। গুরুতর জখমদের মধ্যে অন্তত ১৮ জনকে রায়গড়ের ফোর্টিস হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন ছত্তীসগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণুদেও সাই এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়েছেন, ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হবে এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

# সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করে বৈশাখীর শুভেচ্ছা মমতার

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ১৪ এপ্রিল ঃ বৈশাখীর শুভেচ্ছা জানালেন তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৈশাখী উপলক্ষ্যে সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার এক্স মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী জানান, শুভ বৈশাখী! ভালবাসা, সমৃদ্ধি এবং সুখে পরিপূর্ণ আনন্দময় ফসল কাটার উৎসবে শুভেচ্ছা।বুধবার পয়লা বৈশাখ, তার আগে মঙ্গলবার যথোচিত মর্যাদার সঙ্গে পালিত হচ্ছে বৈশাখী। পশ্চিমবঙ্গে মঙ্গলবার বানফোঁড়া ও চড়ক পালিত হচ্ছে। এই উপলক্ষে বিভিন্ন জেলায় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বেরোয়।

# ভীমরাও আম্বেদকরের জন্মবার্ষিকীতে মুখ্যমন্ত্রীর শ্রদ্ধাঞ্জলি

নিজস্ব প্রতিনি,কলকাতা, ১৪ এপ্রিল ঃ ভীমরাও আম্বেদকরের জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার সমাজ মাধ্যম এক্স হ্যান্ডেলে এক বার্তায়. তিনি লিখেছেন, ভারতের সংবিধানের স্থপতি, ড. বি.আর. আম্বেদকরকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি।এটি আমাদের জন্য এক পরম গর্বের বিষয় যে, বাংলার আইনসভাই বাবাসাহেবের সংবিধান সভায় প্রবেশের পথ প্রশস্ত করেছিল- যেখানে তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্ব আমাদের দেশের ভবিষ্যকে রূপদান করেছিল।আজ, তাঁর রেখে যাওয়া আদর্শ ও উত্তরাধিকার যেকোনও সময়ের চেয়ে অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক। আমরা আজ এমন এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছি, যেখানে আমাদের গণতন্ত্রের মৌলিক মূল্যবোধগুলো- ধর্মনিরপেক্ষতা, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো এবং সামাজিক ন্যায়বিচার রক্ষার্থে নিরন্তর সতর্কতার প্রয়োজন এমতাবস্থায় তাঁর সমগ্র জীবনের কর্মসাধনাই আমাদের কাছে হয়ে ওঠে পরম পথপ্রদর্শক।তাঁর সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গিই আমাদের এমন এক অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনের অঙ্গীকারে অনুপ্রাণিত করে, যেখানে প্রতিটি নাগরিক- জাতি বা ধর্ম নির্বিশেষে মর্যাদা ও আশা নিয়ে জীবনযাপন করতে পারে।আমরা আমাদের জনগণের অধিকার ক্ষুণ্ণ হতে দেব না। একইভাবে, আমাদের দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো এবং বহুত্ববাদী ও ধর্মনিরপেক্ষ ভাবনাকেও দুর্বল হতে দেব না।এই শুভলগ্নে, আসুন আমরা ভারতের গণতন্ত্রের আত্মাকে রক্ষা করার লক্ষ্যে নিজেদের পুনরায় উৎসর্গ করি।

# পুলিশ কর্মীদেরও সতর্কতা

কলকাতা,১৪এপ্রিলঃনির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মেনে বিধানসভা নির্বাচনের আগে বাকি থাকা গ্রেফতারি পরোয়ানা দ্রুত কার্যকর করার জন্য কলকাতা পুলিশ তাদের অধীনে সব থানাকে নির্দেশ দিয়েছে। জামিনঅযোগ্য এবং জামিনযোগ্য গ্রেফতারি পরোয়ানাগুলি নিয়ে কি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে সংশ্লিষ্ট থানাগুলিকে তা দ্রুত জানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে লালবাজার সূত্রে জানা গিয়েছে। একই সঙ্গে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে পুলিশ কর্মীদেরও সতর্কতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে বলে জানান।


## ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।


# সংবিধান রক্ষার লড়াইয়ের ডাক, রায়গঞ্জের মঞ্চে বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ রাহুল গান্ধীর

উত্তর দিনাজপুর, ১৪ এপ্রিলঃ পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক অঙ্গনে নির্বাচনের আবহ ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছে। সেই আবহেই মঙ্গলবার উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জে জনসভা করে আনুষ্ঠানিকভাবে ভোট প্রচারের সূচনা করলেন কংগ্রেস নেতা Rahul Gandhi ।সভামঞ্চ থেকে তিনি সরাসরি বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দাগেন এবং দেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে সংবিধান রক্ষার প্রশ্ন, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির স্বাধীনতা এবং সমাজে বাড়তে থাকা বিভাজনের রাজনীতি।রাহুল গান্ধীর কথায়, দেশের মানুষ আজ সবই বুঝতে পারছেন। তাঁর দাবি, বিজেপির রাজনীতি মূলত ঘৃণা ও বিভাজনের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং সেই চিন্তাধারা দেশের সংবিধানকে ধ্বংস করার পথে ঠেলে দিচ্ছে। তিনি অভিযোগ করেন, সরাসরি সামনে এসে সংবিধানের উপর আঘাত হানার সাহস বিজেপির নেই, কিন্তু সুযোগ পেলেই বিভিন্নভাবে সংবিধানের মৌলিক কাঠামোয় আঘাত করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। তাঁর বক্তব্যে বারবার উঠে আসে গণতন্ত্রের সংকটের প্রসঙ্গ।রাহুল বলেন, দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলিতে নিজেদের অনুগত ব্যক্তিদের বসিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে ক্ষমতাসীন দল একধরনের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার চেষ্টা করছে। এর ফলে প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা এবং গণতান্ত্রিক কাঠামোর স্বাভাবিক কার্যকারিতা ব্যাহত হচ্ছে বলে তাঁর অভিযোগ। একই সঙ্গে তিনি ভোট প্রক্রিয়া নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। তাঁর মতে, নির্বাচনী ব্যবস্থার স্বচ্ছতা নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে সংঃদহ তৈরি হচ্ছে এবং সেটিই গণতন্ত্রের জন্য বড় বিপদের ইঙ্গিত।এই জনসভা থেকে রাহুল গান্ধী তাঁর রাজনৈতিক লড়াইয়ের মূল দর্শনও স্পষ্ট করে দেন। তিনি বলেন, তাঁদের লড়াই কোনও ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়, বরং একটি চিন্তাধারার বিরুদ্ধে। সেই চিন্তাধারা হল ঘৃণা, বিভাজন এবং হিংসার রাজনীতি। তাঁর মতে, এই ধরনের রাজনীতি দেশের সামাজিক সম্প্রীতি নষ্ট করছে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে অবিশ্বাসের বাতাবরণ তৈরি করছে।রাহুল তাঁর বহুল আলোচিত Bharat Jodo Yatra-র প্রসঙ্গও টানেন। তিনি জানান, এই যাত্রার মাধ্যমে তিনি প্রায় চার হাজার কিলোমিটার পথ অতিক্রম করেছেন এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেছেন। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি উপলব্ধি করেছেন যে, দেশের সাধারণ মানুষ ঘৃণা নয়, বরং ভালোবাসা এবং ঐক্যের বার্তাই শুনতে চান। তাঁর ভাষায়, ঘৃণার বাজারে ভালোবাসার দোকান খুলতে হবে-এই বার্তাই তিনি দেশজুড়ে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন।সভামঞ্চে দাঁড়িয়ে তিনি আরও বলেন, ভারতবর্ষের মূল চেতনা কখনও ঘৃণা বা বিভাজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। এই দেশ মানুষের মধ্যে ভালোবাসা, সহমর্মিতা এবং সহাবস্থানের শিক্ষা দেয়। তাই দেশের অগ্রগতি সম্ভব শুধুমাত্র ঐক্য এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধার মাধ্যমে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, ঘৃণা, হিংসা এবং বিভাজনের রাজনীতি কখনও স্থায়ী উন্নয়ন এনে দিতে পারে না।রাহুল গান্ধীর এই বক্তব্য স্পষ্টভাবেই আসন্ন নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক বার্তা বহন করে। পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যে তাঁর এই প্রচারসভা কংগ্রেসের নির্বাচনী কৌশলের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবেই দেখা হচ্ছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই ধরনের বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি একদিকে যেমন বিজেপির বিরুদ্ধে আক্রমণ শানাচ্ছেন, অন্যদিকে তেমনই ভোটারদের কাছে একটি বিকল্প রাজনৈতিক ভাবনার দিকেও ইঙ্গিত করছেন।এদিনের সভায় উপস্থিত জনতার সাড়া ছিল চোখে পড়ার মতো। রাহুল গান্ধীর বক্তব্যে বারবার করতালির ধ্বনি ওঠে, যা প্রমাণ করে তাঁর বক্তব্য সাধারণ মানুষের মধ্যে কতটা প্রভাব ফেলছে। বিশেষ করে সংবিধান রক্ষার প্রশ্ন এবং গণতন্ত্রের ভবিষ্য নিয়ে তাঁর উদ্বেগ অনেকের মনেই সাড়া জাগিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।সব মিলিয়ে, রায়গঞ্জের এই জনসভা শুধু একটি নির্বাচনী প্রচারসভা নয়, বরং বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে একটি বৃহত্তর বার্তা দেওয়ার মঞ্চ হয়ে উঠেছিল। রাহুল গান্ধীর বক্তব্যে যে সুর ধরা পড়ল, তা আগামী দিনে নির্বাচনী প্রচারে আরও তীব্র হবে বলেই রাজনৈতিক মহলের ধারণা। পশ্চিমবঙ্গের ভোটযুদ্ধে এই ধরনের বার্তা কতটা প্রভাব ফেলতে পারে, সেটাই এখন দেখার বিষয় মনে হয়।

## পিংলার জনসভা থেকে বিজেপিকে নিশানা মমতার

নিজস্ব প্রতিনিধি,পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৪ এপ্রিল ঃ দুই বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারে মঙ্গলবার পিংলায় যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার পিংলা বিধানসভার কাঁচাডিহা স্ট্যাক ইয়ার্ডের ময়দানে সভার করেন মমতা। মূলত পিংলার তৃণমূল প্রার্থী অজিত মাইতি ও সবংয়ের প্রার্থী মানস ভুঁইয়ার সমর্থনে এ দিন এই সভায় বক্তৃতা রাখেন মুখ্যমন্ত্রী। পিংলার সভা থেকে কেন্দ্রকে তোপ দেগে তিনি বলেন, দীর্ঘদিন কেন্দ্রে ছিলাম। সাংসদ ছিলাম। কিন্তু বিজেপির মতো নোংরা খেলা কাউকে খেলতে দেখিনি। তিনি বলেন, নয়ডা জ্বলছে। বুলডোজার চলছে উত্তর প্রদেশে। আর যোগীবাবু এখানে এসে ভাষণ দিচ্ছেন। কিন্তু বাংলায় বুলডোজার চলে না। বাংলা প্রণাম জানায়, সেলাম জানায়।বুথ এজেন্ট প্রসঙ্গে মমতার বার্তা, তৃণমূলের বুথ এজেন্ট দের গ্রেফতার করার নির্দেশ দিয়েছে। যাতে তারা ভোটকেন্দ্রে বসতে না-পারে। রাজ্য জুড়ে ভোটার তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে বহু নাম। পিংলার সভা থেকে মমতা হুঁশিয়ারি, আপনাদের জন্য সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছি। রাস্তাতেও আছি। নাম আমি তুলিয়ে ছাড়ব।

## আরামবাগের বাতানলে ঐতিহ্যবাহী শিবের গাজন, ভক্তদের উপচে পড়া ভিড়

নিজস্ব প্রতিনিধি,হুগলি , ১৪ এপ্রিলঃ চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে আরামবাগের বাতানলে অনুষ্ঠিত হল ঐতিহ্যবাহী শিবের গাজন উসব। মঙ্গলবার সকাল থেকেই ভক্তদের উপচে পড়া ভিড়ে কার্যত মেলা প্রাঙ্গণে পরিণত হয় গোটা এলাকা।কয়েক হাজার ভক্ত শিবের আরাধনায় মগ্ন হয়ে বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানে অংশ নেন। দণ্ডি কাটা, শরীরী কষ্ট সহ্য করে ভক্তির প্রকাশ- গাজনের চিরাচরিত রীতিও দেখা যায় এদিন। ঢাকের বাদ্যি ও শিবের নামসংকীর্তনে মুখর হয়ে ওঠে পরিবেশ।স্থানীয়দের দাবি, বহু বছর ধরে চলে আসা এই গাজন উৎসব আরামবাগের অন্যতম সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। উৎসবকে কেন্দ্র করে অস্থায়ী দোকান, খেলনা ও খাবারের স্টল বসে, যা সব বয়সের মানুষের কাছে বিশেষ আকর্ষণ হয়ে ওঠে।অনুষ্ঠান শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ছিল কড়া নজরদারি। মোতায়েন ছিল পুলিশ বাহিনীও। ভক্তি, আবেগ ও ঐতিহ্যের মেলবন্ধনে বাতানলের শিবের গাজন এ বছরও বিশেষ তাপর্য বহন করল।অন্যদিকে চৈত্র সংক্রান্তিকে ঘিরে আরামবাগ মহকুমার খানাকুলের রত্নাবলী সতী পীঠে মহা ধুমধামের সঙ্গে পালিত হল গাজন উৎসব। কয়েক হাজার ভক্তের সমাগমে পীঠচত্বর কার্যত জনসমুদ্রে পরিণত হয়।মঙ্গলবার সকাল থেকেই বিভিন্ন এলাকা থেকে ভক্তরা দলে দলে মন্দির প্রাঙ্গণে ভিড় জমাতে থাকেন। শিবভক্তদের গাজন পালনের নানা আচার-অনুষ্ঠান, সন্ন্যাসীদের ব্রত, শোভাযাত্রা, ঢাকের বাদ্য ও ভক্তিমূলক গানে মুখর হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। মানত পূরণে অনেক ভক্তকেই শারীরিক কষ্ট সহ্য করে ব্রত পালন করতে দেখা যায়।মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে ভক্তদের জন্য পানীয় জল, প্রাথমিক চিকিৎসা ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হয়। নিরাপত্তা বজায় রাখতে মোতায়েন ছিল পুলিশ। স্থানীযদের মতে, রত্নাবলী সতী পীঠের গাজন শুধু ধর্মীয় উৎসব নয়, এটি এলাকার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। প্রতিবছরই এই উৎসবকে ঘিরে মানুষের উৎসাহ বাড়ছে। ভক্তি, আস্থা ও ঐতিহ্যের মেলবন্ধনে এ বছরের গাজন উৎসবও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

## নববর্ষের আবহে উৎসবমুখর দেশ, দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানালেন রাষ্ট্রপতি, লোকসভার অধ্যক্ষ ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১৪ এপ্রিলঃবৈশাখী, বিহু, বিশু এবং পহেলা বৈশাখ- একাধিক উৎসবের আবহে মঙ্গলবার নতুন বছরকে স্বাগত জানাল গোটা দেশ। এই শুভ ক্ষণে দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ‘ এক্স’হ্যান্ডেলে এক বার্তায় দেশবাসীকে বৈশাখী, বিষু, বোহাগ বিহু, পহেলা বৈশাখ এবং পুথান্ডু উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। অন্যদিকে, লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা বলেন, এই উৎসবগুলি ‘এক ভারত-শ্রেষ্ঠ ভারত’-এর ভাবনার প্রতিফলন ঘটায় এবং আমাদের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করে। এই আনন্দময় মুহূর্ত প্রতিটি ঘরে শান্তি ও সমৃদ্ধি বয়ে আনুক।কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ওড়িশার নববর্ষ ‘ পানা সংক্রান্তি’ উপলক্ষে জগন্নাথ দেবের আশীর্বাদ প্রার্থনা করে বলেন, এই উসব আমাদের সংস্কৃতির বন্ধনকে আরও গভীর করুক এবং সামাজিক সংহতি বৃদ্ধি করুক। কেন্দ্রীয় সড়ক ও পরিবহণ মন্ত্রী নীতিন গড়করি এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডাও দেশবাসীর সুখ ও সুস্বাস্থ্য কামনা করে বার্তা দিয়েছেন।কংগ্রেসের জাতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে তাঁর বার্তায় বলেন, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নববর্ষের এই উৎসবগুলি নতুন আশা ও ইতিবাচকতার প্রতীক। এই উৎসব সকলের মধ্যে সম্প্রীতির বন্ধনকে মজবুত করুক। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীও দেশবাসীর জীবন সুখ ও সমৃদ্ধিতে ভরে ওঠার কামনা করেছেন।গোটা দেশ জুড়ে যখন বিভিন্ন আঞ্চলিক নামে নববর্ষ উদযাপিত হচ্ছে, তখন জাতীয় স্তরের এই শুভেচ্ছা বার্তাগুলি ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও অখণ্ডতাকেই তুলে ধরল।

# বাংলা নববর্ষ - বাংলা সংস্কৃতির প্রাণবন্ত ও হৃদয় ছোঁয়া উৎসব

বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা বার্তা ছড়িয়ে পড়ুক বাংলার সবার ঘরে ঘরে।শুভ নববর্ষ ১৪৩৩! নতুন বছরের প্রথম আলো মুছে দিক সব গ্লানি,পুরাতন সব কষ্ট ভুলে জীবন ভরে উঠুক নতুন গানে, নতুন প্রাণে। সকলের জীবন হোক আরও সু ন্দর, আরও প্রাণবন্ত।-সকলকে জানাই বাংলা নববর্ষের অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা।এসো হে বৈশাখ, এসো এসো।

মধুসূদন দে, বাঁকুড়াঃ পহেলা বৈশাখ বাঙালির হৃদয়ে নতুন সূর্যের আলোয় জেগে ওঠে আশার গান। এই দিন পুরানো বছরের গ্লানি ঝেড়ে ফেলে শুরু হয় নতুন বছরের পথ চলা। বাংলা নববর্ষ বাঙালির জীবনে ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ঐক্য ও প্রাণের মিলন মেলার সূচনা করে। ইতিহাস বলছে-মুঘল সম্রাট আকবর ১৫৮৪ সালে তাঁর শাসনব্যবস্থার উন্নয়নে বাংলা সাল প্রবর্তন করেন। যদিও শুরুতে নববর্ষ ছিল প্রশাসনিক কর আদায়ের দিন। ধীরে ধীরে একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উৎসবে পরিণত হয়েছে। আজকের দিনে বাংলা নববর্ষ হয়ে উঠেছে বাঙালি জাতির সামাজিক- সাংস্কৃতিক ঐক্যের প্রতীক। পহেলা বৈশাখ-জাতি- ধর্ম -বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে একত্রিত করে। এটি যেমন আনন্দের,তেমনি একটি মানবিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্যের উৎসব।বাংলা নববর্ষ বাঙালির চেতনাকে জাগিয়ে তোলার দিন ।এই দিন আমাদের মনে করিয়ে দেয় বাঙালি পরিচয়টা আমাদের সবচেয়ে বড় গর্ব।বাংলা নববর্ষ আমাদের কাছে মিলনের উৎসব। সম্প্রীতি ও মানবতার উৎসব।পহেলা বৈশাখ মানে নতুন বছরকে প্রাণভরে আহ্বানের উৎসব। নতুন বছরকে গ্রহণ করার এই মাহেন্দ্রক্ষণে বাঙালি একে অপরের সঙ্গে হাত মেলায় ও আলিঙ্গন করে। মিষ্টি মুখ করে। উৎসবের এই আনন্দ বাঙালির জীবনে এনে দেয় নতুন করে জীবনকেই বরণ করে নেওয়ার স্বাদ।বাংলা নববর্ষ সকল বাঙালির কাছে একটি আনন্দের দিন। এই দিনকে ঘিরে আমাদের আবেগ কাজ করে। পুরাতন বছর কে বিদায় দিয়ে নতুন বছরকে গ্রহণ করার জন্য আমরা নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করি। এই দিনের আনন্দ আর উচ্ছ্বাস আমাদের মনের মণিকোঠায় স্থান করে নিয়েছে বহুকাল ধরে।বাংলা নববর্ষের উৎসব সকলের জীবনে নতুন আশা, সুখ এবং প্রাচুর্য নিয়ে আসে। বাংলা নববর্ষ কে কেন্দ্র করে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে শুরু হয়েছে উৎসবের আমেজ। পশ্চিমবঙ্গে উদযাপিত হয় পয়লা বৈশাখ। অসমে উদযাপিত হয় বিহু। বাংলা নববর্ষ কে কেন্দ্র করে উৎসবে মেতে উঠেছে বাঙালি। উৎসবে মেতে উঠেছে সারা বাংলা।বাংলা নববর্ষ । বাঙালির প্রাণের উৎসব। বাংলা সংস্কৃতির প্রাণবন্ত ও হৃদয় ছোঁয়া উৎসব। পহেলা বৈশাখ নতুন বছরের প্রথম দিনটি আসে নতুন আশা, নতুন স্বপ্ন,আর নতুন সম্ভাবনা নিয়ে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব বাঙালি একসাথে আনন্দ ভাগ করে নেয়। নাচ, গান, আলপনা , লোকশিল্প সবকিছুতেই বাংলার ঐতিহ্য।বাংলার নববর্ষ শুধু একটি তারিখ নয়। বাংলা নববর্ষ বাঙালির আত্মপরিচয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যথার্থই বলেছিলেন-এসো হে বৈশাখ, এসো এসো-এই আহ্বান আমাদের সমস্ত গ্লানি মুছে দিয়ে নতুন বছরকে নতুন আলোয় ভরিয়ে দেয়।

# আম্বেদকর জয়ন্তীতে শ্রদ্ধার্ঘ্য উপরাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী-সহ বিশিষ্টদের

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১৪ এপ্রিল ঃ ভারতরত্ন ডঃ বি আর আম্বেদকরের জয়ন্তীতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করলেন উপরাষ্ট্রপতি সি পি রাধাকৃষ্ণন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-সহ বিশিষ্টজনেরা। মঙ্গলবার সকালে উপরাষ্ট্রপতি সি পি রাধাকৃষ্ণন ও প্রধানমন্ত্রী নরে ন্দ্র মোদী আম্বেদকর জয়ন্তী উপলক্ষ্যে সংসদ চত্বরে প্রেরণা স্থলে ভারতরত্ন ডঃ বি আর আম্বেদকরকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।এছাড়াও কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা আম্বেদকর জয়ন্তীতে শ্রদ্ধা জানান। এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে-কে হাসিখুশি মুহূর্ত ভাগ করে নিতে দেখা যায়। বেশ কিছু সময়ে তাঁদের মধ্যে কথা হয়। উল্লেখ্য, আম্বেদকর জয়ন্তী উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী মোদী ও অন্যান্য নেতারা সংসদ চত্বরের প্রেরণা স্থলে ভারতরত্ন ডঃ বি আর আম্বেদকরকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।অন্যদিকে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীন মঙ্গলবার ভারতীয় সংবিধানের প্রণেতা ভারতরত্ন বি আর আম্বেদকরের জন্মজয়ন্তীতে তাঁকে শ্রদ্ধা জানান। নিতিন বলেন, আম্বেদকরের মতাদর্শের প্রাসঙ্গিকতা আজও অক্ষুন্ন রয়েছে। নিতিন বলেন, আমি ভারতীয় সংবিধানের স্থপতি বি আর আম্বেদকরের জন্মবার্ষিকীতে সবাইকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। তিনি যেভাবে সমাজে সংস্কার, শিক্ষা এবং সমাজের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার কথা কল্পনা করেছিলেন, এখন প্রধানমন্ত্রী মোদী একই চেতনায় ভারতের পুনর্গঠনে কাজ করছেন নিঃসন্দেহে, আম্বেদকরের আদর্শের প্রাসঙ্গিকতা আজও অটুট আছে। উল্লেখ্য, দেশজুড়ে মঙ্গলবার যথোচিত মর্যাদায় আম্বেদকর জয়ন্তী পালিত হয়।

# প্রতীক্ষার অবসান, দিল্লি-দেহরাদূন এক্সপ্রেসওয়ের উদ্বোধন প্রধানমন্ত্রীর

দেহরাদূন, ১৪ এপ্রিল ঃ দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হল মঙ্গলবার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দিল্লি-দেহরাদূন এক্সপ্রেসওয়ের উদ্বোধন করেছেন। ২১০ কিলোমিটার দীর্ঘ দিল্লি-দেহরাদূন এক্সপ্রেসওয়ের উদ্বোধনের ফলে দিল্লি ও দেহরাদূনের মধ্যে যাতায়াতের সময় অনেকটাই কমবে। ৬ লেনের এই এক্সপ্রেসওয়েটি দিল্লি ও দেহরাদূনের মধ্যে যাতায়াতের সময় কমিয়ে প্রায় আড়াই ঘণ্টায় নিয়ে আসবে, যা এই অঞ্চল জুড়ে যোগাযোগ, পর্যটন এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে জোরদার করবে। দিল্লির অক্ষরধাম মন্দির থেকে শুরু হয়ে উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন শহর থেকে গিয়েছে এই এক্সপ্রেসওয়ে। দিল্লিতে যানবাহনের ভি। কমাতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হচ্ছে এই এক্সপ্রেসওয়েকে।দিল্লি-দেহরাদূন এক্সপ্রেসওয়ের উদ্বোধনের পর প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেন, আমি আপনাদের সকলের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী যে এখানে পৌঁছতে আমার এক ঘণ্টারও বেশি দেরি হয়েছিল। আমি সময়মতো রওনা দিয়েছিলাম। কিন্তু কালী মন্দির থেকে এখান পর্যন্ত রোড শোটি প্রায় ১২ কিলোমিটার দীর্ঘ ছিল। এতটাই উৎসাহ এবং উন্মাদনা ছিল যে, দ্রুত গতিতে গাড়ি চালানো কঠিন হয়ে পড়েছিল। তাই, আমি ধীরে ধীরে, মানুষের আশীর্বাদ চেয়েছিলাম। এখানে এসে আমি তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। আমি আজ নতুন শক্তি নিয়ে উত্তরাখণ্ড ত্যাগ করব এবং এর জন্য আমি সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।প্রধানমন্ত্রী বলেন, এখন দেশে উৎসব ও উদযাপনের উৎসাহ। নতুন বছরের আগমনে নানা মহলে ঢল নেমেছে। আমি বৈশাখী, বোহাগ বিহু এবং পুথান্ডুতে দেশবাসীকে আমার শুভেচ্ছা জানাই। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী, বাবা কেদারনাথ এবং বদ্রীনাথ ধামের তীর্থযাত্রাও শুরু হতে চলেছে। দেশের ভক্তরা ভক্তি সহকারে এই পবিত্র সময়ের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, যারা ভাগ্যবান, তারা হাতের তালুর রেখা পড়ে একজন ব্যক্তির ভবিষ্য বলে দেয়। কিন্তু আমি যদি এই জিনিসটিকে, এই প্রেক্ষাপটকে, দেশের জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত করি, তাহলে দেশের ভাগ্যরেখা কী? এইগুলি হল আমাদের রাস্তা, আমাদের মহাসড়ক, আমাদের এক্সপ্রেসওয়ে, আমাদের বিমানপথ, আমাদের রেলপথ, আমাদের জলপথ। এইগুলি আমাদের দেশের জন্য শেষ একটি জলপথ এবং এই দেশের জন্য একটি ফাকেড। একটি উন্নত ভারত গড়ার জন্য উন্নয়নের এই ধরনের ভাগ্যরেখা তৈরিতে নিযুক্ত।

## নতুন হেল্পলাইন চালু করল নির্বাচন কমিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা,১৪এপ্রিলঃভোটের সময় আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত অভিযোগ জানানোর জন্য নতুন হেল্পলাইন চালু করল নির্বাচন কমিশন। অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিত করতে এই বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল জানিয়েছেন।তিনি জানান, ১৮০০৩৪৫০০০৮ নম্বরের একটি নিঃশুল্ক টোল ফ্রি হেল্পলাইন চালু করা হয়েছে। এই নম্বরটি ২৪ ঘণ্টাই সক্রিয় থাকবে। ভোটার বা সাধারণ মানুষ যে কোনও সময় এই নম্বরে ফোন করে আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত অভিযোগ জানাতে পারবেন।শুধু ফোন নয়, অভিযোগ জানানোর জন্য একটি নির্দিষ্ট ই-মেইল আইডিও চালু করা হয়েছে- wbfreeandfairpollsgmail.com। এই ই-মেইলের মাধ্যমেও সরাসরি অভিযোগ জানানো যাবে।কমিশন সূত্রে খবর, এই হেল্পলাইন ও ই-মেইল পরিষেবা এখন থেকেই গণনা পর্ব পর্যন্ত চালু থাকবে। সমস্ত অভিযোগ সরাসরি রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে পৌঁছবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে খবর সূত্র থেকে জানা গিয়েছে।

# বিহারের মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিলেন নীতীশ কুমার

পাটনা, ১৪ এপ্রিলঃ বিহারের সবচেয়ে দীর্ঘকালীন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার মঙ্গলবার পাটনার লোক ভবনে রাজ্যপাল লেফটেন্যান্ট জেনারেল সৈয়দ আতা হাসনাইনের (অবসরপ্রাপ্ত) কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। তিনি গত ১০ এপ্রিল রাজ্যসভার সদস্য হিসাবে শপথ নেন।বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি মঙ্গলবারই ছেড়ে দিলেন নীতীশ কুমার। মঙ্গলবার বেলা ১১টায় মন্ত্রিসভার বৈঠক ডাকেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে মঙ্গলবারই মন্ত্রিসভার সদস্যদের সঙ্গে শেষ বারের মতো বৈঠক করেন তিনি। তার পর তিনি লোকভবনে গিয়ে বিহারের রাজ্যপালের হাতে ইস্তফাপত্র তুলে দেন। নীতীশ ইস্তফা দেওয়ার পর তাঁর উত্তরসূরি কে হবেন, তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। এনডিএ সূত্রে আগেই জানা গিয়েছে যে, বিহারের শাসকজোটের বৃহত্তম শরিক বিজেপির তরফেই কাউকে মুখ্যমন্ত্রী করা হবে। পদ্মশিবিরের একাধিক বিধায়কের নাম নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন বিহারের বর্তমান উপমুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধরি।

# রাশিফল

**মেষঃ**আজ আপনার নিজের জন্য যথেষ্ট সময় থাকবে, তাই আপনার স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্য দীর্ঘক্ষণ হাঁটার জন্য যেতে পারেন। আজকে বিনিয়োগ এড়িয়ে চলা উচিত। আপনি পরিবারে একজন শান্তিস্থাপকের কাজ করবেন।
**বৃষঃ** আজকে আপনার চারপাশের মানুষের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক মজবুত থাকবে। আপনার প্রিয়জনদের সঙ্গে সময় কাটানোর চেষ্টা করুন, এতে আপনার মন হালকা হবে। বিবাহের যোগ হবে।
**মিথুনঃ** কাজের জায়গায় বরিষ্ঠদের থেকে চাপ এবং ঘরে মতভেদ কিছু চাপ আনতে পারে- যা আপনাকে কাজে মনোনিবেশ করতে উপদ্রব করবে। অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে. গ্রহনির্ভর স্থান আজ আপনার পক্ষে অনুকূল বলে মনে হচ্ছে না।
**কর্কট রাশি ঃ** আজ কর্কট রাশির জন্য দিনটা বেশ ইন্টাটারেস্টিং যাবে। আপনার সংবেদনশীলতা আর কোমলতা আশপাশের মানুষদের আকর্ষিত করবে। পরিবারে সময় কাটালে মানসিক শান্তি পাবেন। হঠাৎ পুরনো কোনও বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলে পুরনো স্মৃতি রিফ্রেশ হবে, আর এতে আপনি খুশি হবেন।
**সিংহঃ** আপনার ক্ষমতা শক্তি বেশী থাকবে এবং আপনার অমীমাংসিত কাজ সম্পন্ন করার জন্য এই সময়কে ব্যবহার করা উচিত।
**কন্যাঃ**আজকের দিনটা আপনার জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হবে। আপনি আপনার প্ল্যানগুলোতে গভীরভাবে মনোযোগ দেবেন আর মানসিকভাবে খুবই সক্রিয় থাকবেন। প্রেম আসতে পারে আজ।
**তুলাঃ** আপনার স্বযত্নলালিত স্বপ্ন সত্যে পরিণত হবে। কিন্তু আপনার উত্তেজনা নিযন্ত্রণের রাখা উচিত কারণ খুব বেশী আনন্দ কিছু সমস্যার কারণ হতে পারে। শুভদিন
**বৃশ্চিকঃ** সন্ধ্যাবেলায় একটু আরাম করুন। আজ অর্থ হ্রাস হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, সুতরাং লেনদেন করার সময় বা কোনও দস্তাবেজ সই করার সময় আপনার সজাগ থাকা প্রয়োজন। সন্তান হতে পারে আজ।
**ধনুঃ** আজকের দিনটি ধনু রাশির মানুষের জন্য উদ্দীপনা আর নতুন শক্তি নিয়ে আসবে। অর্থ উন্নতি হবে
**মকরঃ** আপনি মানসিকভাবে এবং শারীরিকভাবে সামান্য নীচু থাকবেন- একটু বিশ্রাম ও পুষ্টিকর খাদ্য আপনার শক্তি বৃদ্ধি করতে সাহায্য করবে। ব্যবসায়ীদের আজ তাদের বাণিজ্যের ক্ষতি হতে পারে।
**কুম্ভঃ** আজকের দিনটা কুম্ভ রাশির জন্য কিছু বিশেষ ইতিবাচক শক্তি নিয়ে আসবে। আজ আপনি নতুন পরিকল্পনা করার এবং তা বাস্তবায়ন করার কথা ভাববেন। ব্যবসায় লাভ।
**মীনঃ** ভ্রমণ-ভোজ এবং আনন্দ আপনাকে আজ এক ভালো মেজাজে রাখবে। আপনার অফিসের সহকর্মী আজ আপনার মূল্যবান আইটেমগুলির মধ্যে একটি চুরি করতে পারে। অতএব, আপনাকে যত্নবান হওয়া এবং আপনার আইটেমগুলি তদন্ত করা দরকার।

## আবহাওয়া

বৈশাখের আগেই গরম বাড়তে শুরু করেছে পশ্চিমবঙ্গে। তীব্র তাপের আভাস দিয়ে দিচ্ছে চৈত্রের রোদই। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আপাতত গরম আরও বাড়বে। বৃষ্টির স্বস্তির তেমন সম্ভাবনা নেই। মঙ্গলবারও কলকাতায় বড়াল তাপমাত্রার পারদ। এদিন সকালে মহানগরীর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৯ ডিগ্রি বেশি।মূলত পশ্চিম এবং উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে গাঙ্গেয় বঙ্গে শুষ্ক বাতাস প্রবেশ করছে। তার ফলে উষ্ণতা এবং আর্দ্রতা বাড়ছে। ১৪ থেকে ১৮ এপ্রিল পর্যন্ত গরমের অস্বস্তির সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। আগামী রবিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ার সতর্কতা জারি করা হয়েছে। সেই তালিকায় রয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া এবং পশ্চিম বর্ধমান। এ ছাড়া, দক্ষিণের সব জেলাতেই গরম বাড়বে।তবে পশ্চিমের এই জেলাগুলিতে গরমের পাশাপাশি কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্ত ভাবে হালকা বৃষ্টিও হতে পারে। সেই সম্ভাবনা রয়েছে ঝাড়গ্রাম, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূমে। তবে দু’এক পশলা বৃষ্টিতে গরম কমবে না। বরং আরও বেড়ে যেতে পারে।। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯১ শত করা এবং সর্বনিম্ন ৫৫ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টিপাত হয়নি মঙ্গলবার বলে জানা যায়।

## জোয়ার-ভাটা

**জোয়ার**-সকাল ০৮টা ৫০মিনিট এবং রাত ০২ টা ৫০ মিনিটে। **ভাটা**-দুপুর ০২টা ৫৫মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫৫ মিনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ৪১মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ৫৭মিনিটে হতে পারে।

# বাংলা নববর্ষ ১৪৩৩ ঐতিহ্য,আবেগ আর নতুন শুরুর আলোকরেখা

**শায়নী ভট্টাচার্য** ঃ বাংলার আকাশে আবারও উঠেছে নতুন সূর্য। পহেলা বৈশাখের প্রথম প্রভাতে বাঙালির হৃদয়ে বেজে উঠেছে নতুন আশার সুর। পহেলা বৈশাখ শুধু একটি দিন নয়, এটি বাঙালির সংস্কৃতি, ইতিহাস ও আত্মপরিচয়ের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ-একটি নতুন শুরুর প্রতীক। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই দিনটি বাঙালির জীবনযাত্রার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে রয়েছে, যা একদিকে যেমন ঐতিহ্যের স্মারক, অন্যদিকে তেমনই নতুন স্বপ্নের দিশারী। বাংলা নববর্ষের সূচনা হয় মুঘল সম্রাট আকবর-এর আমলে। কৃষিজীবী মানুষের সুবিধার জন্য তিনি ফসল তোলার সময় অনুযায়ী বাংলা সনের প্রবর্তন করেন। সেই সময় থেকেই বাংলা বর্ষপঞ্জি বাঙালির জীবনে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে এটি ধর্মনিরপেক্ষ এক সামাজিক উৎসবে পরিণত হয়, যেখানে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই একসঙ্গে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করে থাকেন। পহেলা বৈশাখের সকাল যেন এক অন্যরকম অনুভূতি নিয়ে আসে। ভোরের আলো ফুটতেই অনেকেই নতুন পোশাক পরে বেরিয়ে পড়েন। মন্দিরে পূজা, প্রার্থনা কিংবা প্রকৃতির মাঝে সময় কাটানো-সবকিছুতেই থাকে নতুন বছরের শুভ সূচনার ইঙ্গিত। শুভ নববর্ষ জানিয়ে একে অপরকে আলিঙ্গন করা যেন এই দিনের অন্যতম প্রধান রীতি। বাংলা নববর্ষের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে ' প্রথা। ব্যবসায়ীরা এই দিনে পুরনো হিসাব মিটিয়ে নতুন খাতা খোলেন। দোকান সাজানো হয় আলোকসজ্জায়, দেবতা অর্থাৎ সিদ্ধিদাতা গণেশ কিংবা গণেশ-লক্ষ্মী যুগলের আরাধনায় ব্রতী হন ব্যাবসায়ীরা। পাশাপাশি ক্রেতাদের আমন্ত্রণ জানিয়ে মিষ্টিমুখ করানো হয়। মিষ্টিমুখের আয়োজনে লাড্ডু একপ্রকার আবশ্যক। এই রীতি শুধু অর্থনৈতিক দিক থেকেই নয়, সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রকমারি পদ ছাড়া বাঙালির কোনো উৎসবই পূর্ণতা পায় না। পহেলা বৈশাখেও তার ব্যতিক্রম নয়। পান্তা-ইলিশ, লুচি-আলুর দম, চচ্চড়ি, মিষ্টি দই, সন্দেশ-সব মিলিয়ে এক বর্ণাঢ্য খাদ্যতালিকা। অনেক পরিবারে এই দিনে বিশেষ রান্নার আয়োজন হয়, আবার অনেকেই বাইরে গিয়ে রেস্তোরাঁয় খাওয়ার আনন্দ উপভোগ করেন। আজকের সময়কালে বিভিন্ন রেস্তোরাঁয এই বিশেষ দিনটি ঘিরে আকর্ষণীয় আয়োজনও বেশ লক্ষ্যণীয়। বলা

বাহুল্য, প্রতিটি পদ যেন বাঙালির ঐতিহ্য ও স্বাদের এক জীবন্ত প্রতিফলন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলেছে নববর্ষ উদযাপনের ধরণ। এখন সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে মুহূর্তেই শুভেচ্ছা পৌঁছে যায় পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। অনলাইন কেনাকাটা, ভার্চুয়াল অনুষ্ঠান-সবই যুক্ত হয়েছে এই উৎসবের অঙ্গ হিসেবে। তবুও, ঐতিহ্যের মূল সুর অটুট রয়েছে, যা বাঙালির সংস্কৃতিকে জীবিত রাখতে বদ্ধপরিকর। বাংলা নববর্ষের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে একটি বড় অর্থনৈতিক দিকও। নতুন পোশাক, উপহার, খাদ্যদ্রব্য-সবকিছুর কেনাকাটায় বাজার চত্বরও এই সময় বেশ জমজমাট থাকে। ছোট থেকে বড় ব্যবসা-সব ক্ষেত্রেই এই সময়ে বাড়ে বিক্রি। ফলে নববর্ষ শুধু সাংস্কৃতিক নয়, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নতুন বছর মানেই নতুন আশা, নতুন পরিকল্পনা। জীবনের ব্যর্থতা ও কষ্ট পেছনে ফেলে সামনে এগিয়ে চলার অনুপ্রেরণা জোগায় এই দিন। অনেকেই এই সময়ে নতুন লক্ষ্য স্থির করেন, নিজের জীবনকে আরও সুন্দর করে গড়ে তোলার সংকল্প করেন। তাই বাংলা নববর্ষ আমাদের মনে করিয়ে দেয়-প্রতিটি শেষের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে একটি নতুন শুরুর সম্ভাবনা। জীবনের সকল দু ঃখ-কষ্ট, ব্যর্থতা পেছনে ফেলে সামনে এগিয়ে যাওয়ার সাহস জোগায় এই দিনটি। আজকের দ্রুতগতির জীবনে যখন আমরা অনেক সময় নিজের সংস্কৃতি ও শিক। ভুলতে বসেছি, তখন পহেলা বৈশাখ আমাদের সেই শিকড়ে ফিরে যেতে শেখায়। নতুন বছরের প্রথম প্রভাত শুধুই একটি দিন নয়, এটি হয়ে ওঠে নতুন স্বপ্ন দেখার, নতুন করে বাঁচার এক অনুপ্রেরণা। শুভ নববর্ষ ১৪৩৩!

## জাঙ্গিপাড়ায় মন্ত্রীর এলাকাতেও বহু জায়গায় আটকে উন্নয়নের কাজ-এমনটাই দাবি বিরোধীদের

বনস্পতি দে, জাঙ্গিপাড়া হুগলি,১৪ এপ্রিল ঃ জাঙ্গিপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের পরিচয় জাঙ্গিপাড়া শ্রীরামপুর লোকসভার অধীনে। এই লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। জাঙ্গিপাড়া বিধানসভার বেশিরভাগই গ্রামীণ এলাকা। চণ্ডীতলা-১ ব্লকের আইনিয়া, হরিপুর, মশাট ও শিয়াখালা গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে গঠিত এই কেন্দ্র। রাজ্যে পালাবদলের আগে এই কেন্দ্র দীর্ঘদিন বামেদের দখলে থাকলেও ২০১১ সাল থেকে টানা তিন বার জিতেছেন তৃণমূল বিধায়ক স্নেহাশিস চক্রবর্তী। রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীও হয়েছেন। দু'বছর আগেই লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলের নিরিখে এই কেন্দ্র থেকে এগিয়ে রয়েছে তৃণমূল। ফলে লড়াই অনেকটাই সহজ বলে দাবি করছেন তৃণমূল প্রার্থী। মন্ত্রী স্নেহাশিসের দাবি, ' লোকসভা নির্বাচনে জাঙ্গিপাড়ায় ২৮ হাজার ভোটে তৃণমূল কংগ্রেস এগিয়ে রয়েছে। এ বার সেই ভোট আরও দশ হাজার বেড়ে ৩৫-৪০ হাজার ভোটে জাঙ্গিপাড়া থেকে জয়ী হতে চলেছি। অন্যান্য বারের থেকেও এ বারে মানুষ আরও বেশি সমর্থন করছে।' বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে গত পাঁচ বছরে। তবে বেশ কিছু এলাকায় গ্রামীণ উন্নয়ন নিয়ে মানুষের ক্ষোভ রয়েছে। বিদায়ী বিধায়কের কথায়, ' মানুষগুলো উন্নয়নের অধীনে আসেনি তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করাই আমাদের লক্ষ্য। এখনও বেশ কিছু মানুষ বার্ধক্য ভাতা পাননি। কেন্দ্রীয় বঞ্চনার পরেও এক বছরে ৩২ লক্ষ মাটির বাড়ি দিয়েছে তৃণমূল সরকার। তবে এখনও কিছু মাটির বাড়ি রয়েছে। জল জীবন মিশনের কিছু কাজ বাকি রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার টাকা আটকে রাখায় সেই কাজ করা যাচ্ছে না। গ্রামীণ এলাকায় জল পৌঁছে দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।' কোন কাজ হয়নি বলে দাবি বিরোধীদের? মন্ত্রীর এলাকাতেও বহু জায়গায় আটকে উন্নয়নের কাজ- এমনটাই দাবি বিরোধীদের। বেশ কিছু গ্রামীণ রাস্তায় এখনও চলা দায়। পানীয় জলের সমস্যাও তুলে ধরছেন সাধারণ মানুষ। বড়গাছিয়া থেকে চাঁপাডাঙা পর্যন্ত রেলের দাবি রয়েছে। কৃষকদের জন্য হিমঘর করার দাবি করেছেন অনেকে। ২০১৬ সালে এই কেন্দ্রে বিজেপির প্রার্থী হয়েছিলেন প্রসেনজিৎ বাগ। পরের বার প্রার্থী বদল হয়। ২১-এর নির্বাচনে প্রার্থী করা হয় দেবজিৎ সরকারকে। এ বার ফের বিধানসভার লড়াইয়ে প্রসেনজিৎ। তাঁর বক্তব্য, ' একাধিক উন্নয়ন হয়েছে বলে দাবি করছেন স্নেহাশিস চক্রবর্তী। এ প্রসঙ্গে বিজেপি প্রার্থী বলেন, ' রাস্তা দিয়ে চলা যায় না। দু'-একটা ডাক্তার দিয়ে হাসপাতাল চলছে। শুধু নীল-সাদা বাড়ি করে দিলেই উন্নয়ন হয়ে গেল? ভোটের আগে রাস্তা তৈরি করছেন, পাঁচ বছর ধরে কোনও উন্নয়ন হয়নি।' মুসলিমদের অন্যতম পবিত্র স্থান ফুরফুরা শরিফ অবস্থিত এই বিধানসভা এলাকাতেই। রয়েছে ভালো সংখ্যক মুসলিমদের বসবাস। তৃণমূল প্রার্থীর দাবি, ' কমিশনের মাধ্যমে এসআইআর করে লক্ষ লক্ষ প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ দিয়ে দিচ্ছে। এ ভাবে তারা বাংলা দখল করতে চায়। কিন্তু বাংলার মানুষ ভোট বাক্সে বাংলা থেকে এই বিজেপিকে নির্মূল করে ছাড়বে। অন্য দিকে, বিজেপি প্রার্থী বলছেন, ' বুঝতে পেরেছে কোনও কাজ হয়নি। আমরা সব সময় বলি সবকা সাথ, সবকা বিকাশ। জাঙ্গিপাড়া এলাকার সংখ্যালঘুরা বুঝতে পেরেছে, তাই তারা ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে থাকবে।'

## শিবপুর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থীর সমর্থনে রোড শোয় ইউসুফ পাঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ১৪ এপ্রিল ঃ মঙ্গলবার বিকেলে হাওড়ার শিবপুর কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ডাঃ রানা চ্যাটার্জির সমর্থনে রোড শো করেন প্রাক্তন জাতীয় ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠান। এদিন দাসনগর পেট্রোল পাম্প থেকে জাপানিগেট পর্যন্ত ওই রোড শো অনুষ্ঠিত হয়। ওই রোড শো'র প্রধান আকর্ষণ ছিলেন বিশ্বকাপ জয়ী প্রাক্তন ক্রিকেটার তৃণমূল সাংসদ ইউসুফ পাঠান। এদিন প্রার্থী ছাড়াও তৃণমূল সাংসদ প্রসূন ব্যানার্জি এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ইউসুফ পাঠান বলেন, 'ডাঃ রানা চ্যাটার্জির রোড শো'তে এসে খুব ভালো লাগছে। এখানে এসে কর্মীদের মধ্যে প্রচুর উৎসাহ লক্ষ্য করছি। এখানে রানা চ্যাটার্জির ব্যাপক সমর্থন দেখতে পাচ্ছি। উনি জয়ী হয়ে মানুষের উন্নয়নের জন্য কাজ করবেন।' এসআইআরে বহু নাম বাদ দেওয়া প্রসঙ্গে ইউসুফ পাঠান বলেন, 'এসআইআরে যেভাবে বহু বৈধ ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে সেটা খুবই দু ঃখজনক ঘটনা। কোথাও দেখা গেছে বাচ্চার নাম আছে, অথচ তার বাবার নাম নেই। আবার কোথাও দেখা গেছে বাবার নাম আছে, বাচ্চার নাম নেই। এমনকি বহু বৈধ ভোটারকেও তাঁদের নাগরিকত্ব প্রমাণের জন্য লাইনে দাঁড়াতে হয়েছে যেটা খুবই দু ঃখের ব্যাপার।'

## বিধানসভা নির্বাচনকে 'হিংসামুক্ত' এবং 'প্রভাব মুক্ত' করতে বদ্ধপরিকর জেলা প্রশাসন

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ১৪ এপ্রিল ঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে 'হিংসামুক্ত' এবং 'প্রভাব মুক্ত' করতে বদ্ধপরিকর জেলা প্রশাসন। হাওড়ায় সাংবাদিক বৈঠকে জানালেন জেলাশাসক। ২৯শে এপ্রিল দ্বিতীয় দফার ভোট। এই দফায় ভোট হতে চলেছে হাওড়ায়। ভোটগ্রহণ যাতে অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ হয় সেজন্য নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে কড়া নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। সোমবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে জেলাশাসক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন হাওড়া সিটি পুলিশ কমিশনার, হাওড়া জেলা গ্রামীণ পুলিশের সুপারিনটেনডেন্ট এবং জেলার কেন্দ্রীয় বাহিনীর কো-অর্ডিনেটর। তারা প্রত্যেকেই শান্তিপূর্ণ ভোটের ব্যাপারে আশ্বস্ত করেছেন। এদিন জেলাশাসক ড. পি দীপাপপ্রিয়া বলেন, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী হিংসামুক্ত, প্রভাব মুক্ত, শাসানি মুক্ত, বুথ জ্যাম মুক্ত ভোটগ্রহণ করা হবে। এর জন্য পুলিশের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হবে। হাওড়া সদরে এখন ৪৭ কোম্পানি এবং গ্রামীন এলাকায় ৫০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী কাজ করছে। তারা এলাকায় রুট মার্চের পাশাপাশি ভোটারদের আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর কাজ করছে। এছাড়াও জেলার সীমান্ত এলাকা এবং ঘাটগুলিতে নাকা চেকিংয়ের ব্যবস্থা করা হযেছে। এদিন তিনি আরও বলেন, প্রত্যেক বুথের ভিতরে এবং বাইরে একটি করে সিসিটিভি ক্যামেরা থাকবে। অতি স্পর্শকাতর বুথ হলে বুথের মধ্যে অতিরিক্ত একটি ক্যামেরা লাগানো হবে। এছাড়াও অলিতে-গলিতে এবং বুথের চারপাশে ক্যামেরা থাকবে। ওই ক্যামেরা বুথ ছাড়াও জেলার প্রধান নির্বাচনী কার্যালয এবং নির্বাচন কমিশনের অফিস থেকে নজরদারি করা হবে। হাওড়া সিটি পুলিশের কমিশনার অখিলেশ কুমার চতুর্বেদী বলেন, হাওড়া সদরের ২০৮৭ টি বুথের মধ্যে ৫০ বুথ অতি স্পর্শকাতর। যেকোনও ধরনের গন্ডগোল মোকাবিলায় ১৫২ সেকটর কেন্দ্রীয় বাহিনী, ৪৮টি রেসপন্স টিম, ৭৫টি ক্যুইক রেসপন্স টিম, ২২টি নাকা টিম, ১৬টা হেভি রেডিও ফ্লাইং স্কোয়াড, ২২টি ফ্লাইং স্কোযাড় এবং ২২টি এসএসটি টিম কাজ করবে। তবে প্রত্যেকটি বুথে কতজন করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান এবং রাজ্য পুলিশ থাকবে সেই নির্দেশিকা এখনও হাতে আসেনি। নির্দেশিকা এলে সেই অনুযায়ী বুথের চারপাশে জওয়ানদের মোতায়েন করা হবে। জানা গেছে, কেন্দ্রীয় বাহিনীর মধ্যে সিআরপিএফ বিএসএফ এবং এসএসবি আধা সামরিক বাহিনীর জওয়ানদের মোতায়েন করা হবে। হাওড়া গ্রামীণ পুলিশের সুপারিনটেনডেন্ট সুবিমল পাল বলেন, রাতের বেলায় পেট্রোলিং এর পাশাপাশি নাকা চেকিং চলছে। এদিন অখিলেশ চতুর্বেদী বলেন, এখনও পর্যন্ত নাকা চেকিং এর সময় বেআইনি ২০ লক্ষ টাকা এবং ২১টি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। ১৯২ কেজি গাঁজা এবং বিপুল পরিমাণে মদ উদ্ধার হয়েছে। এর পাশাপাশি যাদের বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট জারি আছে তাদের ধরপাকড় চলছে। এদিন জেলাশাসক আরো বলেন, ভোটের দিন কোন গন্ডগোল হলে যে কেউ ১৯৫০ নাম্বারে ফোন করতে পারেন। সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

## বাগদায় ভোটের আগে উত্তেজনা, বিজেপি প্রার্থী তথা শান্তনুপত্নী-র কনভয়ে হামলার অভিযোগে তোলপাড়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৪ এপ্রিল ঃ প্রথম দফার নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি। আগামী ২৩ এপ্রিল উত্তরবঙ্গ-সহ রাজ্যের মোট ১৫২টি আসনে ভোটগ্রহণকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই চাতে শুরু করেছে রাজনৈতিক পারদ। এরই মধ্যে উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা এলাকায় বিজেপি প্রার্থী সোমা ঠাকুরের কনভয়ে হামলার অভিযোগ ঘিরে নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। মঙ্গলবার সকালে সুন্দরপুরের আরামডাঙ্গা এলাকায় জনসংযোগে যাচ্ছিলেন সোমা ঠাকুর। সেই সময় আচমকাই একটি দ্রুতগতির বাইক পিছন দিক থেকে এসে তাঁর কনভয়ে সজোরে ধাক্কা মারে বলে অভিযোগ। ধাক্কার অভিঘাত এতটাই প্রবল ছিল যে গাড়িটির পিছনের অংশ সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ভেঙে যায় কাচ এবং গাড়ির গঠনও দুমা:-মুচড়ে যায়। যদিও এই ঘটনায় সোমা ঠাকুর শারীরিকভাবে অক্ষত রয়েছেন, তবুও গোটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ঘটনার পরপরই বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। তাঁদের অভিযোগ, এই হামলা পূর্বপরিকল্পিত এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। বিজেপির দাবি, অভিযুক্ত বাইক আরোহীর পরনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীকযুক্ত গেঞ্জি ছিল এবং সে মদ্যপ অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে এই ধাক্কা মারে। তাঁদের আরও অভিযোগ, শুধুমাত্র ভয় দেখানো নয়, বরং সোমা ঠাকুরকে লক্ষ্য করেই এই হামলার চেষ্টা করা হয়েছে। এই ঘটনার পর স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন সোমা ঠাকুর। তিনি অভিযোগ করেন, দাঁড়িয়ে থাকা কনভয়ের গাড়িকে নিশানা করে পরিকল্পিতভাবে এই আক্রমণ চালানো হয়েছে। তাঁর কথায়, এটা নিছক দুর্ঘটনা নয়, আমাকে লক্ষ্য করেই এই হামলার চেষ্টা করা হয়েছে। তিনি এই ঘটনার পিছনে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের হাত রয়েছে বলেও সরাসরি অভিযোগ তোলেন। অন্যদিকে, বিজেপির এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। দলের স্থানীয় নেতা ইনাযক মণ্ডল বলেন, তৃণমূল কখনও এই ধরনের নোংরা রাজনীতি করে না। ভোটের আগে প্রচারের আলোয় আসতেই বিজেপি এই ধরনের ভিত্তিহীন অভিযোগ করছে। তাঁর দাবি, গোটা ঘটনাটি রাজনৈতিক ফায়দা তোলার উদ্দেশ্যে বাড়িয়ে বলা হচ্ছে এবং এর সঙ্গে তৃণমূলের কোনও যোগ নেই। ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। কীভাবে এই দুর্ঘটনা বা হামলা ঘটল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত বাইক আরোহীকে আটক করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে জানা যাচ্ছে, ওই যুবক ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা এবং স্থানীয় একটি ইটভাটায় শ্রমিক হিসেবে কাজ করে। ঘটনার সময় সে মদ্যপ অবস্থায় ছিল কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ভোটের আগে এই ধরনের ঘটনা স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক আবহকে আরও উত্তপ্ত করে তুলেছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করা হলেও, এই ঘটনায় আগামী দিনে রাজনৈতিক চাপানউতোর আরও বাড়তে পারে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

## দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে পরিবহণ সংকটের আশঙ্কা

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ১৪ এপ্রিল ঃ দক্ষিণবঙ্গে দ্বিতীয় দফার নির্বাচন ঘনিয়ে আসতেই কলকাতা-সহ হাওড়া, হুগলি এবং দুই ২৪ পরগনায় জোরদার হয়েছে ভোট প্রচার। আগামী ২৯ এপ্রিল এই দফায় ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। রাজনৈতিক তাপমাত্রা যেমন ক্রমশ বাড়ছে, তেমনই সাধারণ মানুষের মধ্যে বাড়ছে এক নতুন উদ্বেগ-পরিবহণ সংকট। ভোট উপলক্ষ্যে বিপুল সংখ্যক বাস, পুলকার, স্কুল বাস এবং ক্যাব নির্বাচন কমিশনের কাজে নিয়োজিত হওয়ায় শহর ও সংলগ্ন এলাকায় যাতায়াত ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। সূত্রের খবর, আগামী ২৭ এপ্রিল থেকেই নির্বাচন কমিশনের তরফে বিভিন্ন ধরনের যানবাহন তুলে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হবে। এই গাড়িগুলি ভোটকর্মী ও নিরাপত্তারক্ষীদের যাতায়াত এবং অন্যান্য নির্বাচনী কাজে ব্যবহৃত হবে। এর ফলে শহরের রাস্তায় গণপরিবহণের সংখ্যা হঠা করেই অনেক কমে যেতে পারে। বিশেষ করে পুলকার ও স্কুল বাস তুলে নেওয়া হলে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়ে পড়ুয়ারা এবং তাঁদের অভিভাবকেরা। ইতিমধ্যেই শহরের বিভিন্ন ইংরেজি মাধ্যম স্কুল এই পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে বিকল্প পরিকল্পনা করতে শুরু করেছে। জানা যাচ্ছে, অনেক স্কুলই মাসের শেষ কয়েকদিন অনলাইন ক্লাস চালুর কথা ভাবছে, যাতে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনায় ব্যাঘাত না ঘটে। নিউটাউনের একটি নামী স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা জানিয়েছেন, ২৭ থেকে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত অনলাইন ক্লাস চালানো হবে এবং ভোটের দিন অর্থা ২৯ এপ্রিল স্কুলে ছুটি থাকবে। একইভাবে দক্ষিণ কলকাতার আরেকটি স্কুলের পক্ষ থেকেও জানানো হয়েছে, তাদের একাধিক বাস নির্বাচন কমিশনের কাজে নেওয়া হবে, ফলে স্বাভাবিক ক্লাস পরিচালনা করা কঠিন হয়ে পড়বে। শুধু পড়ুয়ারাই নয়, সাধারণ মানুষও এই পরিস্থিতিতে সমস্যায় পড়তে পারেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। পরিবহণ পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত একাধিক সংগঠনের দাবি, এবারের নির্বাচনে আগের তুলনায় অনেক বেশি সংখ্যক গাড়ি অধিগ্রহণ করা হচ্ছে। ফলে শহরের রাস্তায় বাস, মিনিবাস, পুলকার এমনকি অ্যাপ ক্যাবের সংখ্যাও কমে যাবে। এতে করে অফিসযাত্রী থেকে শুরু করে দৈনন্দিন যাত্রীদের দুর্ভোগ চরমে পৌঁছতে পারে। বাস পরিষেবার এক কর্তা জানিয়েছেন, ভোটের কয়েকদিন আগে থেকেই শহরে বাসের সংখ্যা কমে যেতে শুরু করবে। বিশেষ করে ২৬ এপ্রিলের পর থেকে পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারে। অন্যদিকে পুলকার সংগঠনের তরফেও জানানো হয়েছে, বিপুল সংখ্যক পুলকার ভোটের ডিউটিতে নিয়োজিত হওয়ায় ছাত্রছাত্রীদের যাতায়াতের দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব হবে না। ফলে অনেক অভিভাবকই তাঁদের সন্তানদের স্কুলে পাঠানো নিয়ে অনিশ্চয়তায় ভুগছেন। এছাড়াও অনলাইন ক্যাব পরিষেবার ক্ষেত্রেও একই সমস্যা দেখা দিতে পারে। ক্যাব অপারেটরদের একাংশ জানিয়েছেন, তাঁদের বহু গাড়ি নির্বাচন কমিশনের কাজে ব্যবহার করা হবে। ফলে অ্যাপ-ভিত্তিক গাড়ির সংখ্যাও কমে যেতে পারে, যা শহরের পরিবহণ ব্যবস্থায় আরও চাপ সৃষ্টি করবে। এদিকে, নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ইতিমধ্যেই রাজ্যে পৌঁছে গিয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। কলকাতা ও আশপাশের এলাকায় চলছে নিয়মিত টহলদারি। ২৩ এপ্রিল প্রথম দফার ভোট শেষে উত্তরবঙ্গ থেকে বাহিনীর একটি বড়ড় অংশ দক্ষিণবঙ্গে চলে আসবে। ফলে মাসের শেষ সপ্তাহে শহরে নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হবে বলেই মনে করা হচ্ছে।এই পরিস্থিতিতে অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন, ভোটের আগে থেকেই কি কার্যত অঘোষিত বনধের চেহারা নেবে শহর? যদিও প্রশাসনের তরফে এখনও এ বিষয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক মন্তব্য করা হয়নি, তবে বাস্তব পরিস্থিতি যে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব ফেলবে, তা একপ্রকার নিশ্চিত। সব মিলিয়ে, গণতান্ত্রিক উৎসবের প্রস্তুতির পাশাপাশি এবার শহরবাসীর সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াচ্ছে দৈনন্দিন যাতায়াত। স্কুল, অফিস কিংবা অন্যান্য জরুরি কাজে বাইরে বেরোতে হলে আগাম পরিকল্পনা করা ছাড়া উপায় থাকবে না বলেই মনে করছেন অনেকে।

## ৮৬-তেও ময়দানে 'তরুন বিমান, বাম শিবিরে উজ্জীবনের ভরসা এই প্রবীণ নেতাই

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৪ এপ্রিল ঃ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের আবহে বামফ্রন্ট শিবিরে এখনও অন্যতম ভরসার নাম বিমান বসু। দীর্ঘ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা, সংগঠনের ভিতরে গ্রহণযোগ্যতা এবং কর্মীদের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ-এই তিনকে পুঁজি করেই ৮৬ বছর বয়সেও তিনি ফের সক্রিয়ভাবে নেমে পড়েছেন ভোটের ময়দানে। বামেদের শূন্যের গেরো কাটার লড়াইয়ে প্রার্থীদের পাশাপাশি কর্মী-সমর্থকদের একটাই চাওয়া-অন্তত একবার তাঁদের কেন্দ্রে এসে প্রচার করুন ' সেই চাহিদাকেই গুরুত্ব দিয়ে সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি পরে আবারও প্রচারের প্রথম সারিতে দেখা যাচ্ছে তাঁকে। এবারের নির্বাচন বামফ্রন্টের কাছে নিঃসন্দেহে কঠিন চ্যালেঞ্জের। কংগ্রেসের সঙ্গে জোট হয়নি, বরং আইএসএফকে সঙ্গী করে লড়াইয়ে নেমেছে বাম শিবির। ফলে রাজনৈতিক সমীকরণ যেমন বদলেছে, তেমনই বেড়েছে অনিশ্চয়তাও। আগের নির্বাচনে খারাপ ফলের স্মৃতি এখনও তাজা। সেই প্রেক্ষাপটে যদি ফের শূন্যের গেরো না কাটে, তবে কর্মীদের মধ্যে হতাশা আরও গভীর হতে পারে-এমন আশঙ্কা থেকেই কোনওরকম ঝুঁকি নিতে চাইছে না সিপিএম নেতৃত্ব। আর তাই কর্মীদের উজ্জীবিত করতে অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার নিয়ে সামনে আনা হয়েছে বিমান বসুকে। প্রবীণ হলেও তাঁর উদ্যম এখনও তরুণদের টেক্কা দেয়। মিছিলের প্রথম সারিতে হাঁটতে দেখা যাচ্ছে তাঁকে। যদিও তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন, আগের মতো দীর্ঘ পথ হেঁটে প্রচার করা এখন আর সম্ভব হয় না, তবুও লড়াইয়ের ময়দান থেকে সরে দাঁড়ানোর কোনও প্রশ্নই নেই। পার্টির ভেতরে শুধু নয়, শরিক দলগুলির কাছেও তাঁর গ্রহণযোগ্যতা অত্যন্ত বেশি। সেই কারণেই এখনও বামফ্রঃেটর অন্যতম ' প্রচারক হিসেবেই বিবেচিত হন তিনি। টানা ২৮ বছর ধরে বামফ্রন্ট চেয়ারম্যানের দায়িত্বে থাকা বিমান বসুর রাজনৈতিক জীবন নিজেই এক ইতিহাস। বামফ্রন্ট গঠনের পর এত দীর্ঘ সময় ধরে আর কোনও নেতা এই পদে ছিলেন না। ১৯৯৭ সালে তৎকালীন চেয়ারম্যান শৈলেন দাশগুপ্ত প্রয়াত হওয়ার পর এই দায়িত্ব তাঁর কাঁধে এসে পড়ে। পরবর্তীতে ২০০৬ সালে তৎকালীন রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস প্রয়াত হলে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদকের দায়িত্বও সামলাতে হয় তাঁকেই। দীর্ঘ সময় ধরে এই দুই গুরুত্বপূর্ণ পদ একসঙ্গে সামলেছেন তিনি। ২০১৫ সালে সূর্যকান্ত মিশ্র রাজ্য সম্পাদক হওয়ার পর বিমান বসু আবার এককভাবে বামফ্রন্ট চেয়ারম্যানের দায়িত্বে ফিরে আসেন। শরিকদের সঙ্গে সমঝোতা থেকে শুরু করে প্রার্থী বাছাই-সব ক্ষেত্রেই তাঁর অভিজ্ঞতা আজও দলের সম্পদ। বর্তমান নির্বাচনে তাঁর প্রচারের রুটও নির্দিষ্ট কৌশল মেনে তৈরি করা হয়েছে। যেখানে বামেদের তুলনামূলকভাবে ভালো অবস্থান রয়েছে বা তৃণমূলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সম্ভাবনা বেশি, সেই সব কেঃেদ্রই বেশি করে সময় দিচ্ছেন তিনি। উদ্দেশ্য একটাই-কর্মীদের মনোবল বা।ানো এবং শেষ মুহূর্তে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করা। সাম্প্রতিক দিনগুলিতে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন কেঃেদ্র একাধিক সভা ও মিছিলে অংশ নিতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। জোড়াসাঁকো কেন্দ্রে সিপিএম প্রার্থী ভরতরাম তিওয়ারির সমর্থনে প্রচার করেছেন তিনি। এর আগে যাদবপুরে বিকাশ ভট্টাচার্যের সমর্থনে মিছিলে হেঁটেছেন। আবার বরানগরে রোড শোতেও দেখা গেছে তাঁকে। কাশীপুর-বেলগাছিয়াতেও কর্মিসভায় উপস্থিত ছিলেন তিনি। যেখানেই যাচ্ছেন, সেখানেই কর্মীদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা তৈরি হচ্ছে, এমনটাই দাবি দলের একাংশের।তাঁর উপস্থিতিতে কর্মীদের মধ্যে যে আত্মবিশ্বাস বা।ছে, তা স্পষ্টভাবে চোখে প।ছে বিভিন্ন সভা-মিছিলে। দীপ্সিতা ধর ও মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের মতো তরুণ প্রার্থীদের সমর্থনেও তাঁর প্রচারে নামার কথা রয়েছে। তবে দলের একাংশের মত, প্রবীণ এই নেতাকে অতিরিক্ত ধকল না দেওয়াই ভালো, বিশেষ করে গরমের সময়ে। যদিও বিমান বসু নিজেই জানিয়েছেন, তাঁর শারীরিক অবস্থার কোনও সমস্যা নেই এবং তিনি সম্পূর্ণভাবে ফিট রয়েছেন। সব মিলিয়ে, অভিজ্ঞতা ও গ্রহণযোগ্যতাকে হাতিয়ার করেই এবারের নির্বাচনে নিজেদের ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে বামফ্রন্ট। আর সেই লড়াইয়ে সবচেয়ে বড় ভরসা হয়ে উঠেছেন ' ৮৬-র বিমান বসুই। তাঁর উপস্থিতি যে এখনও বাম রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিক, তা ফের একবার স্পষ্ট এবারের ভোটের ময়দানে।

## ভাঙড়ে বিজেপি প্রার্থীর বাড়িতে তৃণমূল প্রার্থী, 'বিতর্কে উত্তাল রাজনীতি

নিজস্ব সংবাদদাতা, ভাঙড়, ১৪ এপ্রিল ঃভোটের আবহে যখন রাজ্যের রাজনৈতিক মঞ্চে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির মধ্যে তীব্র বাকযুদ্ধ চরমে, ঠিক সেই সময় ভাঙড় থেকে উঠে এল এক ভিন্ন ছবি, যা ঘিরে নতুন করে শুরু হয়েছে জোর বিতর্ক। মঙ্গলবার সকালে ভাঙড়ের বিজেপি প্রার্থী জয়ন্ত গায়েন-এর বাড়িতে হঠাৎ হাজির হন তৃণমূল প্রার্থী শওকত মোল্লা। শুধু সৌজন্য সাক্ষাই নয়, সেখানে উপস্থিত বিজেপি প্রার্থীর মা শওকতের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদও করেন। এই দৃশ্যের ছবি ও ভিডিও দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে সোশ্যাল মিডিয়ায়, আর তাতেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে তুমুল চর্চা। ঘটনার পর থেকেই বিরোধী দলগুলির তরফে উঠেছে ' অভিযোগ। বিশেষ করে সিপিএম ও আইএসএফের নেতারা সরব হয়ে দাবি করেছেন, এই ঘটনাই প্রমাণ করে যে তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে গোপন সমঝোতা রয়েছে। তাঁদের বক্তব্য, নির্বাচনের মুখে এমন সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক কোনওভাবেই স্বাভাবিক নয় এবং এর পিছনে রাজনৈতিক স্বার্থ জড়িত থাকতে পারে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, বর্তমানে রাজ্যের রাজনীতিতে তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে প্রকাশ্য সংঘাত তীব্র আকার নিয়েছে। একদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ নিয়মিত সভা থেকে তৃণমূল নেতৃত্বকে আক্রমণ করছেন। অন্যদিকে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও পালটা আক্রমণে কোনও খামতি রাখছেন না। এই প্রেক্ষাপটে ভাঙড়ের এই ঘটনা অনেকের কাছেই বিস্ময়কর বলে মনে হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকালে হঠাই জয়ন্ত গায়েনের বাড়িতে পৌঁছে যান শওকত মোল্লা। সেখানে দুই প্রার্থীর মধ্যে কিছুক্ষণ কথাবার্তাও হয়। বিজেপি প্রার্থীর মা, যিনি স্থানীয়ভাবে পরিচিত তৃণমূল ঘনিষ্ঠ মহিলা নেত্রী হিসেবে, তিনি শওকতকে আশীর্বাদ করেন। এই দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি হতেই তা দ্রুত ভাইরাল হয়ে পড়ে এবং রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। সিপিএম ও আইএসএফের দাবি, জয়ন্ত গায়েন ও শওকত মোল্লার মধ্যে দীর্ঘদিনের ব্যক্তিগত সম্পর্ক রয়েছে। তাঁদের অভিযোগ, জয়ন্তর পরিবারের একাধিক সদস্য তৃণমূলের সঙ্গে যুক্ত। তাঁর ভাই নাকি তৃণমূলের বুথ সভাপতি এবং দিদি পঞ্চায়েত প্রধান পদে রয়েছেন। সেই কারণে জয়ন্ত বিজেপির প্রার্থী হলেও তিনি এখনও পর্যন্ত তেমন সক্রিয় প্রচার চালাননি এবং তৃণমূলের বিরুদ্ধে সরাসরি কোনও আক্রমণও শোনা যায়নি তাঁর মুখে। এই সমস্ত কারণ দেখিয়েই বিরোধীরা অভিযোগকে জোরালো করছে। তবে এই সমস্ত অভিযোগ সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেছেন শওকত মোল্লা। তাঁর বক্তব্য, এটি নিছকই একটি সৌজন্য সাক্ষাৎ এবং এর মধ্যে কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নেই। তিনি বলেন, বিজেপি প্রার্থীর মা তৃণমূলের মহিলা নেত্রী। আমি আমার দলের নেত্রীর বাড়িতে গেলে তাতে দোষ কোথায়? আমরা কখনও বিজেপির সঙ্গে কোনও ধরনের সেটিং করব না। একইসঙ্গে তিনি পালটা অভিযোগ করে বলেন, অন্য কিছু বিরোধী দলের সঙ্গেই বরং বিজেপির গোপন বোঝাপড়া রয়েছে। এই ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোর যে আগামী দিনেও চলবে, তা বলাই বাহুল্য। নির্বাচনের ঠিক আগে এমন এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ভোটের সমীকরণে কোনও প্রভাব ফেলে কি না, সেটাই এখন দেখার।

## গড়িয়ার নবগ্রামে ফ্ল্যাটে খুনে উঠে এলো চাঞ্চল্যকর তথ্য

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,নরেন্দ্রপুর,১৪ এপ্রিল ঃ গড়িয়ার নবগ্রামের ফ্ল্যাটে অরূপ মন্ডল খুনের ঘটনায় সামনে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মদ্যপানের আসরেই গুলি চালিয়ে খুন করা হয় অরূপকে। যদিও অভিযুক্ত প্রিয়াঙ্কা দাস ও রাজু দাসের দাবি,তাঁরা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছিলেন। ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে জানা গিয়েছে, বুলেটের আঘাতেই মৃত্যু হয়েছে অরূপের। পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, প্রায় তিন বছর আগে প্রিয়াঙ্কার স্বামীর মৃত্যু হয়। তিনি আর্মিতে কর্মরত ছিলেন। এরপর শ্বাশুড়ি ও মেয়েকে নিয়ে থাকতেন প্রিয়াঙ্কা। একটি জমি বিক্রির সূত্রেই অরূপের সঙ্গে তার পরিচয় হয় এবং ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। প্রিয়াঙ্কা ও রাজু সম্পর্কে কাকাতো ভাইবোন। রাজু পেশায় অটো চালক। ঘটনার দিন প্রিয়াঙ্কাই রাজুকে ডেকে পাঠান বলে তদন্তে উঠে এসেছে। প্রিয়াঙ্কার দাবি, তার কাছ থেকে ৪২ লক্ষ টাকা ধার নিয়েছিল অরূপ। তবে প্রিয়াঙ্কা ও রাজু দু'জনেই দাবি করেছেন, তারা কেউই গুলি চালাননি।মঙ্গলবার তাদের বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে। আদালতে ১৪ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানিয়েছে পুলিশ। এদিকে ঘটনাস্থল থেকে দুটি আগ্নেয়াস্ত্র, নগদ টাকা এবং একাধিক মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

# দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ১৩৪ সংখ্যা, বুধবার, ১ বৈশাখ, ১৪৩৩

## নববর্ষ

নববর্ষ। নতুন বছর মানেই বাংলার প্রাণ জাগানো উৎসব। বাংলার নববর্ষ উৎসব যেমন বাঙালিদের প্রাণকে মাতিয়ে রাখে। আবার ইংরেজি নববর্ষ বা নিউ ইয়ারকে বাঙালিরা মাতিয়ে রাখে। বাঙালির এই দুটি নতুন বছরের দিন উৎসবের দিন বলে পরিচিত। নববর্ষ মানেই নতুন করে জীবন শুরু করা। নববর্ষ মানেই নতুন কল্পনার মধ্যে দিয়ে নিজেকে সৃষ্টি করা। এবারে রাজনৈতিক দলের নেতারা আবার নববর্ষ উৎসব পালন করতে শুরু করে দিয়েছে। ভোট বড়রা বালাই। ভোট চাই। এবারে বাংলার নববর্ষ উৎসবটা বিধানসভার নির্বাচনের মধ্যে পড়ে গিয়েছে। তার ফলে প্রশাসনকে এবারে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করতে হচ্ছে। নববর্ষে সময়ে আগে বাড়ি বাড়িতে ইলিসের গন্ধ ভেসে আলতো। এখন তো ইলিসের সংখ্যা ক্রমশ কমতে শুরু করে দিয়েছে। নববর্ষ দিন এখন বাঙালিরা মাছ খেতে ভুলে গেছে। মাংস বিরিয়ানি দিয়েই অতিথি আপ্যায়ন শুরু হয়েছে। এখন খাবারের প্যাকেট তৈরি হয়েছে। আগে বৈঠকি আড্ডা ও গল্প করতে করতে নববর্ষ উৎসব পালন করা হতো। তখন নববর্ষের আড্ডা বলে একটি রীতি চালু ছিল। সেই আড্ডা এখন আর নেই। বাঙালিরা আড্ডা দিতে ভুলে গেছে। বড্ড বেশি ব্যবসায়িক হয়ে পড়েছে। হাতে একটি খাবারের প্যাকেট ধরিয়ে দিয়ে বিদায়ের নমস্কার করতে থাকে। গ্রীষ্মের সেরা ফল হচ্ছে আম। আম সবরাই প্রিয় ফল। কাচা আম থেকে শুরু করে পাকা আম সবার অতি প্রিয়। নববর্ষের সময়ে পোড়া আমের সরবত দিয়ে অতিথি আপ্যায়ন করা হয়ে থাকে। সেই পোড়া আমের সরবৎ খেয়েই আর্ধেক লোক পেট ভরাতো। তার পরে খানিকটা সাদা চালের ভাত আর মাছ ছিল অতিথি আপ্যায়নের সেরা পদ। এখন আর সেই বসিয়ে খাওয়ার রীতিটাই উঠে গিয়েছে। এখন থামসআপ বা কোকোকোলার যুগ। তারপরে হাতে একটি প্যাকেট ধরিয়ে দেওয়া। এটাই আধুনিক কালের অতিথি আপ্যায়নের চল। নববর্ষে শোভাযাত্রা বের হতো। বাংলায় নববর্ষের বহু সঙ্গীত রয়েছে। লাল সাদা শাড়ি পরে মেয়েরা এবং ছেলেরা সাদা পাঞ্জাবি এবং পায়জামা পরে রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন করতে করতে শহর পরিক্রমা করতো। 'এসো হে বৈশাখ এসো এসো'। কলকাতায় নববর্ষ উৎসবে সাড়ম্বরে পালিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি এবং সেই সময়কার কলকাতার অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকেরা নববর্ষ উৎসব পালন করতো। তখন কলেজ স্ট্রিটের বইপাড়া নতুন করে জেগে উঠতো। বই বাজারে তখন হেঁটে যাওয়া একেবারে অসম্ভব ছিল। বিখ্যাত প্রকাশন সংস্থাগুলিতে ভিড় লেগেই থাকতো। লেখকদের ভিড়ের পাশাপাশি নতুন পাঠকদের ভিড় হতো। নববর্ষের দিন নতুন বাংলা বই প্রকাশ হতো। এখন আর সেটা হয় না বলতে গেলে চলে। বইমেলাকে কেন্দ্র করে নতুন বই প্রকাশের হিড়িক দেখা যায়। কেউ কেউ আবার অক্ষয় তৃতীয়ার দিন নতুন বই প্রকাশ করে থাকে। বাংলার নববর্ষ মানেই নতুন প্রাণের স্পন্দন। নতুন প্রাণের জোয়ার বলা যেতে পারে। কলকাতা কেন গ্রাম বাংলাতে নববর্ষ উৎসব পালন করতে দেখা যায়। বাংলাদেশেও নববর্ষ উৎসব পালন করা হয়ে থাকে। সেখানে আবার শোভাযাত্রা করে নববর্ষ উৎসব পালন করা হয়। সেখানকার নাগরিকেরা খুব রবীন্দ্র ভক্ত।

## বাবাসাহেব

বোম্বের এলফিনস্টন হাই স্কুল। শিক্ষক পড়াচ্ছেন ক্লাসে। একটি প্রশ্নের সমাধানের জন্য ক্লাসের পেছনে বসা এমকজন ছাত্রকে ডাকলেন তিনি। ছাত্রটি উঠে এল ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে। মুহূর্তের মধ্যে যেন পুরো ক্লাসে হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে গেল। অন্যান্য ছাত্ররা তাদের টিফিন বক্স রাখতো ব্ল্যাকবোর্ডের পেছনে। ওই ছাত্রটি ব্ল্যাকবোর্ডের কাছে আসার আগেই সবাই তাড়াহুড়ো করে নিজেদের টিফিন বক্স সরাতে লাগল। কারণ ওই ছাত্রটি কাছাকাছি আসলে যে, তাদের খাবার অপবিত্র হয়ে যাবে। ছাত্রটি তখনও অন্যদের সাথে বেঞ্চিতে বসতে পারতেন না। ক্লাসের শেষ কোনে নিজের নিয়ে আসা পাটের বস্তাটি বিছিয়ে বসে পড়তেন। দিনশেষে আবার সেটি নিয়ে যেতেন সঙ্গে করে। কারণ স্কুল পরিষ্কার করা কর্মচারীও সেটি স্পর্শ করতেন না। স্কুলের ট্যাপ খুলে যে জল খেতে ছাত্রটির জল গ্রহণ করার অনুমতি ছিল না। কারণ তার ছোঁয়ায় এসব অপবিত্র হয়ে যাবে। কেবল স্কুলের উচ্চ বর্ণের কেউ ট্যাপ খুলে দিত বা জগ থেকে উঁচু করে জল তার মুখে ঢেলে দিত তখনই তার জল গ্রহণের সুযোগ হত। এ 'নিচু' কাজটার দায়ভার সাধারণত স্কুলের পিয়নের কাঁধেই পড়ত। সে জগ উঁচু করে তার মুখে জল ঢেলে দিত। অন্য কেউ তো কাছেই ঘেঁষতো না তেমন। যেদিন পিয়ন থাকত না, সেদিন তাকে তৃষ্ণার্ত হয়েই কাটাতে হত। কী প্রচণ্ড ঘৃণা! কেন? কারণ ছেলেটির জন্ম নিম্নবর্ণের পরিবারে। মহর পরিবারে জন্ম নেওয়া একজন দলিত তিনি। তার কাছাকাছি আসলে কি খাবারের পবিত্রতা থাকবে? উচ্চবর্ণের মানুষদের তার সাথে মেশা শোভা পায়? ছেলেটির জন্য অবশ্য এসব নতুন কিছু না। ছোট থেকেই তিনি এসব দেখে অভ্যস্ত। এতক্ষণ যার কথা বলেছি তার পুরো নাম ভীমরাও রামজি আম্বেদকর। দলিতদের বাবাসাহেব। পরবর্তীকালে যিনি হয়ে উঠেছিলেন তুখোড় অর্থনীতিবিদ ও দার্শনিক। তিনি হয়েছিলেন ভারতের প্রথম আইনমন্ত্রী, ভারতীয় সংবিধানের মুখ্যস্থপতি। তবে সবচেয়ে আগে তার যে পরিচয়টি দেওয়া দরকার তা হল, বর্ণবৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব। তীব্র হতাশা থেকেই যার জন্ম হয় সমাজ সংস্কারকদের, বিপ্লবীদের। কেননা এ হতাশাই এনে দেয় সমাজ বদলানোর জিদ। বি আর আম্বেদকর তার জীবনের মিশন হিসেবে নিয়েছিলেন বর্ণবৈষম্য দূরীকরণকে। দলিতদের মুখপাত্র হয়ে উঠেছিলেন গোটা ভারতে। তাদের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন এক সুন্দর ভবিষ্যতের। আর এসব কারণেই তিনি দলিতদের কাছে হয়ে উঠেছিলেন ভালোবাসার 'বাবা সাহেব'। সেই ক্লাসে পাটের বস্তা বিছিয়ে বসা ছেলেটিই বিশ্বব্যাপী সমাদৃত জ্ঞানী হয় ওঠে, সংবিধানের স্থপতি ও ভারতের প্রথম আইনমন্ত্রী।

## শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী অনুকুল ঠাকুর বলেন নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে দিকে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সমানে দিকে তাকিয়ে চলবে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সরদা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। শত্রুকে পরাস্ত করার শক্তি দিয়েছিলেন। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার শক্তি তিনি দিয়েছিলেন। মাই তার উপায় বলে দেবেন। শক্তিকে কীভাবে এগিয়ে নিয়ে গেলে জয় আসবে।

## সাধক বামাক্ষ্যাপা

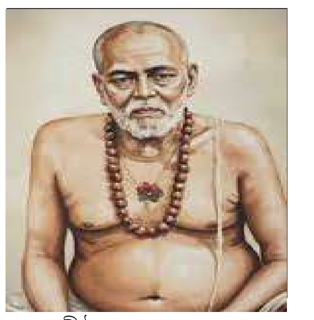

তারাপীঠ হচ্ছে তন্ত্র সাধনার পীঠস্থান। সেখানে সাধক বামাক্ষ্যাপা তন্ত্র সাধক ছিলেন। তারাপীঠে এক সময়ে গভীর জঙ্গলে পরিণত ছিল। ভয়ে সেকানে কোনও লোকেরা যেত না। সাধক বামাক্ষ্যাপা সেখানে থাকতেন তন্ত্র সাধনা করতেন। শব সাধনা করতেন। তিনি পরে তন্ত্র সাধনার পথকে ত্যাগ করে কালী মায়ের একনিষ্ঠ ভক্ত হলেন। মা কালীর পরম ভক্ত হয়ে গেলেন। মানব শক্তির দ্বারা নিজেকে পরিচালিত করে আপন অধিকার সঞ্চয় করতে হবে। মানব শক্তি সেই শক্তি এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে মানব সেবার কাজে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে। নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে দিকে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সমানে দিকে তাকিয়ে চলবে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা কালী সেই শক্তি দিয়ে থাকেন।

# ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির যুগ থেকেই কলকাতার জমিদাররা ঘটা করে পয়লা বৈশাখ অনুষ্ঠান করতো

**রবীন্দ্রকুমরা শীল**

('এসো হে বৈশাখ এসো এসো'- এই রবীন্দ্র সঙ্গীত সারা বাংলার আকাশে বাতাসে মুখরিত হতে থাকে পয়লা বৈশাখের প্রভাত শুরু হওয়ার পর থেকেই। শান্তি নিকেতনের ছাত্রছাত্রীরা এই গান গেয়ে নৃত্য পরিবেশন করে থাকে। শুধু শান্তিনিকেতন কেন বাংলার প্রতিটি সাংস্কৃতিক শিক্ষা প্রতি ষ্ঠানেও এই গান গেয়ে ছাত্রছাত্রীরা বৈশাখ

মাসকে আহ্বান করে। রবীন্দ্রনাথ বাংলার প্রতিটি মাসকে কেন্দ্র করে একটি করে গান রচনা করে গিয়েছেন। পাশাপাশি তিনি আবার বাংলার ঋতুকে কেন্দ্র করে সঙ্গীত তৈরি করেছেন। তার ফলে বাংলার ছাত্রছাত্রীরা প্রতিটি ঋতুকে স্মরণ করে থাকে রবীন্দ্র সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে। বৈশাখ মাসে আবার কবিগুরু ব্রাহ্ম সামাজের মন্দিরে গিয়ে সুর ধরতেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে পয়লা বৈখাশের দিন ঠাকুর বাড়ির সব সদস্যরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতো। সেই সব অনুষ্ঠান দেখতে সমাজের গুণীজনের আমন্ত্রণ থাকতো। পয়লা বৈশাখের দিন রাজা নবকৃষ্ণ দেবের বাড়িতেও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন হতো। সেই সময়কার কলকাতার বহু জমিদার বাড়িতে বাঈজিরা রাত জেগে গান এবং নৃত্য পরিবেশন করতো। কলকাতা পয়লা বৈশাখের দিন সারা জেগে থাকতো বলা যেতে পারে। কলকাতার বাবুরা সেই দিন পরণে গিলে করা ধুতি এবং পাঞ্জাবী পরে রাতদিন স্ফুর্তিতে অংশ গ্রহণ করতো যা ইংরেজ সাহেবরা অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখতো। কলকাতার কালীঘাটে বিশাল পুজোর লাইন পড়তো সকাল থেকেই। তখন আবার ঠনঠনিয়া কালীমন্দির বা বহুবাজারের ফিরিঙ্গি কালীমন্দির এতো নাম করেনি। জোব চার্নকও পর্যন্ত অবাক হয়ে যেতেন যে তখনকার বাঙালি ব্যবসাদাররা ঘটা করে পয়লা বৈশাখ উৎসব করতো এবং তার সঙ্গে ছিল পেটপুরে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা। সেই সময়ে বাঙালি ব্যবসাদাররা যেমন প্রচুর আয় করতো আবার তারা উৎসব অনুষ্ঠানে প্রচুর ব্যয় করতো যার কোনও সঠিক হিসাব ছিল না। পয়লা বৈশাখকে কেন্দ্র করে কলকাতা বাবু কালচার নতুন করে রূপ পেতে থাকে। আজও সেই ধার প্রবাহিত। ভাটা পড়েনি।)

১ লা বৈশাখ বাংলা তথা ভারতের জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশে ১৪ এপ্রিল নববর্ষ দিবস পালন করে। আর পশ্চিমবঙ্গে নববর্ষ দিবস পালন করা হল ১৫ এপ্রিল। পয়লা বৈশাখ উদযাপন ঢাকার ইসলামিক সম্প্রদায়ের উৎসব বলে অনেকে বলে থাকেন। সেই সঙ্গে সম্রাট আকবর কর আদায়ের সংস্কার করেছিলেন এই দিনে। ইউনেস্কো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের দ্বারা আয়োজিত এই উৎসবকে মানবতার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসাবে ঘোষণা দিয়েছে। পয়লা বৈশাখ শব্দটাকে বহু ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। বাংলার নতুন বছরের প্রথম দিন যাতে শুভ হয় তার জন্য মঙ্গলশোভা যাত্রার আয়োজন করা হয়ে থাকে। নববর্ষ ব্যবসায়িকরা বলে থাকেন নেবো বর্ষ। নেবো মানে যা কিছু পুরানো হিসাব রয়েছে তা মিটিয়ে দিতে খদ্দেরকে আমন্ত্রণ করা হয়। খদ্দেরা বকেয়া সব মিটিয়ে দিতে নতুন ব্যবসায়িক লেনেদেনের খাতা খোলে। সেই কারণে ব্যবসায়িকরা এই নামকরণ করেছে। লেনদেনের হিসাব মিটানোর দিন বলে তারা নববর্ষকে নেবো বর্ষ বলে আখ্যায়িত করেছে। কেউ কেউ বলে থাকেন যে মোঘল শাসন কালে ইসলামি হিজরি ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী বাঙালিদের কাছে ভূমিকর আদায় করা হত। সেই ক্যালেণ্ডারটি ছিল চন্দ্র ক্যালেণ্ডার। সৌর ক্যালেন্ডারের সঙ্গে মেলেনি। ইসলামি ক্যালেন্ডার চন্দ্রকে কেন্দ্র করে নির্মাণ করা হয়েছে। আর হিন্দুরা সৌরকে সমানে রেখে তারা ক্যালেণ্ডার নির্মাণ করেছে। মোঘল সম্রাট আকবরের শাসন কালে কর বছর থেকে ফসল কাটার সময় পর্যন্ত এই উৎসবটি বাংলায় প্রচলিত ছিল। তখন থেকেই বঙ্গাব্দ শুরু হয়ে যায়। আকবরের রাজসভার জ্যোতির্বিজ্ঞানি ফতুল্লাহ শিবাজিকে চন্দ্র ইসলামিক এবং সৌর হিন্দু ক্যালেন্ডার মিশ্রন করে নতুন ক্যালেণ্ডার তৈরি করার কথা বলেছিলেন। এটি ফসোলি শান (ফসল কাটার ক্যালেণ্ডার) হিসাবে নাম করেছে। আবার ইতিহাসবিদ শামসুজ্জামান খানের মতে, এটি মুর্শিদকুলি খান বাংলার মুঘল গর্ভনর থাকাকালীন সর্বপ্রথম পুণ্যাহ ঐতিহ্যকে পালন করে আনুষ্ঠানিক ভূমি কর আদায়ের দিন হিসাবে ব্যবহার করতে শুরু করেছিলেন। বাংলা ক্যালেণ্ডার ব্যবহারের সঙ্গে আকবরের আর্থিক নীতি যুক্ত হয়ে গিয়েছিল। ইতিহাসবিদ নীতিশ সেনগুপ্ত মনে করেন বাংলা ক্যালেণ্ডারের উৎপত্তি অস্পষ্ট। বাংলার শন বা শাল শব্দটি এসেছে আরবি এবং ফারসি থেকে। তাতে বোঝা যায় বাংলা সালটি প্রবর্তন শুরু হয়েছিল একজন ইসলাম শাসন কর্তার আমল থেকে। তিনি মনে করেন বাংলা ক্যালেন্ডারের ওপরে ভিত্তি করে বসন্ত কালে ফসল কাটা এবং কর আদায় করা হতো। রাজা শশাঙ্কের আমলেও বাংলা ক্যালেণ্ডার দেখতে পাওয়া যায় বলে মনে করা হয়ে থাকে। বঙ্গাব্দ শব্দটি আকবরের আগে শিব মন্দিরে দেখতে পাওয়া যায়। বাংলার বহু রাজবংশরা বিক্রমী ক্যালেণ্ডার ব্যবহার করতো। পাল যুগে সৃষ্ট বৌদ্ধ গ্রন্থে এবং শিলালিপিতে বিক্রম শব্দটি রয়েছে এবং আশ্বিনের মতো মাসগুলি উল্লেখ রয়েছে। ভারত ও নেপালে বাংলা ক্যালেন্ডারকে বিক্রমাদিত্য হিসাবে গণ্য করা হতো। রাজা বিক্রমাদিত্যের সময়েও বাংলা ক্যালেণ্ডার ছিল বলে মনে করা হচ্ছে। বাংলাদেশে ১৯৬৬ সালে মহম্মদ শহীদুল্লাহর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করে বাংলা ক্যালেণ্ডারের পরিবর্তন করা হয়েছিল। তার ফলে বাংলাদেশের ১৪ এপ্রিল হচ্ছে ১লা বৈশাখ আর পশ্চিমবঙ্গে ১৪ এপ্রিল ১ লা বৈশাখ উৎসব পালন করা হয়ে থাকে। পয়লা বৈশাখ হচ্ছে বাঙালিদের একটি নিজস্ব উৎসব। সেই কারণে তারা সেদিন ধুতি, পাঞ্জাবি এবং মেয়েরা শাড়ি পরিধান করে থাকে। বাংলাদেশের রমনা ময়দানে ছায়ানটের উদ্যোগে ভোর বেলায় নববর্ষের প্রভাতী অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। পয়লা বৈশাখের দিন নতুন খাতা খোলা হয়। নতুন খাতা খুলে নতুন লেনদেন শুরু করে। বাংলাদেশে সমস্ত বাঙালি পরিবার পান্তা ভাত এবং ইলিশ মাছ খায়। যাদের পয়সা কম তারা পান্তা ভাত এবং তার সঙ্গে স্থানীয় পুকুরের মাছ ভাজা খায়। তার সঙ্গে থাকে টক ডাল এবং দই। সন্দেশ আর রসগোল্লাও সেদিন বাঙালিদের পাতে থাকে। ইতিহাসবিদ ইউলেম ভ্যান শেণ্ডেল এবং হেঙ্ক শুল্টে নর্ডহোপ্টের মনে ১৯৫০ থেকে ১৯৬০ সাল বাংলাদেশের বাঙালিরা পাকিস্তানী শাসকদের বিরুদ্ধে লড়াই করার শক্তি সংগ্রহ করতে শুরু করেছিল এই উৎসবকে কেন্দ্র করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮৯ সালে মঙ্গল শোভাযাত্রা শুরু করেছিল। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এর চারুকলা ইন্সটিটিডিটের ছাত্ররা মঙ্গল শোভা যাত্রা বের করে। পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরাতে পয়লা বৈশাখ উৎসব পালন করা হয়ে থাকে। এখন ইংল্যাণ্ড এবং আমেরিকাতেও পয়লা বৈশাখ পালন করছে সেখানকার বাঙালি বা হিন্দু সংগঠনগুলি। এর সঙ্গে যোগ দিচ্ছে ভারতীয় বংশোদ্ভূত ইসলামিরাও। পয়লা বৈশাখ কলকাতার বই বাজারের সেরা উৎসব। কলেজ স্ট্রিট এলাকায় অবস্থিত বিখ্যাত বই এর প্রকাশকেরা এদিন নতুন বই প্রকাশ করে এবং তার সঙ্গে লেখকদের আমন্ত্রণ করে থাকে। আগে প্রতিটি প্রকাশক পয়লা বৈশাখের দিন নতুন বই প্রকাশ করতো। বই কিনলে মিষ্টি এবং নতুন বাংলা ক্যালেণ্ডার দেওয়া রীতি আছে। কিন্তু এখন কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা শুরু হওয়ার ফলে পয়লা বৈশাখ বই প্রকাশ করার যে রীতি ছিল তা বলতে গেলে প্রায় উবে গিয়েছে। তবে এর মধ্যে কিছু কিছু প্রকাশক এখনও নতুন বছরের প্রথম দিনে বই প্রকাশ করে থাকে। তবে সেটা খুবই সামান্য। ডিজিটাল ব্যবস্থা ক্রমশ শক্তিশালী হওয়ার ফলে বই পড়ার প্রবণতা ক্রমশ কমতে শুরু করেছে মানুষের। তবে আজও কলেজ স্ট্রিট পাড়া জাঁকজমক থাকে। লেখকেরা প্রকাশকদের কাছে এসে উপস্থিত হয়ে চলে নববর্ষের আড্ডা। নববর্ষে আড্ডা দেওয়ার চল এখনও বাঙালিদের রয়েছে। সেই আড্ডাতে সঙ্গীত, আবৃত্তি, গল্প পাঠের আয়োজন থাকে। পয়লা বৈশাখ ছিল কবিগুরু কাছে নবজন্ম। পুরানো জীর্ণ জীবনকে ভুলে গিয়ে নতুন জীবনের প্রবেশের সুন্দর অনুভূতি। ১৯৩৯ সালের ১৪ এপ্রিল পয়লা বৈশাখের দিন শ্যামলী প্রাঙ্গনে সকালবেলায় কবি বলেছিলেন, 'নবর্ষ ধরতে গেলে রোজই তো লোকের নববর্ষ। কেননা, এই হচ্ছে মানুষের পর্বের একটা সীমারেক্ষখা। রোজই লোকের পর্ব নতুন করে শুরু।' পয়লা উৎসব জাঁকজমক পালন করে কলকাতার সোনার দোকানগুলি।

# জালিওয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড নিয়ে শহিদ উধম সিং

**বিশেষ প্রতিবেদক**

আজকের অভিশপ্ত ১৩ এপ্রিল ভারতবাসী চাইলেও ভুলতে পারেনা। রবীন্দ্রনাথ যন্ত্রনাবিদ্ধ হয়েছেন। আর উধম সিং তিনি চেয়েছিলেন বদলা যার জন্য তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়েছে এক- দুদিন নয় প্রতীক্ষার দীর্ঘ একুশ বছর। উধম সিং নিজেও অবাক হয়েছিলেন জালিয়ানওয়ালাবাগে ব্রিটিশ প্রশাসনের নারকীয় গণহত্যায় তিনি কিভাবে বেঁচে থাকলেন। সেই বেঁচে ফিরে আসা জীবনকে তিনি প্রতি মুহূর্তে চার্জ করেছেন,প্রতি মুহূর্তে মনে রেখেছেন নিরীহ ভারতবাসীর হাহাকার ও রক্তের স্রোত। উধম সিং একটা বড় মঞ্চের অপেক্ষায় ছিলেন যার মাধ্যমে গোটা ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থাকে নাড়িয়ে দেওয়া যায়গ্ধ। ১৯৪০ সালের ১৩ ই মার্চ ওয়েস্টমিনস্টারের ক্যাক্সটন হল। উধম সিং পেয়ে গিয়েছিলেন নিজের প্রতিশোধ নেওয়ার বড় মঞ্চ।

১৯১৯ এর ১৩ এপ্রিল প্রশাসনিক নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে অসংখ্য মানুষ জড়ো হয়েছেন জালিয়ান ওয়ালাবাগে। যেখানে ঢোকা আর বের হবার মাত্র একটি রাস্তা। প্রতিবাদী সেই সভায় জেনারেল ডায়ারের নির্দেশে নিরীহ মানুষের উপর বর্বরদের মত ব্রিটিশ প্রশাসনের পুলিশ গুলি চালায়। একটা সরকার বিরোধী আন্দোলন মুহূর্তে পরিণতি হয় মানুষের হাহাকারে। রক্তাক্ত অবস্থায় লাশ হয়ে পড়ে থাকলেন ভারতবর্ষের নিরপরাধ সব মানুষ । উধম সিং বেঁচে গেলেও তাঁর হৃদয়ে সেদিন রক্তক্ষরণ হয়। চোখের সামনে মানুষের মৃত্যু দেখেছেন,হয়ত সেদিন থেকে প্রতিশোধের আগুন জ্বলে ওঠে!

খুব আশ্চর্যের জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যালীলার পরেও সারা দেশের রাজনৈতিক নেতারা যখন একদম চুপ রবীন্দ্রনাথ এগিয়ে আসলেন। নারকীয় হত্যালীলার খবর পেয়ে অসহ্য যন্ত্রনাবিদ্ধ হলেন। বিবেক তাঁর কাছে প্রশ্ন করেছিল এর কোনও উপায় নেই,কোনও প্রতিকার নেই, কোনও উত্তর দিতে পারব না, তিনি কিছুই করতে পারবেন না? এমন বর্বরের মত ইংরেজের অত্যাচার যদি সইতে হয় তবে জীবনধারন যে অসম্ভব হয়ে উঠবে,সেই রাত্রেই তিনি নাইট উপাধি ত্যাগের চিঠি লিখেছিলেন। মৈত্রেয়ী দেবীকে বলেছেন 'সেই রাত্রেই ওই চিঠি লিখলুম,রাত চারটের সময় চিঠি শেষ করে তবে আমি শুতে যেতে পেরেছিলুম,কাউকে বলিনি এ বিষয়ে,রথীদেরও না,জানি এসব ব্যাপারে বেশি পরামর্শ কিছু নয়। পাছে কেউ বাধা দেয় এই ছিল ভয়। মনের অবস্থা এমন হয়েছিল যে যাহোক একটা কিছু এখনই করা চাই'। ইংরেজিতে লেখা একখানা চিঠি,তুলে দিয়েছিলেন প্রশান্ত মহলানবিশের হাতে যার মধ্যে রয়েছে সেই অমর পঙ্‌ক্তিগুলি- 'অবমাননার এই অসংগত প্রেক্ষাপটে সম্মানের তকমাগুলি আমাদের লজ্জাকেই আরো প্রকট করে তোলে। আমার তরফ থেকে সকল বিশিষ্টতার চিহ্ন ছেঁটে ফেলে আমি পাশে গিয়ে দাঁড়াতে চাই আমার সেইসব তথাকথিত অকিঞ্চিৎকর দেশবাসীর পাশে, অকিঞ্চিৎকরতার মূল্য হিসেবে যাদের এমন অসম্মানের শিকার হতে হল যা মানুষের অযোগ্য'। 'স্যার' খেতাব ত্যাগ করে কবি মনের দিক থেকে হালকা হতে পেরেছিলেন। মৈত্রেয়ী দেবীকে বড় বেদনার সঙ্গে বলেছিলেন,মনে আছে প্রথম স্বদেশী যুগে নেমেছিলুম তো কাজে,কিন্তু টিকতে পারলুম না। সেই সময় আমার শিক্ষা হয়ে গিয়েছিল যখন দেখলুম কত মৌখিক,কত ব্যর্থ এসব গদগদ বক্তৃতা।

ওদিকে উধম সিং স্বজনহারানোর শোকে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছিলেন নিজেকে সঁপে দেন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে। গদর পার্টিতে নিজের নাম লেখান। বেআইনি অস্ত্রপাচারের মামলায় পাঁচ বছরের জন্য উধম সিংকে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ১৯৩১ সালে তিনি যখন জেল থেকে মুক্তি পান, ততদিনে ভগৎ সিং ফাঁসির মঞ্চে শহীদ হয়েছেন। এরপরই শুরু হয় উধম সিংয়ের একার লড়াই। ভুয়ো পাসপোর্ট নিয়ে জার্মানি চলে গেলেন। সেখান থেকে আরও একটা ভুয়ো পাসপোর্ট, ভুয়ো নাম নিয়ে পা রাখেন লন্ডনে। তত দিনে মাইকেল ও'ডায়ারও চাকরি থেকে অবসর নিয়ে লন্ডনে। চাইলে যে কোনও দিনই উধম সিং পথে ঘাটে তাঁকে নিকেশ করে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন একটা বড় মঞ্চের। মিটিং যখন প্রায় শেষের পথে,হঠাৎই উঠে দাঁড়ালেন ভারতীয় বিপ্লবী, পকেট থেকে রিভলভার বের করে কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই গুলি চালিয়ে দিলেন। দুটো বুলেটের লক্ষ্য ছিল পাঞ্জাব প্রদেশের সেই প্রাক্তন লেফটেন্যান্ট গভর্নর। মাইকেল ও'ডায়ার। ওই দুটো বুলেট এফোঁড় ওফোঁড় করে দিল তাঁর হৃদপিণ্ড। সেই ও'ডায়ার যিনি কুখ্যাত জেনারেল ডায়ারকে লম্বা সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন। বিচারকালে উধম সিংহের অমর উক্তি 'এটা ওঁর প্রাপ্য ছিল। আসল অপরাধী তো উনিই....' আজ আর একটা ১৩ এপ্রিল ভারতবর্ষের নিরীহ যে মানুষগুলো সেদিন বিনা অপরাধে শহীদ হয়েছেন, তাদের মৃত আত্মা হয়ত তৃপ্তি পায় শহীদ উধম সিংহের বদলায়। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম। একই ঘটনা লিখি আর মনে মনে গর্বিত হই উধম সিং দেখান এতজন নিরাপরাধ শহীদের রক্ত হবে নাকো ব্যর্থ।

# সুষ্ঠু এবং অবাধ ভোটদানই হল পরিচ্ছন্ন গণতান্ত্রিক চিত্র

**চিত্তজিৎ দত্ত**

নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন;জ্ঞানেশ কুমারের আচরণ ও গণতন্ত্রের পরীক্ষার মুখে পশ্চিমবঙ্গ। পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন মানেই এক আলাদা আবহ, এক তীব্র রাজনৈতিক উত্তাপ, যেখানে প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি সিদ্ধান্ত গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়। এই প্রেক্ষাপটে যখন দেশের প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের আচরণকে কেন্দ্র করে একাধিক প্রশ্ন ও বিতর্ক সামনে আসে, তখন তা নিছক একটি ব্যক্তিগত বা প্রশাসনিক বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং তা সরাসরি ভারতের গণতান্ত্রিক কাঠামোর বিশ্বাস যোগ্যতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। কারণ নির্বাচন কমিশন শুধুমাত্র একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান নয়, এটি গণতন্ত্রের মূল স্তম্ভগুলির একটি, যার নিরপেক্ষতা ও স্বচ্ছতার উপর নির্ভর করে পুরো নির্বাচনী প্রক্রিয়ার গ্রহণযোগ্যতা।

সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহে যে বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে, তা মূলত নির্বাচন কমিশনের আচরণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ধরণ এবং রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে তার সম্পর্কের ব্যাখ্যা নিয়ে। বিরোধী দলগুলির একাংশ অভিযোগ তুলেছে যে, কমিশনের ভূমিকা সবসময় নিরপেক্ষতার মানদণ্ডে দাঁড়াচ্ছে না। অন্যদিকে, শাসকদল এই অভিযোগকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে উড়িয়ে দিয়েছে। এই দ্বন্দ্ব নতুন নয়, ভারতের নির্বাচনী ইতিহাসে এর আগেও এমন অভিযোগ উঠেছে। কিন্তু প্রতিবারই একটি প্রশ্ন সামনে আসে;নির্বাচন কমিশনের প্রতি জনসাধারণের আস্থা কতটা অটুট রয়েছে? জ্ঞানেশ কুমারের ব্যক্তিগত আচরণ ও সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে, তা এই বৃহত্তর প্রশ্নকেই সামনে নিয়ে এসেছে। একটি সাংবিধানিক পদে আসীন ব্যক্তির প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি বক্তব্য এবং প্রতিটি সিদ্ধান্ত অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে বিচার করা হয়। কারণ এই পদে থাকা ব্যক্তির কাছ থেকে প্রত্যাশা করা হয় সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা, সংযম এবং পেশাদারিত্ব। যদি সেই আচরণে কোনও ধরনের পক্ষপাতিত্বের আভাস পাওয়া যায়, তবে তা শুধু ব্যক্তির নয়, গোটা প্রতিষ্ঠানের উপর প্রশ্নচিহ্ন তুলে দেয়।

পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজনৈতিক ভাবে সংবেদনশীল রাজ্যে এই প্রশ্ন আরও বেশি গুরুত্ব পায়। এখানে নির্বাচন শুধুমাত্র একটি প্রশাসনিক প্রক্রিয়া নয়, এটি প্রায়শই রাজনৈতিক সংঘর্ষের ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। অতীতে বহুবার নির্বাচনকে কেন্দ্র করে হিংসা, সংঘাত এবং অভিযোগের ঘটনা সামনে এসেছে। এই প্রেক্ষাপটে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাদের দায়িত্ব শুধুমাত্র ভোট গ্রহণ নয়, বরং একটি শান্তিপূর্ণ, স্বচ্ছ এবং নিরপেক্ষ পরিবেশ নিশ্চিত করা।

এই পরিস্থিতিতে যদি কমিশনের আচরণ নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়, তবে তা নির্বাচনী পরিবেশকে আরও জটিল করে তোলে। সাধারণ ভোটারদের মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়, রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে অবিশ্বাস বাড়ে, এবং পুরো প্রক্রিয়ার উপর একটি অদৃশ্য চাপ তৈরি হয়। গণতন্ত্রের মূল শক্তি হল মানুষের আস্থা;যদি সেই আস্থায় ফাটল ধরে, তবে তা দীর্ঘমেয়াদে গণতন্ত্রের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে।

এই বিতর্কের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল রাজনৈতিক বক্তব্য ও বাস্তবতার মধ্যে ব্যবধান। অনেক সময় রাজনৈতিক দলগুলি নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলে বা সমর্থন করে। ফলে একটি নিরপেক্ষ মূল্যায়ন করা কঠিন হয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে প্রয়োজন একটি স্বচ্ছ ও দায়বদ্ধ ব্যবস্থার, যেখানে কমিশনের প্রতিটি পদক্ষেপের ব্যাখ্যা স্পষ্ট ভাবে দেওয়া হবে এবং সেই ব্যাখ্যা জনসাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে।

এখানে গণমাধ্যমের ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংবাদমাধ্যম যদি দায়িত্বশীলভাবে তথ্য তুলে ধরে, তবে তা জনমত গঠনে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারে। কিন্তু যদি তা পক্ষপাতদুষ্ট বা অতিরঞ্জিত হয়, তবে তা পরিস্থিতিকে আরও উত্তপ্ত করে তুলতে পারে। তাই এই সংবেদনশীল বিষয়ে সংযম ও পেশাদারিত্ব অত্যন্ত জরুরি।

এই প্রসঙ্গে বিচারব্যবস্থার ভূমিকার কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। যদি কোনও বিতর্ক বা অভিযোগ আইনি পর্যায়ে পৌঁছায়, তবে আদালতের হস্তক্ষেপ একটি নিরপেক্ষ সমাধানের পথ দেখাতে পারে। অতীতে বহুবার আদালত নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা ও সিদ্ধান্ত নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ করেছে, যা গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করেছে।

তবে এই সমস্ত আলোচনার মধ্যেও একটি মৌলিক প্রশ্ন রয়ে যায়;আমরা কি আমাদের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি যথেষ্ট আস্থা রাখতে পারছি? নাকি ক্রমশ সেই আস্থা ক্ষীণ হয়ে আসছে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে আমাদের শুধু বর্তমান পরিস্থিতি নয়, বরং বৃহত্তর প্রেক্ষাপটও বিবেচনা করতে হবে। ভারতের গণতন্ত্র তার বৈচিত্র্য ও জটিলতার জন্য পরিচিত। এখানে বিভিন্ন ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম এবং রাজনৈতিক মতাদর্শের মধ্যে সহাবস্থান রয়েছে। এই বৈচিত্র্যের মধ্যেই নির্বাচন প্রক্রিয়া পরিচালনা করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা অপরিহার্য। তাই তাদের প্রতি আস্থা বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

জ্ঞানেশ কুমারকে ঘিরে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে, তা হয়তো সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ম্লান হয়ে যাবে। কিন্তু এই বিতর্ক আমাদের সামনে যে প্রশ্নগুলি তুলে ধরেছে, সেগুলি দীর্ঘস্থায়ী। নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা, স্বচ্ছতা এবং দায়বদ্ধতা নিয়ে এই প্রশ্নগুলি ভবিষ্যতেও প্রাসঙ্গিক থাকবে।

এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে জরুরি হল সংলাপ ও আত্মসমালোচনা। কমিশনের উচিত নিজেদের কার্যপদ্ধতি পর্যালোচনা করা এবং প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনা। পশ্চিমবঙ্গের আসন্ন নির্বাচন শুধু একটি রাজনৈতিক লড়াই নয়, এটি গণতন্ত্রের একটি বড় পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হলে সকলেরই দায়িত্ব থাকা উচিত। ভোট দিতে যাতে সবাই পারে তার দিকে পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।

# প্রতিভাবান ছাত্র তৈরিতে 'আইলিড'

**বুদ্ধদেব মিশ্র**

বহু বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে আধুনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তারা বর্তমান যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সিলেবাস তৈরি করছে এবং সেখানে ছাত্রছাত্রীরা অংশ গ্রহণ করে বর্তমান বিশ্বের পরিবেশের সঙ্গে রীতিমতো প্রতিযোগিতামূলক কর্ম প্রতিভার বিকাশ দেখানোর সুযোগ পাচ্ছে। সেই রকম একটি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হল iLEAD.

এই iLEAD এক্সপেরিয়েন শিয়াল প্রোগ্রামের লার্নিং কনক্লেভ। আধুনিক যুগের পরীক্ষার দিকে লক্ষ্য রেখে পাঠক্রম তৈরি করা হয়েছে। বর্তমান যুগের সঙ্গে তালমিলিয়ে ছাত্ররা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে সাফল্য পাচ্ছে। ছাত্রছাত্রীদের সরাসরি কাজের বা ইন্ডাস্ট্রি ভিজিটর মাধ্যমে শেখানো হয়।

ঐতিহাসিক স্থানে শিক্ষামূলকটুকু, যা শিক্ষার্থীদের ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে কাছ থেকে জানতে সাহায্য করে। পাঠ্যক্রমের সাথে মিল রেখে লাইভ প্রজেক্ট, ওয়ার্কশপ এবং ইন্টার্নশিপের সুযোগ থাকে। মিডিয়া, ডিজাইন এবং ফিল্ম মেকিংয়ের মত বিষয়গুলোতে উন্নত ল্যাব ও স্টুডিওর মাধ্যমে সরাসরি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

শিক্ষার ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এআই ব্যবহার করে শিক্ষার্থীরা ডকুমেন্টারি তৈরি এবং ঐতিহাসিক চরিত্রগুলোকে জীবন্ত করে তোলার মত নতুন অভিজ্ঞতা পায়। শুধু থিওরি নয়, স্কিল বা দক্ষতা বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া হয়।

যদিও শ্রেণীকক্ষগুলি এখনও মার্কগুলিতে ফোকাস করে, ২০২০ অভিজ্ঞতামূলক শিক্ষার দিকে একটি স্পষ্ট স্থানান্তরকে ঠেলে দিচ্ছে ; এবং iLEAD সেই পরিবর্তন নিয়ে আসছে। কলকাতায় প্রথমবারের মতো, iLEAD ২০টি এক্সপেরিয়েন শিয়াল লার্নিং কনক্লেভের আয়োজন করেছে।

ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র।

# মুর্শিদাবাদে কংগ্রেস বিধায়কের কন্যা উন্নয়নের জন্য ভোট চাইছেন তৃণমূল প্রার্থীর হয়ে!

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১৪ এপ্রিল ঃ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের বাকি আর মাত্র কয়েকটা

দিন। শেষবেলার প্রচারে উত্তাপ ছড়াচ্ছে মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা বিধানসভা কেন্দ্র এবার এই কেন্দ্র রাজ্য রাজনীতির নজরে থাকার মূল কারণ প্রার্থী বদলকে ঘিরে তৃণমূলের অন্দরের টানাপোড়েন। ফরাক্কা কেন্দ্রে বিদায়ী তৃণমূল বিধায়ক মনিরুল ইসলামকে সরিয়ে এবার ঘাসফুল শিবির প্রার্থী করেছে সামশেরগঞ্জের বিদায়ী বিধায়ক তথা দলের জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলার আইএনটিটিইউসি-র সভাপতি আমিরুল ইসলামকে। দলীয় সূত্রের খবর, মনিরুলকে টিকিট না দেওয়ায় ক্ষোভ তৈরি হয় তাঁর অনুগামীদের মধ্যে। যার জেরে প্রচারের ময়দানে মনিরুল ইসলাম ও তাঁর ঘনিষ্ঠদের কার্যত দেখা মিলছে না। এই শূন্যতা পূরণ করতেই এবার মাঠে নামলেন ফরাক্কার প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়ক মইনুল হকের বড় মেয়ে রেহানা ইসলাম। মঙ্গলবার সকাল থেকেই তিনি আমিরুল ইসলামের সমর্থনে জোরদার প্রচার করছেন। এদিন সকালে ফরাক্কা ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় বাড়ি বাড়ি ঘুরে জনসংযোগ করেন রেহানা। প্রচারের ফাঁকে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রেহানা বলেন, সমগ্র ফরাক্কাবাসীর কাছ থেকে আমরা যথেষ্ট সাড়া পাচ্ছি। এখানকার মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন দেখেছেন। রাস্তা, পানীয় জল, কন্যাশ্রী, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার-সবেতেই ফরাক্কা উপকৃত। তাই চতুর্থ বারের জন্য তাঁরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকেই ক্ষমতায় দেখতে চান। আমরা আশাবাদী, বিপুল ভোটে আমিরুল ইসলামকে জিতিয়ে বিধানসভায় পাঠাতে পারব। বাবা মইনুল হকের প্রসঙ্গ টেনে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন রেহানা। বলেন, বিগত দিনে আমার বাবা যেভাবে ফরাক্কাবাসীর পাশে দাঁড়িয়ে সবরকমভাবে সাহায্য করেছেন, আমিও তাঁদের সাথেই থাকতে চাই। বাবার দেখানো পথেই মানুষের জন্য কাজ করব। ফরাক্কাবাসীর আবেগ আমাদের সঙ্গে রয়েছে। তাঁর দাবি, বিগত দিনে ফরাক্কার মানুষ যেভাবে উন্নয়ন পেয়েছেন, আমিরুল ইসলামের হাত ধরেও সেই ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে। অন্যদিকে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের বক্তব্য, প্রার্থী বদল নিয়ে যে অসন্তোষ তৈরি হয়েছিল, রেহানা ইসলামের প্রচারের নামায় তা অনেকটাই প্রশমিত হবে। কারণ কংগ্রেসের টিকিটে জিতলেও মইনুল হক একটানা পাঁচবার ফরাক্কার বিধায়ক ছিলেন। তাই তাঁর পরিবারের প্রতি সাধারণ মানুষের আলাদা আস্থা রয়েছে। যদিও ২০২১ এর বিধানসভা নির্বাচনে মনিরুল ইসলামের কাছে পরাজিত হন তিনি। ফরাক্কার 'মানুদা' নির্বাচনে পরাজয়ের পর তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলেও, বিদায়ী বিধায়ক মনিরুল ইসলামের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক চিরকালই 'অম্লমধুর' ছিল। বিদায়ী বিধায়ক তৃণমূল প্রার্থীর হয়ে প্রচারে না নামায় যে 'শূন্যতা' তৈরী হয়েছিল তা রেহেনা অনেকটাই পূরণ করে দিয়েছে বলে ফরাক্কাবাসীর মত। এদিন রেহানার সঙ্গে প্রচারে ছিলেন ব্লক তৃণমূল সভাপতি, মহিলা তৃণমূলের কর্মী ও পঞ্চায়েত সদস্যরা। ভোটের আর মাত্র কয়েকটা দিন বাকি। শেষ মুহূর্তে রেহানার ময়দানে নামা আমিরুল ইসলামের জয়ের পথ কতটা মসৃণ করে, সেটাই এখন দেখার।

## সাংসদের উপস্থিতিতে ভূতনাথ মালিকের সমর্থনে বিশাল মিছিল জামালপুর

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৪ এপ্রিল ঃ পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরের আঝাপুর অঞ্চলে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ভূতনাথ মালিক-এর সমর্থনে একটি বড় মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলটি ভেরিলি পুল থেকে মসাগ্রাম বাজার পর্যন্ত যায় এবং শেষে একটি পথসভা হয়। এই কর্মসূচিতে অংশ নেন বর্ধমান পূর্বের সাংসদ ডা. শর্মিলা সরকার সহ স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব-মেহেমুদ খাঁন, ডা. প্রতাপ রক্ষিত, অশোক ঘোষ, সুদীপ মজুমদার, শুভ্রনীল চৌধুরী প্রমুখ। মিছিলে বিপুল সংখ্যক কর্মী-সমর্থক ও সাধারণ মানুষের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, এবং মিছিল এগোতে থাকলে তার আকার আরও বড় হয়। সভায় বক্তারা দাবি করেন, এই জনসমাগম ইঙ্গিত দিচ্ছে যে আসন্ন নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস জয়ী হবে। সাংসদ শর্মিলা সরকার মানুষকে নির্দিষ্ট দিনে ভোট দিয়ে ভূতনাথ মালিককে জেতানোর আহ্বান জানান এবং বলেন, এতে উন্নয়ন ও নিরাপত্তা বজায় থাকবে। অন্যদিকে, মেহেমুদ খাঁন দাবি করেন, প্রার্থী প্রায় ৫০০০ ভোটে জিতবেন। প্রার্থী ভূতনাথ মালিক বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়- এর উন্নয়নের ধারাকে বজায় রাখতে তৃণমূল কংগ্রেসকে সমর্থন করা জরুরি।

## ঐতিহ্যবাহী বিকট কালী মাতার পুজো, লক্ষাধিক মানুষের সমাগম

নিজস্ব প্রতিনিধি, হিলি, ১৪ এপ্রিল ঃ মহাসমারোহে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ঐতিহ্যবাহী বিকট কালী মাতার পুজো। মঙ্গলবার সকাল থেকে বিকট কালী মাতার বাৎসরিক মহাপুজো শুরু হয়। পুজো উপলক্ষ্যে লক্ষাধিক মানুষের সমাগম হয় মন্দির চত্বরে। বিকট কালী মাতার কাছে পুজো দিয়ে ভোটে জেতার জন্য প্রার্থনা করেন তৃণমূল বিজেপি প্রার্থী। পুজো ও মেলার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কড়া নজরদারির ব্যবস্থা করেছে জেলা পুলিশ। ১১৭৯ সালে বল্লাল সেনের মৃত্যুর পরে সেন বংশের সিংহাসনে বসেন লক্ষ্মণ সেন। তার ওই রাজ্য অভিষেক কেন্দ্র করে শুরু হয় বিকট কালী মাতার পুজো। যদিও পরবর্তীতে ওই এলাকায় তুর্কি আক্রমণ ঘটে। তারপরে কেটে গিয়েছে কয়েক শতাব্দী। ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে দিকে নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁয়ের আমলে তৎকালীন দিনাজপুরের জমিদারের তত্ত্বাবধানে বিকট কালী মাতার উদ্দেশ্যে জমি দান করে ফের শুরু পুজোর হয়। তারপর থেকে হয়ে আসছে হিলি থানার চকদাপট গ্রামের বিকট কালী মাতার পুজো। চলতি বছর গত ৬ এপ্রিল থেকে ঐতিহ্য পরম্পরা মেনে মঙ্গল ঘট স্থাপনের মাধ্যমে বিকট কালী মাতার পুজো হয়। মঙ্গলবার সকাল থেকে বিকট কালীর বাৎসরিক মহাপুজো শুরু হয়েছে। পুজোর শুরু থেকে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষজন মন্দির ভিড় করতে শুরু করেন। বেলা গড়াতে প্রায় ১০ হাজার মানুষ বাঁশের ডালায় ভোগ নিবেদনের জন্য লাইনে দাঁড়ায়। দুপুরে ষোড়শ উপাচারে পুজো সম্পন্ন হয়ে প্রায় ৪০০ বলি শুরু হয়। বিকালে বিকট কালী মাতার শেষে দিনের ভক্তদের লোকায়ত ক্রিয়াকলাপ শুরু হয়। সন্ধ্যা মহাসমারোহে বিকট কালী মাতার চামুণ্ডা নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। তারপরে ভোগ আরতির মাধ্যমে পুজো সম্পন্ন হয়। বিকট কালীর পুজো উপলক্ষ্যে ৩দিনের বিরাট মেলার শুরু হয়েছে। বিকট কালীমাতার পুজো উপলক্ষ্যে মন্দিরে আসেন বালুরঘাট বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী অর্পিতা ঘোষ এবং বিজেপি প্রার্থী বিদ্যুৎ কুমার রায়। দু'জনেই মন্দিরের গর্ভগৃহে পুজো দেন। মন্দির কমিটির তরফে দু'জনকে অভ্যর্থনা জানানো হয়। তারপরেই তাঁরা দলীয় জলছত্রে অংশগ্রহণ করে পুজোয় আগত পুণ্যার্থীদের জল বিতরণ করে ভোট প্রচার করেন।

## মালতিপুর বিধানসভা কেন্দ্রকে ঘিরে জমে উঠেছে নির্বাচনী লড়াই, প্রচারে মৌসম

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ১৪ এপ্রিল ঃ মালদার মালতিপুর বিধানসভা কেন্দ্রকে ঘিরে জমে উঠেছে নির্বাচনী লড়াই। ভোট যতই এগিয়ে আসছে,

ততই তৎপর হয়ে উঠছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। বাড়ি বাড়ি, অলিগলি পেরিয়ে মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে যাচ্ছেন প্রার্থীরা। কোথাও তৃণমূল বনাম বিজেপি, আবার কোথাও তৃণমূল বনাম কংগ্রেস। হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের আবহ তৈরি হয়েছে জেলা জুড়ে। তবে এই ছবির মাঝেই মালতিপুর যেন আলাদা করে নজর কেড়েছে। রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই কেন্দ্রে মুখোমুখি লড়াইয়ে একদিকে রয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সি, অন্যদিকে সদ্য দলবদল করে কংগ্রেসে ফেরা কোতোয়ালি পরিবারের সদস্য মৌসম নূর। একসময় একই দলের গুরুত্বপূর্ণ মুখ এবার তাঁরা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী, ফলে এই লড়াই ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপ তুঙ্গে। সপ্তাহের শুরুতেই শক্তি প্রদর্শনে রাস্তায় দেখা দেয় কংগ্রেস প্রার্থী মৌসম নূরকে। দলীয় কর্মী- সমর্থকদের নিয়ে মালতিপুর বিধানসভার বিভিন্ন এলাকায় রোড শো করেন তিনি। হুড খোলা গাড়িতে চেপে জনতার উদ্দেশ্যে করজোড়ে ভোটের আবেদন জানান তিনি। প্রচারের মাঝেই মৌসম নূর দাবি করেন, ভুল হয়েছিল এখন পরিবারে ফিরেছি। যতদিন বাঁচবো কংগ্রেসে থাকব। মালদার মাটি কংগ্রেসের মাটি। কংগ্রেসের আমলেই এই এলাকায় ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। মানুষ আবার কংগ্রেসকেই ফিরে পেতে চাইছে। তৃণমূল প্রকল্পের নামে দুর্নীতি চালাচ্ছে। এই সরকারকে বদলানোই এখন সময়ের দাবি। অন্যদিকে, পাল্টা আত্মবিশ্বাসী সুর শোনা গেছে তৃণমূল প্রার্থী আব্দুর রহিম বক্সির গলায়। বিধানসভা এলাকায় রোড শো করেন তিনি। আব্দুর রহিম বক্সি বলেন বলেন, এসআইআর ইস্যুতে একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই সরব হয়েছেন। উন্নয়নমূলক প্রকল্পের ভিত্তিতেই মানুষ ভোট দেবে। আমরা মানুষের কাছ থেকে ভাল সাড়া পাচ্ছি, আবারও সরকার গঠন করবে তৃণমূল। একসময়ের সহকর্মী, এখন রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ। মৌসম নূর বনাম আব্দুর রহিম বক্সির এই সরাসরি লড়াই মালতিপুরকে এনে দিয়েছে বিশেষ গুরুত্ব। ফলে এই কেন্দ্রে শেষ পর্যন্ত কার ঝুলিতে জয় যায়, সেদিকেই এখন নজর রাজনৈতিক মহল থেকে সাধারণ মানুষের।

## বঙ্গ বিধানসভা ভোটে প্রার্থী সংখ্যা প্রকাশ, দুই দফায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন মোট ২,৯২৬ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ এপ্রিল ঃ রাজ্যের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপ যখন তুঙ্গে, তখনই প্রার্থী সংখ্যা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশ করল নির্বাচন কমিশন। দ্বিতীয় দফার মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ সময়সীমা পেরোনোর পর মঙ্গলবার জানানো হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের ২৯৪টি আসনে মোট ২ হাজার ৯২৬ জন প্রার্থী এবারের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। এর ফলে ভোটের লড়াই কতটা জমজমাট হতে চলেছে, তা স্পষ্ট লক্ষ্যণীয়। কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, রাজ্যে এবার দুই দফায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম দফায় আগামী ২৩ এপ্রিল উত্তরবঙ্গ, জঙ্গলমহল-সহ মোট ১৫২টি আসনে ভোটগ্রহণ হবে। এই দফায় মোট ১ হাজার ৪৭৮ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। অন্যদিকে দ্বিতীয় দফায় ২৯ এপ্রিল দক্ষিণবঙ্গের ১৪২টি আসনে ভোট হবে, যেখানে মোট ১ হাজার ৪৪৮ জন প্রার্থী লড়াইয়ে নেমেছেন। দুই দফা মিলিয়ে মোট প্রার্থীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২,৯২৬। প্রথম দফার জন্য মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন ছিল ৬ এপ্রিল এবং দ্বিতীয় দফার জন্য ৯ এপ্রিল। পরবর্তীতে নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী স্ক্রুটিনির কাজ সম্পন্ন করে প্রার্থীদের তালিকা প্রস্তুত করা হয়। দ্বিতীয় দফার ক্ষেত্রে ১৩ এপ্রিল দুপুর ৩ টে পর্যন্ত মনোনয়ন প্রত্যাহারের সুযোগ ছিল প্রার্থীদের জন্য। সেই সময়সীমা শেষ হওয়ার পরই চূড়ান্ত প্রার্থী সংখ্যা প্রকাশ করল নির্বাচন কমিশন। উল্লেখ্য, গত ১৫ মার্চ পশ্চিমবঙ্গ-সহ দেশের আরও কয়েকটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করা হয়েছিল। তারপর থেকেই ধাপে ধাপে মনোনয়ন জমা, যাচাই এবং প্রত্যাহারের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। এই সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা শেষ হওয়ার পরই নির্বাচনী ল।াইয়ের পূর্ণ চিত্র প্রকাশ্যে এল। কমিশনের তরফে আরও জানানো হয়েছে, ১৯৬১ সালের নির্বাচন পরিচালনা বিধি অনুসারে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসাররা অফিসিয়াল গেজেটে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করবেন। পাশাপাশি মনোনয়ন সংক্রান্ত যাবতীয় নথি সুরক্ষিতভাবে সংরক্ষণ করা হবে। সাধারণ মানুষ যাতে প্রার্থীদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানতে পারেন, সেই ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। প্রার্থীদের হলফনামা, সম্পত্তির বিবরণ এবং অন্যান্য তথ্য ECINet অ্যাপের 'নো ইওর ক্যানডিডেট' বিভাগে সহজেই পাওয়া যাবে। সব মিলিয়ে, প্রার্থী সংখ্যা প্রকাশের পর এখন স্পষ্ট যে এবারের বিধানসভা নির্বাচন অত্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হতে চলেছে। দুই দফার এই নির্বাচনে প্রতিটি আসনেই লড়াই হবে কঠিন, এমনটাই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

## চৈত্রের শেষ বেলায় সুবর্ণরেখার তপ্ত বালুচরে সম্প্রীতির উৎসব! দাঁতনের ছাতু মেলায় সংক্রান্তির পুণ্যস্নান

নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৪ এপ্রিল ঃ চৈত্র শেষের তপ্ত দুপুরে সুবর্ণরেখা নদীর রূপ বদলে যায় এক টুকরো উৎসবে। ক্যালেন্ডারের পাতায় বছরের শেষ দিন, অথচ এই প্রখর রোদ উপেক্ষা করেই পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশার হাজার হাজার মানুষ ভিড় জমান নদীর বালুচরে। পশ্চিম মেদিনীপুরের দাঁতন থানার বেলমুলা, বালিডাংরি, সদরঘাট কিংবা সোনাকোনিয়ার নদীঘাটগুলোয় এদিন পা ফেলার জায়গা থাকে না। লোকমুখে এই উৎসব পরিচিত 'বালি যাত্রা' বা 'ছাতু মেলা' নামে। দীর্ঘ বছরের প্রাচীন এই মেলা চলে মাত্র এক বেলা, অথচ এর আকর্ষণ দুই রাজ্যের মানুষের কাছে আজও অমলিন। ঐতিহ্যবাহী এই মেলার নেপথ্যে রয়েছে সুগভীর ধর্মীয় ও সামাজিক প্রেক্ষাপট। চৈত্র সংক্রান্তির পুণ্য তিথিতে সুবর্ণরেখার পূর্ব তিরে ভিড় করেন অগণিত মানুষ। মূলত পূর্বপুরুষদের আত্মার শান্তিকামনায় পিণ্ডদান ও নদী-তর্পণের রীতিকে কেন্দ্র করেই এই মেলার সূত্রপাত। ভোর থেকে নদীর ঘাটে চলে পুণ্যস্নান। এরপর নদীর বালির উপর বসেই চলে তর্পণ। শাস্ত্রীয় আচার পালন শেষে তপ্ত বালির উপর বসে ছাতু খাওয়া এই অঞ্চলের এক প্রাচীন লোকায়ত পরম্পরা। যা থেকেই মেলাটির নাম হয়েছে 'ছাতু মেলা'। নদীর চরে

সাময়িকভাবে গড়ে ওঠা পসরায় মেলে ঘরগৃহস্থালির হরেক সরঞ্জাম। কুলো-ডালা থেকে শুরু করে কাঁচা সবজি কিংবা মনোহারী জিনিস। গ্রামবাংলার আটপৌরে বাণিজ্যের এক জীবন্ত ছবি ধরা পড়ে এখানে। এই মেলার সবথেকে বড় বৈশিষ্ট্য হল এর ভৌগোলিক অবস্থান ও সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন। বেলমুলা থেকে বারাসতী পর্যন্ত দীর্ঘ ৯ কিলোমিটার জুড়ে নদীর একদিকে পশ্চিমবঙ্গ আর অন্যদিকে ওড়িশা। দুই রাজ্যের সীমানা যেখানে এসে মিশেছে, সেখানেই বসে এই সম্প্রীতির হাট। ফলে দুই প্রতিবেশী রাজ্যের মানুষের যাতায়াত যেমন সহজ হয়, তেমনই আদান-প্রদান ঘটে লোকসংস্কৃতিরও। এক বেলার এই উৎসবে মেতে থাকার পর বেলা গড়ালে যখন বালি তপ্ত হতে শুরু করে, তখন থেকেই শুরু হয় মেলা ভাঙার পালা। কারণ বিকেলে গ্রামজুড়ে শুরু হয় গাজন উৎসবের প্রস্তুতি। পুরোনো বছরকে বিদায় জানিয়ে নতুনকে আবাহন করার এই পুণ্য লগ্নে বালি যাত্রার তর্পণই যেন হয়ে ওঠে সীমান্ত বাংলার মানুষের প্রধান পাথেয়। মাত্র কয়েক ঘণ্টার এই আয়োজন দুই রাজ্যের সীমানা মুছে দিয়ে মানুষকে এক সুতোয় গেঁথে রেখে চলেছে যুগের পর যুগ।

## দুবরাজপুরে ভোটার তালিকা বিতর্ক, ভবানীপুরে বয়কটের হুঁশিয়ারি-ক্ষোভে ফুঁসছে গ্রামবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ১৪ এপ্রিল ঃ বিধানসভা নির্বাচনের আগে বীরভূমের দুবরাজপুরের ইসলামপুর এলাকায় ভোটার তালিকা নিয়ে তীব্র ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। অভিযোগ, প্রায় ৯০০ জন ভোটারের নাম হঠাৎই তালিকা থেকে বাদ পড়ে গেছে। এর প্রতিবাদে গ্রামবাসীরা রাস্তায় নেমে ব্যানার টাঙিয়ে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। ব্যানারে স্পষ্ট বার্তা-আগে ভোটার, পরে ভোট। গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কায় তাঁরা ভোট বয়কটের হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন। স্থানীয় সংগঠন 'ইসলামপুর ইয়াং ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন'-এর উদ্যোগে এই প্রতিবাদ কর্মসূচি সংগঠিত হয়েছে। সংগঠনের সভাপতি শেখ আলাউদ্দিন জানিয়েছেন, বহু ক্ষেত্রেই কোনও সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়াই ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, ব্যক্তিগতভাবে তাঁর নিজের পরিবারও এই সমস্যার শিকার। তিনি বলেন,আমার নিজের পরিবারেই এমন ঘটনা ঘটেছে। আমার বোনের ক্ষেত্রে বাবার নামের জায়গায় স্বামীর নাম লিখে দেওয়া হয়েছে। সেই ভুল তথ্যের জেরে ওর নাম তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। এতে আমাদের দোষ কোথায়? এই ধরনের প্রশাসনিক ভুলের দায় সাধারণ মানুষকে কেন নিতে হবে, তা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। অন্যদিকে, একই জেলার রামপুরহাট বিধানসভার ভবানীপুর গ্রামেও দীর্ঘদিনের বঞ্চনা ও ক্ষোভ এবার প্রকাশ্যে এসেছে। গ্রামবাসীদের প্রধান অভিযোগ, গ্রামের রাস্তাঘাট অত্যন্ত খারাপ অবস্থায় রয়েছে। বর্ষাকালে এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। তার সঙ্গে রয়েছে আরও এক বড় সমস্যা-গ্রামে কোনও নিজস্ব ভোটকেন্দ্র নেই। ফলে ভোট দিতে গেলেও বহু দূর যেতে হয়, যা বিশেষ করে বয়স্ক ও মহিলাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টকর। এই পরিস্থিতিতে গ্রামবাসীরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত কোনও রাজনৈতিক দলকে গ্রামে ঢুকতে দেওয়া হবে না। ইতিমধ্যেই গ্রামের প্রবেশপথে দড়ি বেঁধে ব্যানার টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে স্পষ্টভাবে এই অবস্থান জানানো হয়েছে। ভবানীপুর গ্রামে প্রায় ৩০টি আদিবাসী পরিবারের বসবাস, যাঁদের দাবি বারবার প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানানো হলেও শুধু আশ্বাসই মিলেছে, বাস্তবে কোনও উন্নয়ন হয়নি। ভোটের মুখে এই দুই ঘটনার ফলে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা এবং দীর্ঘদিনের অবহেলার ক্ষোভ-এই দুইয়ের সংমিশ্রণে বীরভূমের এই অংশে পরিস্থিতি ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছে।

## মঙ্গলবার থেকে হোম ভোটিং শুরু কোচবিহারে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার, ১৪ এপ্রিল ঃ হোম ভোটিং শুরু হল কোচবিহারে। মঙ্গলবার সকাল থেকেই কোচবিহার জেলার বিভিন্ন গ্রামে বাড়িতে বাড়িতে প্রবীণ, বিশেষ ভাবে সক্ষমদের ভোট নিতে পৌঁছান নির্বাচন কমিশনের কর্মীরা। কমিশন সূত্রে জানা গেছে, ৮৫ বছর বা বেশি বয়সের প্রবীণ নাগরিক ও ৪০ শতাংশের বেশি শারীরিক ভাবে প্রতিবন্ধকতা থাকা ভোটারদের বাড়িতে গিয়ে ভোটগ্রহণ করা হচ্ছে এ দিন। জানা গেছে, কোচবিহারে ৫ হাজার ৭২৫ জন ভোটারের বাড়িতে গিয়ে ভোট নেওয়া হবে। ভোটের কাজে কোথাও যাতে কোনও সমস্যা না হয় সে জন্য কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

## অবৈধ মদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ পুরুলিয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ১৪ এপ্রিল ঃ নির্বাচনের মুখে অবৈধ মদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিল বলরামপুর আবগারি দফতর, ফ্লাইং স্কোয়াড ও পুলিশ প্রশাসন। অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণে অবৈধ মদ উদ্ধার হল পুরুলিয়ার বলরামপুরে। ঘটনায় শোরগোল পড়ে যায় গোটা এলাকায়। মঙ্গলবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে, বলরামপুর থানার ঘাটবেড়া অঞ্চলের পারবাদ গ্রাম সংলগ্ন পাহাড়তলী এলাকায় যৌথ অভিযান চালানো হয়। আর তাতেই উদ্ধার হয় এই অবৈধ মদ। এই অভিযানে উপস্থিত ছিলেন আবগারি ওসি মৃন্ময় ব্যানার্জী, ফ্লাইং স্কোয়াডের আধিকারিক কালিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বলরামপুর থানার পিএসআই মানস কুন্ডু সহ একাধিক পুলিশ ও প্রশাসনিক আধিকারিকেরা। এই যৌথ অভিযানে গ্রামেরই দুটি পৃথক স্থান থেকে মোট ২৪০ লিটার ফার্মেন্টেড ওয়াশ এবং ২০ লিটার চোলাই উদ্ধার করা হয়। জঙ্গলের মাঝে এই অবৈধ মদ তৈরি হচ্ছিল বলে জানা গেছে। অবৈধ চোলাই মদ উদ্ধারের পাশাপাশি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে মদ তৈরির কাজে ব্যবহৃত চারটি বড় অ্যালুমিনিয়ামের পাত্র। ঘটনাস্থলেই চোলাই তৈরির চুল্লি ও অন্যান্য পরিকাঠামো ভেঙে গুঁড়িয়ে দেন অভিযানে থাকা আধিকারিকরা। তবে পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে অভিযুক্ত কারবারিরা পালিয়ে যাওয়ায় কাউকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি। পলাতক চোলাই কারবারিদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। নির্বাচনের পূর্বে এলাকায় শান্তি ও আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে এই ধরনের অভিযান আরও জোরদার করা হবে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে। এই যৌথ অভিযান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে নির্বাচনের আগে।

## চা শ্রমিকদের দুয়ারে বাম প্রার্থী ঝরেন রায়, অধিকার আদায়ের ডাক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৪ এপ্রিল ঃ চা বাগান শ্রমিকদের সমর্থন আদায় করতে মঙ্গলবার সাতসকালেই শিলিগুড়ির নকশালবাড়ির চা বাগান এলাকায় প্রচারে নামলেন বামফ্রন্ট মনোনীত প্রার্থী ঝরেন রায়। মাটিগাড়া - নকশালবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত এই বাগানগুলিতে গিয়ে তিনি শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁদের অভাব-অভিযোগ শোনেন। এদিন প্রচারের সময় ঝরেন রায় কেন্দ্র ও রাজ্য-উভয় সরকারকেই তীব্র আক্রমণ করেন। তাঁর অভিযোগ, কেন্দ্রের বিজেপি এবং রাজ্যের তৃণমূল সরকার উন্নয়নের বড় বড় কথা বললেও চা শ্রমিকদের জীবনের মানোন্নয়নে কার্যত ব্যর্থ হয়েছে। চা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি বৃদ্ধি, জমির পাট্টা বা অধিকার প্রদান এবং খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের মতো মৌলিক চাহিদাগুলিকেই তিনি নির্বাচনী প্রচারের মূল হাতিয়ার করেছেন। শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বাম প্রার্থী বলেন, এই নির্বাচনে চা শ্রমিকদের ভোট অত্যন্ত নির্ণায়ক হতে চলেছে। আমরা ইতিমধ্যেই ২৪টি চা বাগান-সহ গ্রামের প্রতিটি প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছি। তাঁর দাবি, চা শ্রমিকরা এবার প্রকৃত পরিবর্তন চাইছেন।

## কংগ্রেস প্রার্থীর প্রচারের সময় গাড়িতে হামলার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর দিনাজপুর, ১৪ এপ্রিল ঃ কংগ্রেস প্রার্থীর প্রচারের সময় গাড়িতে হামলার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার দুপুরে উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া থানার মাঝিয়ালী গ্রাম পঞ্চায়েতের বিশ্বাসটলি এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। এ দিন গাড়িতে চেপে প্রচার কর্মসূচি ছিল কংগ্রেস প্রার্থী জাকির আবেদিনের। অভিযোগ, হঠাৎ করেই তাঁর গাড়ি লক্ষ্য করে ইঁট - পাটকেল ছুঁড়তে থাকে একদল যুবক। তাঁর গাড়ি ভেঙে দেওয়া হয়েছে বলে দাবি কংগ্রেস প্রার্থীর অনুগামীদের। চোপড়ার ব্লক কংগ্রেস নেতৃত্ব জানিয়েছেন, প্রচারের সময় আমাদের প্রার্থীর গাড়িতে হামলা চালায় তৃণমূলের লোকজন। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, একটা গন্ডগোলের খবর পেয়ে এলাকায় পুলিশ পাঠানো হয়েছে। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

**পূর্ব রেলওয়ে**

**ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এনআইটি/০২/২৬/১৯, তারিখ ১৩.০৪.২০২৬।** প্রিন্সিপ্যাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, ফেয়ারলি প্লেস, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১ নিম্নলিখিত উপকরণ সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। যথাক্রমে **ক্রমিক নং ও টেন্ডার নং; বিবরণ; ইএমডি ঃ (১) ১৯২৬৫০১৪;** জার্নাল বিআরজি ইত্যাদি সহ বিয়ারিং অ্যাডপ্টার এএসএম; ৫,০৯,৭৬০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ১১.০৫.২০২৫-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(২) ১০২৬১৮৭৪এ;** উচ্চ ক্ষমতার ড্রাম টাইপ রিভার্সার; ৩,১৬,৪৮০ টাকা। **(৩) ১৫২৫৫০৬৮সি;** ইওটি ক্রেন ২০ টন ইত্যাদির সরবরাহ, সংস্থাপন ও চালু করা; ২,৪১,৬০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ০৪.০৫.২০২৬-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং ২ ও ৩-এর জন্য)। **(৪) ০৪২৫৫০১৬এ;** আরডিএসও এসকে নং সিআর-৮৩৫ অনুযায়ী সলিড হুইল ৯২০; ৪,৭৩,১৩০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২৮.০৪.২০২৬-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(৫) ১০২৬১৯৩৫;** সিঙ্গল পোল সার্কিট ব্রেকার ইত্যাদির সেট; ৩,৭৬,৮৪০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ০৬.০৫.২০২৬-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(৬) ১১২৬৫০০৫;** এয়ার স্প্রিং অ্যাসেম্বলি ক্ষমতা ১৬০ কেএন; ২০,০০,০০০ টাকা। **(৭) ০৮২৬৫০১৩;** এরোসল ফায়ার ইত্যাদির সরবরাহ ও সংস্থাপন সংগ্রহ; ২,২৪,২০০ টাকা। **(৮) ১১২৬৫০০৪এ;** আন্ডার স্লাং ওয়াটার ট্যাঙ্ক ইত্যাদির জন্য আইওটি ভিত্তিক হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসার ওয়াটার লেভেল সেন্সর সরবরাহ, সংস্থাপন ও চালু করা; ৮,২৭,৪৪০ টাকা। **(৯) ১১২৬৫০০৭এ;** এলএইচবি নন এসি ইত্যাদির জন্য আইওটি ভিত্তিক ওয়াটার লেভেল ইন্ডিকেটর ব্যবস্থা, সরবরাহ, সংস্থাপন ও চালু করা; ৪,৬১,৬০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ০৪.০৫.২০২৬-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং ৬ থেকে ৯)। **(১০) ১২২৬এফ-এস_সুইচ_৪৮৬৬;** আরডিএলও ড্রইং নং টি-৪৮৬৬ অনুযায়ী পিএসসি স্লিপারের ওপর ৫২ কেজি রেলের জন্য ১ ইন ৮.৫ টার্নআউটে বিজি (১৬৭৩ মিমি)-এর জন্য (অথবা) এফ/এস সুইচ ৫২ কেজি অফ ৬৪০০ মিমি সংগ্রহের রানিং চুক্তি; ৮,৫৯,৭৫০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ১৭.০৪.২০২৬-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(১১) ১২২৬_ডিএক্সআইএনজি_ ডিএস_৬৪৯৪;** ১ ইন ৮.৫ ডায়মন্ড ক্রশিং এবং টি-৬৪৯৪-এর জন্য রানিং চুক্তি; ২০,০০,০০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ১৭.০৪.২০২৬-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(১২) এইচভিএন_টি-৮৯৯২ _২০২৬;** ড্রইং নং আরটি-৮৯৯২ অনুযায়ী এইচভিএন লাইনার্স সংগ্রহের রানিং চুক্তি; ৬,৫৪,৯০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ১৪.০৪.২০২৬-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(১৩) ১২২৬ _টিডব্লুএস-৯৭৭৫;** অ্যাসেম্বলি নং টি-৯৭৭৫ অল্ট-০৩ অনুযায়ী থিক ওয়েব সুইচ টাং রেলস সহ ৬০০ মিমি কার্ভড থিক ওয়েব সুইচ এবং পিএসসি স্লিপারের ওপর ফ্যান আকারের লেআউটের ১ ইন ৮.৫, বিজি ৬০ কেজি টার্নআউটের জন্য সম্পূর্ণ সকল ফিটিংস সমেত পিএসসি স্লিপারের ওপর ৬০ কেজি (ইউআইসি)/৬০ই১এ১-এর জন্য ১ ইন ৮.৫ টার্নআউট বিজি (১৬৭৩ মিমি)-এর জন্য অ্যান্টি ক্রিপ ডিভাইস; ২০,০০,০০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ৩০.০৪.২০২৬-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(১৪) ১২২৬১০৩০;** আরডিএসও ড্রইং নং টি-৫৯১৯ অনুযায়ী ইলাস্টিক রেল ক্লিপ এমকে-ভি উৎপাদন ও সরবরাহের রানিং চুক্তি; ৫০,০০,০০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২৭.০৪.২০২৬-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(১৫) ১৪২৬১১৫৯;** এএমএনডিটি.৫ সহ মাপকাঠি নং আইআরএস-টিসি-৩০/২০০৫ ভার.-১ অনুযায়ী সিগন্যালিং ও টেলিকম সংস্থাপনের জন্য ভূগর্ভস্থ রেলওয়ে জেলি ফিলড টেলিকম ৬ কোয়াড কেবল ০.৯ মিমি ব্যাস; ৫০,০০,০০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ১৫.০৪.২০২৬-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(১৬) ১২২৬-এনসিআরজিআরএসপি-৮৭৭৯;** আরডিএসও-এর স্ট্যান্ডার্ড লেআউট ড্রইং নং টি-৮৭৭৯, অল্ট-০৩ অনুযায়ী পিএসসি স্লিপারের ওপর ফ্যান আকারের লেআউটের জন্য ৬০ কেজি ১ ইন ১২ সম্পূর্ণ টার্নআউটের জন্য ৬ মিমি প্রস্থের নাইলন কর্ড রিএনফোর্সড গ্রুভড রাবার সোল প্লেট উৎপাদন ও সরবরাহ; ০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ১৭.০৪.২০২৬-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(১৭) ১২২৬১০১৯;** আরডিএসও ড্রইং নং (টি-৪২২০, অল্ট ৯) অনুযায়ী ৬০ কেজি ইউআইসি/৬০ই১ রেলের উপযুক্ত ১ ইন ১২ সিএমএস ক্রশিং ফর বিজি উৎপাদন ও সরবরাহ; ১৬,০৭,১৬০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২১.০৪.২০২৬-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(১৮) ১২২৬-টিডব্লুএস-৮৭৮০;** আরডিএসও ড্রইং নং টি-৮৭৮০ অনুযায়ী ১০১২৫ মিমি কার্ভড সুইচ উৎপাদন ও সরবরাহ; ৫০,০০,০০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ১৭.০৪.২০২৬-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(১৯) ১৪২৬১১০৯;** মাপকাঠি নং আইআরএস ঃ এ-৬৩/২০২৪ (রেভ.৪.০) অনুযায়ী ১২ কোর x ১.৫ বর্গ মিমি উচ্চ পরিবাহী কপার কন্ডাক্টর সমেত পিভিসি ইন্সুলেটেড, আর্মার্ড, আন্ডারগ্রাউন্ড, আনস্ক্রিন্ড রেলওয়ে সিগন্যালিং কেবল (হেভি ডিউটি); ৫০,০০,০০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ১৫.০৪.২০২৬-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(২০) ১২২৬১০৪৯;** আরডিএসও ড্রইং নং টি-৮৭৪৭ অনুযায়ী ওয়াইডার পিএসসি স্লিপারের সঙ্গে ব্যবহারের জন্য কম্পোজিট গ্রুভড রাবার সোল প্লেট (সিজিআরএসপি) পুরু ১০ মিমি উৎপাদন ও সরবরাহ; ২০,০০,০০০ টাকা। **(২১) ১২২৬-ডিআর_সুইচ-৫৮৩৬;** আরডিএসও ড্রইং নং (টি-৫৮৩৬ অল্ট ৩) অনুযায়ী পিএসসি স্লিপারের ওপর ফ্যান আকারের লেআউটের জন্য বিজি, ৫২ কেজি রেলের উপযুক্ত ৬৪০০ মিমি ওভাররাইডিং ডিরেলিং সুইচ (আরএইচ) ফ্যাব্রিকেশন ও সরবরাহ; ৩,৩৭,৮৬০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ১২.০৫.২০২৬-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক ২০ ও ২১-এর জন্য)। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ০ (প্রতিটির জন্য)। **দ্রষ্টব্য ঃ** উপরোক্ত সব টেন্ডারগুলি ই-টেন্ডার এবং **https://www.ireps.gov.in**-এ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে বিড জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারগুলির ও অন্যান্য সাপ্লাই টেন্ডারগুলির বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন। (STORES-02/2026-27)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway Eastern Railway Headquarter

**HDFC BANK**
We understand your world

রেজিস্টার্ড অফিসঃ এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক হাউজ, সেনাপতি বাপেট মার্গ, লোয়ার প্যারেল (পশ্চিম), মুম্বই-৪০০০১৩ এবং এর অফিসের একটি হচ্ছে রিটেল পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট, এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড, প্রথম তল, আই-থিঙ্ক টেকনো ক্যাম্পাস, কানজুরমার্গ (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০৪২

**এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেডের কাছে বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয়ের ইঙ্গিত এবং প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি**

এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেড-এর ("ব্যাংক") নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, ঋণ/সিকিউরিটির বিপরীতে ওভারড্রাফ্ট প্রকৃতির ঋণ সুবিধা গ্রহণের লক্ষ্যে ব্যাংকের নিকট বন্ধককৃত সিকিউরিটিসমূহ বিক্রয় করা হচ্ছে।

ঋণচুক্তির শর্তাবলী অনুযায়ী বকেয়া পাওনা পরিশোধে ঋণগ্রহীতাদের ধারাবাহিক ব্যর্থতার কারণে, নিম্নোক্ত ঋণ হিসাবগুলো বর্তমানে খেলাপি অবস্থায় রয়েছে। ব্যাংক এই ঋণগ্রহীতাদের একাধিক নোটিশ প্রদান করেছে-যার মধ্যে নিম্নোক্ত তারিখে জারিকৃত চূড়ান্ত বিক্রয় নোটিশটিও অন্তর্ভুক্ত উক্ত নোটিশের মাধ্যমে ব্যাংক বন্ধককৃত সম্পদের ওপর তার অধিকার প্রয়োগ করে ঋণগ্রহীতাদের নিম্নোক্ত হিসাবগুলোর সমুদয় বকেয়া পাওনা পরিশোধের জন্য ৭ দিনের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিল। এতে ব্যর্থ হলে, এ বিষয়ে আর কোনো নোটিশ প্রদান ছাড়াই বন্ধককৃত জামানতসমূহ বিক্রয় করার পূর্ণ স্বাধীনতা ব্যাংকের থাকবে বলে জানানো হয়েছিল। যেহেতু ঋণগ্রহীতারা যথাসময়ে পাওনা পরিশোধের বিষয়টি উপেক্ষা করেছেন এবং এতে ব্যর্থ হয়েছেন, সেহেতু ঋণচুক্তির আওতায় বন্ধকগ্রহীতা হিসেবে প্রাপ্ত অধিকার প্রয়োগ করে ব্যাংক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, ঋণগ্রহীতাদের নিকট ব্যাংকের যে পাওনা বকেয়া রয়েছে তা আদায়ের লক্ষ্যে ২২ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ বা তার পরবর্তী কোনো এক সময়ে উক্ত জামানতসমূহ বিক্রয় বা নিষ্পত্তি করা হবে। ঋণগ্রহীতাদের আরও অবহিত করা হচ্ছে যে, যদি কোনো সময়ে শেয়ার বাজারের অস্থিরতার কারণে বন্ধককৃত জামানতের মূল্য আরও হ্রাস পায় এবং এর ফলে মার্জিন রিকোয়ারমেন্ট বা প্রয়োজনীয় জামানত-অনুপাতে নতুন করে কোনো ঘাটতি সৃষ্টি হয়, তবে ব্যাংক তার নিজস্ব বিবেচনামতো এ বিষয়ে আর কোনো নোটিশ প্রদান ছাড়াই এক (১) ক্যালেন্ডার দিনের মধ্যে উক্ত বন্ধককৃত জামানত বিক্রয় করে ফেলবে। বন্ধককৃত জামানত বিক্রয়লব্ধ অর্থ সমন্বয় করার পরেও যদি কোনো বকেয়া পাওনা অবশিষ্ট থাকে, তবে সেই অবশিষ্ট অর্থ পরিশোধের দায়ভার ঋণগ্রহীতা(গণ)-এর ওপরই বর্তাবে।

| ক্রম নং. | লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর | ঋণগ্রহীতার নাম | ১২ এপ্রিল ২০২৬ পর্যন্ত বকেয়া অর্থের পরিমাণ | বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির তারিখ |
|---|---|---|---|---|
| ১ | XXXXXXXXXX০১৭৪ | বাপ্পাদিত্য রায় চৌধুরি | ২,৮৮৯.১৮ | ১৩-০৪-২০২৬ |
| ২ | XXXXXXXXXX৪৫৬২ | নীলম দেবী কোঠারি | ১৫,৫৯,৬৫৯.৭৬ | ১৩-০৪-২০২৬ |
| ৩ | XXXXXXXXXX৪৫৩৬ | খেম চাঁদ কোঠারি | ১৬,৬৭,১৬২.১২ | ১৩-০৪-২০২৬ |
| ৪ | XXXXXXXXXX৮৭১২ | অরুপ কুমার রায় | ২,০২১.০০ | ১৩-০৪-২০২৬ |
| ৫ | XXXXXXXXXX০০৪০ | সোমা সাহা | ১৯,৭১,১০৩.৮৬ | ১৩-০৪-২০২৬ |
| ৬ | XXXXXXXXXX৩৯৯৫ | সুমন আগরওয়াল | ১,৯২৮.৮০ | ১৩-০৪-২০২৬ |
| ৭ | XXXXXXXXXX১৮৭২ | তপন কুমার মুখোপাধ্যায় | ৫৪.৬০৭.৭০ | ১৩-০৪-২০২৬ |
| ৮ | XXXXXXXXXX৯০১১ | স্বাগতা রায়চৌধুরী | ৫,৫২২.৮৫ | ১৩-০৪-২০২৬ |
| ৯ | XXXXXXXXXX৭৭৮৬ | নীলাঞ্জনা দত্ত বোস | ১,৯৪,২৬৭.৮১ | ১৩-০৪-২০২৬ |
| ১০ | XXXXXXXXXX১২৩৮ | বিজয় কিষাণ চন্দক | ১৮,৫৭,৮১১.০৬ | ১৩-০৪-২০২৬ |
| ১১ | XXXXXXXXXX৫৫৪১ | দীপঙ্কর দাস | ৮,৯১,১৭৫.১১ | ১৩-০৪-২০২৬ |
| ১২ | XXXXXXXXXX৫৩৮৪ | অভিজিৎ ভাদুড়ী | ২.১০৪.৪২ | ১৩-০৪-২০২৬ |
| ১৩ | XXXXXXXXXX৬৪১৬ | অঞ্জন কুমার ঘোষ | ২,৭২৭.২৪ | ১৩-০৪-২০২৬ |
| ১৪ | XXXXXXXXXX২৭০৭ | সুপ্রিয়া দাস | ৬,৪৬৩.০২ | ১৩-০৪-২০২৬ |
| ১৫ | XXXXXXXXXX৬৪৮৯ | শুভাশিষ মন্ডল | ৮,১৭,৬৭৩.১৪ | ১৩-০৪-২০২৬ |
| ১৬ | XXXXXXXXXX৭০২২ | এমডি শাকিল আনসারী | ৮,৮৮,৮৯৯.৮২ | ১৩-০৪-২০২৬ |
| ১৭ | XXXXXXXXXX০৪৫৩ | অর্চনা আগরওয়াল | ৫,২৭,২৩৩.০০ | ১৩-০৪-২০২৬ |
| ১৮ | XXXXXXXXXX৪১৪১ | বসন্ত প্রভাত সাহা | ১০,০৬,১৬২.৯৭ | ১৩-০৪-২০২৬ |
| ১৯ | XXXXXXXXXX০২১৭ | রাহুল বারিক | ৩,০৯,৬৮৬.৫৯ | ১৩-০৪-২০২৬ |
| ২০ | XXXXXXXXXX৬৩২৩ | দীপক জৈন | ৫,০৩,৮১১.৮৯ | ১৩-০৪-২০২৬ |
| ২১ | XXXXXXXXXX৪৪০৬ | ফাল্গুনী চক্রবর্তী | ৭২.০২৩.০৪ | ১৩-০৪-২০২৬ |
| ২২ | XXXXXXXXXX২০৭২ | মহেশ রাজক | ১,৭১,১০৩.৭৯ | ১৩-০৪-২০২৬ |
| ২৩ | XXXXXXXXXX২৪৭৬ | গীতা সিং | ২,৮৫,৬৮৯.৭৬ | ১৩-০৪-২০২৬ |
| ২৪ | XXXXXXXXXX৮২৫৩ | সেকেন্দার আলী খান | ১,৭৭৪.১২ | ১৩-০৪-২০২৬ |
| ২৫ | XXXXXXXXXX৬৪৫০ | পৌশালি সান্যাল | ৪,৮৭৪.১৫ | ১৩-০৪-২০২৬ |
| ২৬ | XXXXXXXXXX৪৫৭২ | মনোমিতা সিংহ | ১০,০৯,১৪৬.০০ | ১৩-০৪-২০২৬ |
| ২৭ | XXXXXXXXXX১৬৯১ | পার্থ প্রতিম ব্যানার্জী | ১,৮৫,০৩২.৫০ | ১৩-০৪-২০২৬ |
| ২৮ | XXXXXXXXXX১০৫০ | শিবানী সাজাওয়াল | ২,৪৬২.২৩ | ১৩-০৪-২০২৬ |
| ২৯ | XXXXXXXXXX৯৭৩৯ | লক্ষ্মী কান্ত ব্যানার্জী | ৪,১০,৮৫২.৬৭ | ১৩-০৪-২০২৬ |
| ৩০ | XXXXXXXXXX৩১৮৯ | বেনু গোপাল বাগরি | ২০,০৭,৮২৭.৪৫ | ১৩-০৪-২০২৬ |
| ৩১ | XXXXXXXXXX২১৮২ | সুনিতা বিনানী | ১৫,৬৮,১৯৯.৮৮ | ১৩-০৪-২০২৬ |
| ৩২ | XXXXXXXXXX৫১৭১ | রমেশ কুমার সরফ | ৮,১৯,৫০২.৭৮ | ১৩-০৪-২০২৬ |
| ৩৩ | XXXXXXXXXX৯৩৬৫ | সুব্রত কুমার দত্ত | ২,৫৬,৯৩৩.৪০ | ১৩-০৪-২০২৬ |
| ৩৪ | XXXXXXXXXX৯১৭০ | নীতেশ সরফ | ৩৬,৭৯,২৬২.০০ | ১৩-০৪-২০২৬ |
| ৩৫ | XXXXXXXXXX৩২৭২ | সৌরভ বাজাজ | ৬৪.৭৫৭.০০ | ১৩-০৪-২০২৬ |
| ৩৬ | XXXXXXXXXX৯৯৩৬ | বর্নালী সাহা | ২,০৩২.২৬ | ১৩-০৪-২০২৬ |
| ৩৭ | XXXXXXXXXX৮০৮৭ | কাজল দে | ১,৪৯১.৪২ | ১৩-০৪-২০২৬ |
| ৩৮ | XXXXXXXXXX২৬১৫ | সোমদেব রায় | ৩,৯৫৮.৭১ | ১৩-০৪-২০২৬ |
| ৩৯ | XXXXXXXXXX৩৫৬৫ | সুসামা রানী কোনার | ২২,৪৪২.৬০ | ১৩-০৪-২০২৬ |
| ৪০ | XXXXXXXXXX৬৫৩১ | এমডি জসিমউদ্দীন | ২,৬২,৭৯২.৭৭ | ১৩-০৪-২০২৬ |
| ৪১ | XXXXXXXXXX৪৬২০ | বীরেন্দ্র নারায়ণ বসাক | ১৯,৭৮,৪৫৮.৬৩ | ১৩-০৪-২০২৬ |
| ৪২ | XXXXXXXXXX৬২২১ | শ্যামলী বোস | ৫০,৩৮৫.৪৯ | ১৩-০৪-২০২৬ |
| ৪৩ | XXXXXXXXXX২৩৮১ | সুনীতা তুলস্যান | ১১,৫১,০৮৭.০০ | ১৩-০৪-২০২৬ |
| ৪৪ | XXXXXXXXXX৫১২১ | রীতা আগরওয়াল | ২০,১৪,১৫৬.০০ | ১৩-০৪-২০২৬ |
| ৪৫ | XXXXXXXXXX৩৮৬৪ | সুকান্ত পল | ৭,০৬,৩৫৫.৮৪ | ১৩-০৪-২০২৬ |
| ৪৬ | XXXXXXXXXX৪০২০ | রাজেশ মুখুতি | ১,৪৭,১৭৫.৮২ | ১৩-০৪-২০২৬ |
| ৪৭ | XXXXXXXXXX৪৬১০ | সত্যেন্দ্র কুমার জৈন | ৩,৬৮,৯৪৪.৭৬ | ২৪-০৩-২০২৬ |
| ৪৮ | XXXXXXXXXX৭১০৫ | সুকান্ত সাহা | ৫,০৫,২৫৬.৬২ | ১৩-০৪-২০২৬ |
| ৪৯ | XXXXXXXXXX৬৫৬৪ | সুরেন্দ্র কুমার জৈন | ১,৭১২.৭৪ | ১৩-০৪-২০২৬ |
| ৫০ | XXXXXXXXXX৫০৩৩ | সদানন্দ রায় | ২,৩১,৫৭৮.৫২ | ১৩-০৪-২০২৬ |
| ৫১ | XXXXXXXXXX৩০৯২ | সুমন দে | ৯,৭৫,২৭৩.৮১ | ১৩-০৪-২০২৬ |
| ৫২ | XXXXXXXXXX৩০৬২ | কল্যাণী মন্ডল | ৯,৮৪,৬২৬.৮২ | ১৩-০৪-২০২৬ |
| ৫৩ | XXXXXXXXXX১৩১২ | সান্তনু দত্ত | ৩,৭৭,৭৯৭.৫১ | ১৩-০৪-২০২৬ |
| ৫৪ | XXXXXXXXXX৯৪৮৫ | ত্রিপর্ণা সেন | ১,৬৮,৫১৫.৮২ | ১৩-০৪-২০২৬ |
| ৫৫ | XXXXXXXXXX৬৬০২ | শিব শঙ্কর ভট্টাচার্য | ৮,৯৫,৯৩৭.৮২ | ১৩-০৪-২০২৬ |
| ৫৬ | XXXXXXXXXX৩৭৪৯ | সুভাষ রঞ্জন রায় | ১,৭২৪.৯৩ | ১৩-০৪-২০২৬ |
| ৫৭ | XXXXXXXXXX১৬৯৮ | মীরা চক্রবর্তী | ২,৬২,৭৯০.৮২ | ১৩-০৪-২০২৬ |
| ৫৮ | XXXXXXXXXX০৩৯৮ | বসন্ত কুমার ঘোষ | ৩,১০,২৭৪.৩০ | ১৩-০৪-২০২৬ |
| ৫৯ | XXXXXXXXXX০০৯৫ | দীপঙ্কর হাজরা | ৯,০৫,৪৬৩.৮২ | ১৩-০৪-২০২৬ |
| ৬০ | XXXXXXXXXX৮৯১০ | উত্তম বাতাবল | ৭,৫০,৭০৬.৮২ | ১৩-০৪-২০২৬ |
| ৬১ | XXXXXXXXXX৮৪০৩ | বিপ্লব কুমার ধর | ৯,০২,০৯৪.০০ | ১৩-০৪-২০২৬ |
| ৬২ | XXXXXXXXXX৭৩১৫ | সৌরভ মুখার্জি | ১০,০৮,২৯২.০০ | ১৩-০৪-২০২৬ |
| ৬৩ | XXXXXXXXXX৮৩৮৩ | তপতী মুখোপাধ্যায় | ১০,০৮,২৯২.০০ | ১৩-০৪-২০২৬ |
| ৬৪ | XXXXXXXXXX৮২২৫ | দীপ বিশ্বাস | ৯,৯৬,৪০১.৮২ | ১৩-০৪-২০২৬ |
| ৬৫ | XXXXXXXXXX৮৯৩০ | রেণু ধানুকা | ৯৯,৯৯৮.৮২ | ১৩-০৪-২০২৬ |
| ৬৬ | XXXXXXXXXX৬৮১০ | শশী কান্ত ঘোষ | ৫২,৬৮০.৮২ | ১৩-০৪-২০২৬ |
| ৬৭ | XXXXXXXXXX৯৪১২ | কুসুম কাপুর | ১,৩২৯.০২ | ১৩-০৪-২০২৬ |
| ৬৮ | XXXXXXXXXX২৪৮৩ | জয়ন্ত ভট্টাচার্য | ১.৪৫৩.৯২ | ১৩-০৪-২০২৬ |
| ৬৯ | XXXXXXXXXX৬৯৩১ | তানিয়া রায় | ১,৩৪০.৮২ | ১৩-০৪-২০২৬ |

তারিখঃ ১৫.০৪.২০২৬। স্থানঃ পশ্চিমবঙ্গ স্বা/- এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড

## বৈশাখী সাজ-পয়লা বৈশাখ

# ঘামেও নষ্ট হবে না বৈশাখী সাজ-পয়লা বৈশাখে টাটকা লুক ধরে রাখতে জেনে নিন সেরা মেকআপ টিপস

পয়লা বৈশাখ মানেই নতুন বছরের উচ্ছ্বাস, লাল-সাদা শা।রি ঐতিহ্য, আর শহরের রাস্তায় উৎসবের রঙিন ভিড়। কলেজস্ট্রিটের বইপাড়া থেকে শুরু করে প্রিয় মিষ্টির দোকান-সবখানেই যেন আনন্দের ঢেউ। তবে এই আনন্দের মাঝেই থাকে এক বড় চ্যালেঞ্জ-এপ্রিলের তীব্র গরম আর ঘাম। একটু অসাবধান হলেই সাধের মেকআপ গলে গিয়ে পুরো লুকটাই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই এই বিশেষ দিনে সু ন্দর, সতেজ এবং দীর্ঘস্থায়ী মেকআপ ধরে রাখতে কিছু সাধারণ ভুল এড়িয়ে চলা খুবই জরুরি। প্রথমেই আসে রোদ থেকে সুরক্ষার বিষয়টি। পয়লা বৈশাখে বাইরে বেরোনো মানেই প্রচণ্ড রোদের মুখোমুখি হওয়া। অনেকেই ভাবেন মেকআপ করলেই সানস্ক্রিনের প্রয়োজন নেই-এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। মেকআপের আগে অবশ্যই অন্তত এসপিএফ ৩০ বা তার বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন সানস্ক্রিন ব্যবহার করতে হবে। এটি শুধু ত্বককে ট্যান হওয়া বা কালো দাগ পড়া থেকে বাঁচায় না, বরং মেকআপের একটি শক্ত বেস হিসেবেও কাজ করে। সানস্ক্রিন ভালোভাবে শোষিত হতে কয়েক মিনিট সময় দিন, তারপর মেকআপ শুরু করুন-তাতেই পার্থক্যটা স্পষ্ট বোঝা যাবে।এরপর আসে মেকআপের ধরন। অনেকেই উৎসব মানেই ভারী মেকআপ ভাবেন, কিন্তু দিনের বেলার এই গরমে তা একেবারেই

বেমানান। বেশি ফাউন্ডেশন বা কনসিলার ব্যবহার করলে ঘামে তা গলে গিয়ে মুখে ছোপ ছোপ দাগ তৈরি করতে পারে। এতে লুকটি কৃত্রিম লাগে এবং ত্বকও ক্লান্ত দেখায়। তাই বেছে নিন হালকা, ম্যাট ফিনিশ বা লাইটওয়েট বেস মেকআপ। টিঃটড ময়েশ্চারাইজার বা বিবি ক্রিম ব্যবহার করলে ত্বক শ্বাস নিতে পারে এবং অনেকক্ষণ সতেজ থাকে। চোখ ও ঠোঁটের সাজেও ভারসাম্য রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। লাল-সাদা শা।রি সঙ্গে চোখের সাজে একটু ঐতিহ্যের ছোঁয়া থাকলে ভালো লাগে, তবে তা যেন খুব গা। না হয়। ওয়াটারপ্রুফ কাজল এবং মাসকারা ব্যবহার করাই সবচেয়ে ভালো সিদ্ধান্ত, কারণ গরমে ঘামের কারণে চোখের মেকআপ ছ।য়ে প।ার সম্ভাবনা থাকে। হালকা শিমার বা নিউট্রাল আইশ্যাডো ব্যবহার করলে চোখে এক ধরনের উজ্জ্বলতা আসে, যা দিনের আলোয় দারুণ মানায়। ঠোঁটের জন্য লাল, কোরাল বা পিচ শেডের লিপস্টিক বেছে নিতে পারেন-এগুলো বৈশাখী লুককে সম্পূর্ণ করে। মেকআপ দীর্ঘস্থায়ী রাখার জন্য কিছু অতিরিক্ত কৌশলও জানা প্রয়োজন। মেকআপ শেষ করার পর একটি ভালো মানের সেটিং স্প্রে ব্যবহার করলে পুরো লুকটি অনেকক্ষণ অটুট থাকে। এটি মেকআপকে সেট করে এবং ঘামের প্রভাব কমায়। সঙ্গে একটি কম্প্যাক্ট পাউডার রাখুন-মাঝেমধ্যে হালকা টাচআপ করলে ত্বক তেলতেলে দেখাবে না এবং মেকআপও ফ্রেশ থাকবে। চুলের সাজের ক্ষেত্রেও সরলতা বজায় রাখাই শ্রেয়। খুব জটিল হেয়ারস্টাইল এই গরমে অস্বস্তিকর হয়ে উঠতে পারে। শা।রি সঙ্গে আলগা খোঁপা, বেণি বা হালকা খোলা চুল-এই ধরনের সহজ সাজই সবচেয়ে ভালো মানায়। এর সঙ্গে যদি জুঁই বা বকুল ফুলের একটি ছোট্ট গুচ্ছ যোগ করেন, তবে পুরো লুকেই এক অন্যরকম ঐতিহ্যবাহী সৌঃদর্য ফুটে উঠবে। সবশেষে, মনে রাখবেন-মেকআপ কেবল আপনার সৌন্দর্যকে তুলে ধরার একটি মাধ্যম। আসল সৌঃদর্য আপনার আত্মবিশ্বাস আর হাসিমুখেই লুকিয়ে থাকে। তাই অতিরিক্ত সাজের চেয়ে স্বাভাবিক, স্বস্তিদায়ক লুককেই প্রাধান্য দিন। সঠিক প্রস্তুতি আর কিছু ছোটখাটো কৌশল মেনে চললে গরমের মধ্যেও আপনার বৈশাখী সাজ থাকবে একেবারে নিখুঁত। এই পয়লা বৈশাখে নিজেকে রাখুন সতেজ, প্রাণবন্ত আর আত্মবিশ্বাসী-সাজ হোক হালকা, কিন্তু উপস্থিতি হোক অনন্য।

# স্বামীর নির্যাতনের শিকার গৃহবধূ, ন্যায়বিচারের দাবিতে থানায় টিআরএমএল কর্মীরা

চুড়াইবাড়ি (ত্রিপুরা), ১৪ এপ্রিল (হি.স.)ঃ উত্তর ত্রিপুরার কদমতলা ব্লকের বাঘন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় স্বামীর নির্মম নির্যাতনের শিকার গৃহবধূকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। গুরুতর আহত অবস্থায় রেজানা খাতুনের পাশে দাঁড়িয়ে ন্যায়বিচারের দাবিতে সরব হল টিআরএমএল-এর তিনটি শাখার মহিলা কর্মীরা। সোমবার দুপুরে সংগঠনের সদস্যরা নির্যাতিতা রেজানা খাতুনকে সঙ্গে নিয়ে চুড়াইবাড়ি থানায় উপস্থিত হন। সেখানে অভিযুক্ত স্বামী আব্দুর রহিমের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়ে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগপত্রে জানানো হয়েছে, ঘটনার পর সংগঠনের সদস্যরা রেজানার পাশে দাঁড়ালে অভিযুক্ত তাঁদেরকেও হুমকি দেয়। শুধু স্ত্রী নয়, নিজের মা এবং পুত্র সন্তানকেও মারধরের অভিযোগ উঠেছে আব্দুর রহিমের বিরুদ্ধে। ঘটনাস্থলে উপস্থিত মা ও ছেলে থানায় এসে একই বয়ান দেওয়ায় অভিযোগ আরও জোরদার হয়েছে। টিআরএমএল-এর জেন্ডার সাপোর্ট কর্মীদের দাবি, রবিবার সকালে রেজানা খাতুন

ফোন করে নির্যাতনের কথা জানালে তাঁরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশকে অবহিত করেন। তাঁদের অভিযোগ, আব্দুর রহিম দীর্ঘদিন ধরে স্ত্রীর উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালিয়ে. আসছিল। পাশাপাশি তাঁর বিরুদ্ধে পরকীয়ার অভিযোগও রয়েছে। সংগঠনের মতে, এ ধরনের অপরাধের কঠোরতম শাস্তি হওয়া জরুরি, যাতে ভবিষ্যতে কেউ এমন অপরাধ করার সাহস না পায়। ঘটনার পর গুরুতর আহত অবস্থায় রেজানা খাতুনকে প্রথমে কদমতলা সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়। তবে চিকিসকেরা তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি দেখে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজ্যের বাইরে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। আর্থিক অসামর্থ্যের কারণে তা সম্ভব না হওয়ায়, নির্যাতিতা নিজেই সংগঠনের কর্মীদের সঙ্গে থানায় এসে মামলা দায়ের করেন। উল্লেখ্য, চুড়াইবাড়ি থানাধীন জুমটিলা এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। স্থানীয.সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত আব্দুর রহিম দীর্ঘদিন ধরে নেশাসক্ত এবং তাঁর বিরুদ্ধে পরকীয়ার অভিযোগও রয়েছে। এসব বিষয়ে প্রতিবাদ করায় রেজানা খাতুনকে প্রায়ই নির্যাতনের শিকার হতে হয়। রবিবার সকালে নির্যাতন চরমে পৌঁছায়, অভিযুক্ত তাঁকে বেধড়ক মারধর করে এবং লোহার শিকল দিয়ে আঘাত করে বলে অভিযোগ। এদিকে অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ইতিমধ্যেই আব্দুর রহিমকে গ্রেফতার করেছে। চুড়াইবাড়ি থানার অফিসার-ইন-চার্জ দেবব্রত বিশ্বাস জানিয়েছেন, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

# নারী ‘শক্তি বন্দন অধিনিয়ম’ শাসন ব্যবস্থাকে প্রগতিশীল এবং আরও জনমুখী করে তুলবে ঃ অসম প্রদেশ বিজেপি

গুয়াহাটি, ১৪ এপ্রিল (হি.স.)ঃ নারী ক্ষমতায়নের অভিযানে নতুন মাত্রা যোগ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ‘ শক্তি বন্দন অধিনিয়ম’ সংসদে গৃহীত হয়েছে। আগামী ২০২৯ সাল থেকে এই আইন দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হবে। এই আইন দেশের শাসনব্যবস্থাকে প্রগতিশীল এবং আরও জনমুখী করে তুলবে, বলেছেন অসম প্রদেশ বিজেপির মুখপাত্র রঞ্জীবকুমার শর্মা। সোমবার ভারতীয়জনতা পার্টির প্রদেশ দফতর অটলবিহারী বাজপেয়ী ভবন থেকে প্রেরিত এক বিবৃতিতে প্রদেশ বিজেপির মুখপাত্র রঞ্জীবকুমার শর্মা বলেন, ২০২৩ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর লোকসভায় এই বিল পেশ করা হয় এবং সংবিধানের ১০৬-তম সংশোধনীর মাধ্যমে একে আইনে পরিণত করে ভারতীয় জনতা পার্টি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বিরোধিতা ও ষড়যন্ত্র উপেক্ষা করে বিজেপির নেতৃত্ব এই আইনের মাধ্যমে নারী ক্ষমতায়নের অভিযানে নতুন মাত্রা যোগ করে দেশের সামাজিক জীবনে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের বীজ বপন করতে সক্ষম হয়েছে। রঞ্জীব কুমার শর্মা আরও বলেন, এই আইনের মাধ্যমে দেশের মাতৃশক্তির রাজনৈতিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে লোকসভা ও বিধানসভাগুলিতে মোট আসনের ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে লোকসভায় মহিলা সাংসদের সংখ্যা বর্তমানের ৭৪ জন থেকে বেড়ে ২৭৩ জনে উন্নীত হবে। উল্লেখ্য, বর্তমানে লোকসভায় মোট সাংসদের ১৫ শতাংশ এবং রাজ্যসভায় ১৩ শতাংশ মহিলা সাংসদ রয়েছেন। তবে ১৯৫২ সালের প্রথম লোকসভায় মহিলা সাংসদের সংখ্যা মাত্র ৪ শতাংশ ছিল। ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রের সর্বোচ্চ স্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর পাশাপাশি নারীশক্তির নেতৃত্বে দেশ পরিচালনার একটি রাজনৈতিক পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যেই এই আইন বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, বলেনন রঞ্জীব কুমার শর্মা। নারীশক্তির নেতৃত্বে দেশের উন্নয়নের অভিযানে এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শুরু করা উদ্যোগকে ‘ শক্তি বন্দন অধিনিয়ম’ অবশ্যই নতুন মাত্রা প্রদান করবে। এই আইন কেবল আইনি সংস্কারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এটি একটি সামাজিক রূপান্তর হিসেবেও চিহ্নিত হয়েছে বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করেছেন তিনি। তাই ‘ শক্তি বন্দন অধিনিয়ম’-কে স্বাধীনোত্তর ভারতের অন্যতম বৃহ নীরব সামাজিক বিপ্লব হিসেবে বর্ণনা করে প্রদেশ বিজেপির মুখপাত্র রঞ্জীবকুমার শর্মা এটিকে আধুনিক ভারতীয় ইতিহাসের একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ বলে অভিহিত করেছেন। এই আইনের মাধ্যমে ভারতীয. জনতা পার্টি দেশের নীতি নির্ধারণ এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃত্বের ক্ষেত্রে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করে দীর্ঘদিন ধরে উপেক্ষিত দেশের ৫০ শতাংশ জনগোষ্ঠীর কণ্ঠকে শক্তিশালী করার এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। প্রদেশ বিজেপির মুখপাত্র শর্মার মতে, ‘ শক্তি বন্দন আইন’ দেশের মাতৃসমাজকে একটি শক্তিশালী ভিত্তিতে রূপান্তরিত করেছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব বৃদ্ধি পেলে শাসনব্যবস্থা আরও প্রগতিশীল ও শক্তিশালী হয়ে উঠবে বলে তিনি মনে করেন।

# উদয়পুরে হাঁড়ি বিষু উপলক্ষ্যে জমাতিয়া সম্প্রদায়ের বাবা গড়িয়া মহাপূজা শুরু

উদয়পুর (ত্রিপুরা), ১৪ এপ্রিল (হি.স.)ঃ সোমবার হাঁড়ি বিষু উপলক্ষ্যে গোমতী জেলার উদয়পুর মহকুমার কিল্লা পিত্রাকামি এলাকায় জমাতিয়া হদা সম্প্রদায়ের উদ্যোগে শুরু হল ঐতিহ্যবাহী বাবা গড়িয়া মহাপূজা ও মহোৎসব। প্রতিবছরের মত এবছরও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই মহাপূজার শুভ সূচনা হয়। সাতদিনব্যাপী এই পুজো ও উৎসবকে ঘিরে ইতিমধ্যেই এলাকাজুড়ে উৎসবের আবহ তৈরি হয়েছে। সোমবার সকাল থেকেই পিত্রাকামি এলাকায় ভক্তদের ভিড় লক্ষ্য করা যায়। দূর-দূরান্ত থেকে আগত ভক্তরা এই পুজোয় অংশগ্রহণ করতে উপস্থিত হন। ঢাক-ঢোল, কড়তাল ও ধর্মীয় সঙ্গীতের সুরে গোটা এলাকা ভক্তিময় পরিবেশে মুখরিত হয়ে ওঠে। পুজোর শুরুতেই পূজারীরা ঐতিহ্যবাহী নিয়ম মেনে বাবা

গড়িয়ার আরাধনা করেন এবং সমাজের শান্তি, সমৃদ্ধি ও মঙ্গল কামনায় বিশেষ প্রার্থনা করা হয়। এই পুজো শুধু ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি জমাতিয়া সম্প্রদায়ের কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিফলন। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল শ্রেণির মানুষ এতে অংশগ্রহণ করেন, যা এক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মিলনমেলার রূপ ধারণ করে। এই প্রসঙ্গে জমাতিয়া হদা অকরা মণিন্দ্র মোহন জমাতিয়া জানান, হাঁড়ি বিষু আমাদের সম্প্রদায়ের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। প্রতি বছর দেশ ও সমাজের কল্যাণ, শান্তি ও সমৃদ্ধির কামনায় এই মহাপূজার আয়োজন করা হয়। এবছরও সেই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে মহাসমারোহে পুজো অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তিনি আরও জানান, সাত দিনব্যাপী এই উৎসব চলাকালীন বিভিন্ন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক কর্মসূচিরও আয়োজন করা হয়েছে। স্থানীয় শিল্পীদের পরিবেশনায় নৃত্য, সংগীতসহ নানা অনুষ্ঠান উৎসবের আকর্ষণ বাড়াবে বলে আশা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, বাবা গড়িয়া মহাপূজা জমাতিয়া সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব হিসেবে পরিচিত। এই পুজোর মাধ্যমে সমাজে ঐক্য, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ আরও সুদৃঢ় হয় বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা। সামগ্রিকভাবে, হাঁড়ি বিষু উপলক্ষ্যে কিল্লা পিত্রাকামিতে শুরু হওয়া এই মহাপূজা ও মহোৎসবকে ঘিরে এলাকাজুড়ে আনন্দঘন, উৎসবমুখর ও ভক্তিময় পরিবেশ বিরাজ করছে। আগামী কয়েকদিন এই উসবকে কেন্দ্র করে জনসমাগম আরও বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।

## চুঁচুড়ায় দলের কর্মীদেরই ক্ষোভের মুখে পড়লেন তৃণমূল প্রার্থী

বনস্পতি দে, চুঁচুড়া,১৪ এপ্রিল ঃ চুঁচুড়ায় তীব্র গরমের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষায় থেকে শেষে মেজাজ হারালেন তৃণমূল কর্মীরা। মঙ্গলবার চুঁচুড়ার দেবানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে নিজ দলের কর্মীদেরই ক্ষোভের মুখে পড়লেন চুঁচুড়ার তৃণমূল প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্য। সূত্রের, মূলত সময়ের হেরফেরের কারণেই এই ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকালে দেবানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায. দেবাংশু যে প্রচার করবেন তা আগে থেকেই নির্ধারিত ছিল। দলীয় কর্মীদের প্রথমে জানানো হয়েছিল, সকাল ৮টার সময় এলাকায় আসবেন দেবাংশু। সেই অনুযায়ী বহু কর্মী-সমর্থক নির্দিষ্ট জায়গায় চলেও আসেন। পরে সেই সময় পরিবর্তন করে জানানো হয় প্রার্থী সকাল সাড়ে ৯টায় আসবেন। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের অনেক পরেও দেবাংশু এলাকায় না পৌঁছানোয় কর্মীদের মধ্যে অসন্তোষ দানা বাঁধতে শুরু করে।

## হাফলং কারাগারে শেখরজ্যোতি ও অমৃতপ্রভাকে জেরা তদন্ত কমিটির

হাফলং (অসম), ১৪ এপ্রিল (হি.স.) ঃ সিঙ্গাপুরে জুবিন গার্গের অস্বাভাবিক মৃত্যুতে অসমবাসীর মধ্যে এক আলো।নের সৃষ্টি করেছিল। জুবিন গার্গের অস্বাভাবিক মৃত্যু সংক্রান্ত মামলাটি শুনানির জন্য গুয়াহাটি হাইকোর্ট একটি ফাস্ট ট্র্যাক আদালত এবং বিচারপতি সুমিত্রা শইকিয়ার নেতৃত্বে একজনের তদন্ত কমিটি গঠন করে দিয়েছিল। একজনের তদন্ত কমিটি ডিমা হাসাও জেলার হাফলং উপ-কারাগারে আটক শেখরজ্যোতি গোস্বামী এবং অমৃতপ্রভা মহন্তকে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাচ্ছে। অভিযুক্ত শেখরজ্যোতি গোস্বামী এবং অমৃতপ্রভা মহন্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য রবিবার একজনের তদন্ত কমিটির সদস্য হাফলং আবর্ত ভবনে এসেছেন। একক তদন্ত কমিটির আইনজীবী পল্লবী কাকতি, ভাস্কর শর্মা (উভয়েই গুয়াহাটি হাইকোর্টের আইনজীবী), কামরূপ মেট্রো আদালতের অতিরিক্ত পাবলিক অ্যাডভোকেট সমুদ্রগুপ্ত দত্ত এবং অসম সচিবালয়ের স্টেনোগ্রাফার প্রিয়রঞ্জন সিং আজ সোমবার কড়া নিরাপত্তার মধ্যে হাফলং উপ-কারাগারে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চালান। কমিশনের চেয়ারপার্সন বিচারপতি সুমিত্রা শইকিযা. জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ভিডিওগ্রাফি সহ সবধরনের সুবিধা প্রদানের জন্য ডিমা হাসাও জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দিযেছেন। জিজ্ঞাসাবাদের সময. একজনের তদন্ত কমিটির সচিব অনুপ পাঠকও ছিলেন। আজ সোমবার থেকে শুরু হওয়া এই জিজ্ঞাসাবাদ ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত চলবে। তবে জিজ্ঞাসাবাদের সময.দুই অভিযুক্তকে কী প্রশ্ন করা হয়েছিল তা জানা যায়নি। উল্লেখ্য, জুবিন গার্গের অস্বাভাবিক মৃত্যুর পর দুই অভিযুক্ত শেখরজ্যোতি গোস্বামী এবং অমৃতপ্রভা মহন্তকে

## কানপুর সেন্ট্রাল ও কানপুর পুলের ব্রিজ নং ১১০-এ ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের জন্য মেগা ট্রাফিক ও পাওয়ার ব্লক

গোরখপুর, ১৪ এপ্রিল, ২০২৬ঃ রেল প্রশাসনের পক্ষ থেকে কানপুর সেন্ট্রাল ও কানপুর পুলের বাম তীরের মধ্যে অবস্থিত ব্রিজ নং ১১০-এ ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের জন্য মেগা ট্রাফিক ও পাওয়ার ব্লক দেওয়া হয়েছিল। এর ফলে পূর্বে যে ১১১০৯১১১১০ বিরাঙ্গনা লক্ষ্মীবাই জংশন-লখনউ জংশন-বিরাঙ্গনা লক্ষ্মীবাই জংশন এক্সপ্রেস ট্রেন বাতিল করা হয়েছিল, সেই ট্রেনের চলাচল পুনরায় চালু করা হয়েছে। পূর্বে ০২ এপ্রিল থেকে ১৩ মে ২০২৬ পর্যন্ত বাতিল ঘোষিত ১১১০৯ বিরাঙ্গনা লক্ষ্মীবাই জংশন-লখনউ জংশন এক্সপ্রেস এখন ১৪ এপ্রিল থেকে ১৩ মে ২০২৬ পর্যন্ত চলবে। তবে এই ট্রেনটি লখনউ জংশনের পরিবর্তে গোবিন্দপুরী স্টেশনে সকাল ১০.১০-এ যাত্রা শেষ করবে। অর্থা, গোবিন্দপুরী থেকে লখনউ জংশনের মধ্যে ট্রেনটি বাতিল থাকবে।

## গ্রীষ্মকালে যাত্রীদের অতিরিক্ত সুবিধার জন্য রেল প্রশাসনের গ্রীষ্মকালীন সাপ্তাহিক বিশেষ ট্রেন

গোরখপুর, ১৪ এপ্রিল, ২০২৬.গ্রীষ্মকালে যাত্রীদের অতিরিক্ত সুবিধার জন্য রেল প্রশাসনের পক্ষ থেকে ০৫০৫৬০৫০৫৫ গোরখপুর-আলিপুরদুয়ার-গোরখপুর গ্রীষ্মকালীন সাপ্তাহিক বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ট্রেনটি গোরখপুর থেকে ১৮, ২৫ এপ্রিল এবং ০২ মে, ২০২৬ (শনিবার) এবং আলিপুরদুয়ার থেকে ১৯, ২৬ এপ্রিল ও ০৩ মে, ২০২৬ (রবিবার) মোট ৩টি ফেরা চালানো হবে।০৫০৫৬ গোরখপুর-আলিপুরদুয়ার গ্রীষ্মকালীন সাপ্তাহিক বিশেষ ট্রেন ১৮, ২৫ এপ্রিল এবং ০২ মে, ২০২৬ (শনিবার) গোরখপুর থেকে সকাল ১০টা ০৫ মিনিটে ছাড়বে। এরপর যথাক্রমে রামকোলা ১১০২, পদরৌনা ১১৩৪, তমকুহি রোড ১২.১০, থাওযে.১৩.০৫, সিওযান ১৩.৫৫, ছপরা ১৪.৫৫, সোনপুর ১৬.১০, হাজিপুর ১৬.২৫, শাহপুর পাটোড়ি ১৭.১২, বরৌনি ১৯.১৫, বেগুসরাই ১৯.৫৭, কাটিহার ২৩৩০, বারসোই ২৩৫৮ এবং পরের দিন কিশনগঞ্জ ০০৫০, আলুযাবাড়ি রোড ০১.৩৫, নিউ জলপাইগুড়ি ০২.৪৫, শিলিগুড়ি ০৩.১৭, নিউ মাল জংশন ০৪.২৫, বিন্নাগুড়ি ০৫.১২, হাসিমারা ০৫.৫৫ স্টেশন অতিক্রম করে সকাল ০৭.৩০-এ আলিপুরদু?ার পৌঁছাবে। ফেরার পথে ০৫০৫৫ আলিপুরদুয়ার-গোরখপুর গ্রীষ্মকালীন সাপ্তাহিক বিশেষ ট্রেন ১৯, ২৬ এপ্রিল এবং ০৩ মে, ২০২৬ (রবিবার) আলিপুরদুয়ার থেকে সকাল ১০.০০-এ ছাড়বে। এরপর হাসিমারা ১০.৫০, বিন্নাগুড়ি ১১.৪২, নিউ মাল জংশন ১২৪৫, শিলিগুড়ি ১৪২০, নিউ জলপাইগুড়ি ১৫১০, আলুযাবাড়ি রোড ১৫৫৪, কিশনগঞ্জ ১৬.২২, বারসোই ১৭.২২, কাটিহার ১৯.৩০, বেগুসরাই ২২.৪৭, বরৌনি ২৩.২০ এবং পরের দিন শাহপুর পাটোড়ি ০০.১৭, হাজিপুর ০২০৫, সোনপুর ০২.১৭, ছপরা ০৪.০০, সিওযান ০৪.৫৫, থাওযে.০৫.৪০, তমকুহি রোড ০৬.১২, পদরৌনা ০৬.৫৭, রামকোলা ০৭.২২, ০৮.০২ স্টেশন অতিক্রম করে সকাল ০৯.০০-এ গোরখপুর পৌঁছাবে। এই বিশেষ ট্রেনে মোট ২২টি কোচ থাকবে। এর মধ্যে থাকবে ১টি জেনারেটর-সহ লাগেজ ভ্যান, ১টি এলএসএলআরডি কোচ, ৪টি সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণির কোচ, ৪টি শয়নযান (স্লিপার) কোচ, ৯টি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত তৃতীয় শ্রেণির কোচ, ২টি শীতাতপ নিযন্ত্রিত দ্বিতীয.শ্রেণির কোচ এবং ১টি শীতাতপ নিযন্ত্রিত প্রথম শ্রেণির কোচ।


**NAME CHANGE**

I, Nur Alam Bagani (Old Name) S/o Adud Ali Bagani Residing at Dakshin Kumrakhali, District - South 24 Parganas, Pin - 700103, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Noor Alam Bagani (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 10-04-2026. Nur Alam Bagani (Old Name) and Noor Alam Bagani (New Name) both are same and one identical person.

**NAME CHANGE**

I, Sushil Kumar Majumder (Old Name) S/o Satish Majumder Residing at Dihimedan Molla, Dehimedan Malia, District - South 24 Parganas, Pin - 700145, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Sushil Majumder (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 13-04-2026. Sushil Kumar Majumder (Old Name) and Sushil Majumder (New Name) both are same and one identical person.

**NAME CHANGE**

I, Ajit Banerjee (Old Name), S/o Kanai Banerjee, residing at 21, Mahadeb Ghoshal Road, Ariadaha, District – North 24 Parganas, PIN – 700057, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Ajit Kumar Banerjee (New Name), as declared before the Notary Public, Kolkata, vide affidavit no 10 dated 10-04-2026.Ajit Banerjee (Old Name) and Ajit Kumar Banerjee (New Name) both are same and one identical person

**NAME CHANGE**

I, Buddhishwar Ghosh S/o Late Jiten Ghosh Residing at Ulashi, Madhyapara, District - Nadia, Pin- 741502, West, Bengal India, that my deceased father who previously known as Jiten, Jirendra Nath Ghosh (Old Name) shall henceforth be known as Jiten Ghosh (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit no 84/2026 Dated 13-04-2026. I declare that my deceased father Jiten, Jirendra Nath Ghosh (Old Name) and Jiten Ghosh (New Name) is same and one identical person.

**NAME CHANGE**

I, Buddheshwar Ghosh (Old Name) S/o Late Jiten Ghosh Residing at Ulashi, Madhyapara, District - Nadia, Pin - 741502, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Buddhishwar Ghosh (New Name) as declared before the Notary public kolkata vide affidavit no 85/2026 Dated 13-04-2026. Buddheshwar Ghosh (Old Name) and Buddhishwar Ghosh (New Name) both are same and one identical person.

**NAME CHANGE**

I, Ajhar Mallik (Old Name) S/o Asraf Mallik Residing at Pakhiura Purbapara, P.o - Kumari Ramnagar, P.s - Hanskhali, District - Nadia, Pin - 741502, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Ajahar Mallik (New Name) as declared before the Notary public kolkata vide affidavit no 86/2026 Dated 13-04-2026. Ajhar Mallik (Old Name) and Ajahar Mallik (New Name) both are same and one identical person.

**NAME CHANGE**

I, Md Maijul Islam (Old Name) S/O–Basar Sekh resident of Vill-Danghara , Po-Kusmore , Ps-Paikar , Dist-Birbhum , West Bengal, Pin-731238 do hereby declared that I have changed my name from Md Maijul Islam to Maijul Sekh and henceforth I shall be known as Maijul Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 10/04/2026. My name Maijul Sekh & Md Maijul Islam both are same and one identical person.

**NAME CHANGE**

I, Md Bashar Sk (Old Name) S/O–Shish Mohammad resident of Vill-Danghara , Po-Kusmore , Ps-Paikar , Dist-Birbhum , West Bengal, Pin-731238 do hereby declared that I have changed my name from Md Bashar Sk to Basar Sekh and henceforth I shall be known as Basar Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 10/04/2026. My name Basar Sekh & Md Bashar Sk both are same and one identical person.

**NAME CHANGE**

I, Abdul Aziz (Old Name) S/O–Rofik Sekh resident of Sasanghat Road , Raghunathganj , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742225 do hereby declared that I have changed my name from Abdul Aziz to Abdul Aziz Sekh and henceforth I shall be known as Abdul Aziz Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 10/04/2026. My name Abdul Aziz Sekh & Abdul Aziz both are same and one identical person.

**NAME CHANGE**

I,Husneara Begum (Old Name) W/o Shaikh Muktar Ali Residing at Sunrise Tow-ers, Tower-l, 2nd Floor, Flat-2F, 134B Be liaghata Road, Tangra, P.S. Narkeldanga, District - Kolkata, Pin-700015, West Ben-gal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Husneara Begam (New Narme) as declared the First Class Judicial Magistrate, Kolkata, via af-fidavit no 6585 Dated 10-03-2026. Hus-neara Begum (Old Name) and Husneara Begam (New Name) both are same and one identical person.

**NAME CHANGE**

I, Sk Muktar Ali (Old Name) S/o Shaikh Mo-hammed Sultan Residing at Sunrise Tow-ers, Tower-1, 2nd Floor, Flat-2F, 134B Beliaghata Road, Tangra, P.S. - Narkel-danga, District - Kolkata, Pin-700015, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Shaikh Muk-tar Ali (New Name) as declared before the First Class Judicial Magistrate, Kolkata, via affidavit no 6585 Dated 10-03-2026. Sk Muktar Ali (Old Name) and Shaikh Muktar Ali (New Name) both are same and one identical person.

**NAME CHANGE**

I, Ahsan Lamal Molla (old name) son of Abdul Halim Molla, residing at Vill: Jagyanagar, P.O- Bahiri, P.S – Bolpur, Birbhum - 731240, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Molla Ahsan Kamal (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, vide affidavit SL No. 26, dated 13/02/2026. Ahsan Lamal Molla (old name) and Molla Ahsan Kamal (new name) both are same and one identical person.

**NAME CHANGE**

I, Pronab Kumar Dey (old name) son of Late Kanti Lal Dey, residing at Vill: Boxibazar Dakshinpara, P.O – Midnapore, Dist: West Midnapore, Pin: 721101, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Pranab Kumar Dey (new name) as declared before the Notary Public City Civil Court at Kolkata, vide affidavit SL No. 20, dated 13/04/2026. Pronab Kumar Dey (old name) and Pranab Kumar Dey (new name) both are same and one identical person.

**NAME CHANGE**

I, Sayed Suraiya Khatun (Old name) W/o-Saiyad Hafiz Abdullah, Resident at, Vill-Karikar para, Po-Talibpur, Ps-Salar, Dist-Murshidabad, West Bengal, 742402. I have changed my name Sayed Suraiya Khatun to Saiyad Suraiya Khatun Alnur (New name) I shall be known as Saiyad Suraiya Khatun Alnur vide affidavit before the Notary at Berhampore on 14/04/2026 Saiyad Suraiya Khatun Alnur & Sayed Suraiya Khatun same and one identical person.

**NAME CHANGE**

I, Shampa Biswas Sarkar (old name) W/o- Subhash Chandra Biswas residing at Anandapally, Karimpur, Karimpur, Karimpur, Dist-Nadia, Pin-741152 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from SHAMPA BISWAS SARKAR to SHAMPA BISWAS and henceforth I shall be known as SHAMPA BISWAS (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 13/04/2026. SHAMPA BISWAS SARKAR (old name) and SHAMPA BISWAS (new name) both are same and one identical person.

**NAME CHANGE**

I, SUJAN HALDER S/o RABI HALDER Residing at Vill-Purana Bongaon, P.O.-Purana Bongaon, PS-Bongaon, Dist-North 24 Parganas, do hereby solemnly affirm and declare That in my Passport (Passport No. 27501866) inadvertantly therein my Place of Birth has been written as Canning, West Bengal in place of Vill-Purana Bongaon, PO-Purana Bongaon, PS-Bongaon, Dist North 24 Parganas. It will be Vill-Purana Bongaon, PO-Bongaon, P.S-Bongaon, Dist North 24 Parganas in place of Can-ning, West Bengal and in my Passport (Passport No. 27501866) inadvertantly therein my name and my father's name has been written as Sujan Halder S/O Robi Halder in place of Sujan Halder S/O Rabi Halder. That I declare that Sujan Halder S/o Rabi Halder and Sujan Halder S/o Robi Halder is one and same identical person having no difference vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate at Bongaon, North 24 Parganas dated 10.04.2026.

**নাম পরিবর্তন**

আমি TAPAN ADHIKARI, পিতা মৃত -Radha Krishna Adhikari, ঠিকানা -Manipur Ghat Road, Ward No-19, Nabadwip Municipality, পোস্টথানা - Nabadwip, জেলা -Nadia,W.B,পিন-৭৪১৩০২, আমার স্ত্রী মৃত -ARCHANA ADHIKARI গত ০৩.১০.১৯৯৪ তাং একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দেয় যার নাম PUJA ADHIKARI এবং তার জন্ম তারিখ(০৩.১০.১৯৯৪)তার আধার কার্ড নং-XXXX XXXX ৫৬১৬ তে ও ভোটার কার্ড নং-UFQ1731918 তে উল্লেখ আছে এবং এটাই সঠিক এছাড়া আমার কন্যার জন্ম তারিখ দেখানোর মতো কোনো প্রমাণ আমার কাছে নেই পরবর্তীতে আমার কন্যার সঙ্গে NARAYAN KARMAKAR এর বিবাহ হয় এবং আমার কন্যা PUJA KARMAKAR স্বামী - NARAYAN KARMAKAR নামে পরিচিত হয়। গত ১৩.০৪.২৬ তাং প্রথমশ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, নবদ্বীপ নদীয়া, এর এফিডেভিডে আমার কন্যা PUJA ADHIKARI পিতা - TAPAN ADHIKARI ও PUJA KARMAKAR স্বামী- NARAYAN KARMAKAR একই ব্যক্তি হলো।

**NAME CHANGE**

I, Abul Kalam Mondal (Old Name) S/o Moslem Mondal Residing at Vill - Meherpur, P.o - Madiahat, P.s - Gopalnagar, District - North 24 Parganas, Pin - 743262, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Abul Kalam Mandal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 13-04-2026. Abul Kalam Mondal (Old Name) and Abul Kalam Mandal (New Name) both are same and one identical person.

**NAME CHANGE**

I, Joy Dev Majilya (Old Name) S/o Narayan Chandra Majilya Residing at Vill - Palsa, P.o - Hatgobindapur, P.s - Memari, District - Purba Bardhaman, Pin - 713407, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Joydeb Majilya (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 13-04-2026. Joy Dev Majilya (Old Name) and Joydeb Majilya (New Name) both are same and one identical person.

**NAME CHANGE**

I, Debashree Majilya (Old Name) W/o Debraj Majilya Residing at Vill - Palsa, P.o - Hatgobindapur, P.s - Memari, District - Purba Bardhaman, Pin - 713407, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Debasree Majilya (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 13-04-2026. Debashree Majilya (Old Name) and Debasree Majilya (New Name) both are same and one identical person.

# বছর শেষে গাজন উৎসবে মেতে উঠেছে জেলাবাসী, এগরার মহাবিশ্রায় ভক্তদের উপচে পড়া ভিড়

নিজস্ব প্রতিনিধি, এগরা, ১৪ এপ্রিল ঃ বাঙালির বারো মাসে

তেরো পার্বণ। আর এই তেরো পার্বণের মধ্যে অন্যতম বাংলা বছর শেষের গাজন উৎসব। সারা রাজ্যের পাশাপাশি গাজন উৎসবের মেতে উঠেছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলাও। এগরা মহাবিশ্রা গ্রামের শতাধিক বছরের প্রাচীন গাজন উৎসব। এই গাজন উৎসবকে কেন্দ্র করে প্রতি বছরই এখানে বসে দশ দিনব্যাপী এক বিশাল মেলা। ভক্তদের ভিড়ে মুখরিত হয়ে ওঠে গোটা গ্রাম। দূরদূরান্ত থেকে ভিড় জমান ভক্তরা। চৈত্র সংক্রান্তি থেকে শুরু হয় এই গাজন উৎসব। তবে আজকের এই জাঁকজমকপূর্ণ গাজনের পিছনে রয়েছে এক প্রাচীন ইতিহাস। গ্রামবাসীদের মতে, মহাবিশ্রা গ্রামের পার্শ্ববর্তী পুরুষোত্তমপুর গ্রামেই প্রথম প্রতিষ্ঠিত ছিলেন মহাদেব। বহু প্রজন্ম আগে সেই গ্রামের মানুষ কোনও এক অজ্ঞাত কারণে মহাদেবের সেবা ঠিকমতো করতে পারেননি। ফলে বাধ্য হয়েই তারা মহাদেব জীউকে পুরুষোত্তমপুর খালে বিসর্জন দেন। সেই সময় থেকেই শুরু হয় এই গ্রামে মহাদেব জীউর সেবা। কথিত আছে, খালের জলের স্রোতে ভেসে মহাদেব জীউ ধীরে ধীরে এসে পৌঁছান মহাবিশ্রা গ্রামে। একদিন স্থানীয় বাসিন্দারা খালে মাছ ধরার জন্য জাল ফেলতে গিয়ে সেই মহাদেবের বিগ্রহ উদ্ধার করেন। এরপর থেকেই মহাবিশ্রা গ্রামেই শুরু হয় মহাদেব জীউর নিয়মিত সেবা ও পুজো। সেই ঘটনার স্মৃতিকে কেন্দ্র করেই প্রতি বছর চৈত্র সংক্রান্তির সময় এখানে আয়োজিত হয় গাজন উৎসব। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই উৎসব আরও জমজমাট হয়ে উঠেছে। বর্তমানে এই গাজন উৎসবকে কেন্দ্র করে ১০ দিন ধরে চলে নানা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচি। প্রতিদিন সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয় ভক্তিমূলক গান, কীর্তন, পালাগান এবং স্থানীয় শিল্পীদের পরিবেশনা। মেলায় বসে নানা ধরনের দোকান, খেলনা, খাবার এবং গ্রামীণ হস্তশিল্পের সম্ভার। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত ছাড়াও দূরদূরান্ত থেকে ভক্তরা এখানে ভিড় জমান। বছরের শেষ দিনে এই গাজন উৎসব যেন মিলনমেলায় পরিণত হয়, যেখানে ধর্ম, সংস্কৃতি এবং আনন্দ একসঙ্গে মিশে যায়।

# নির্বাচনকে সামনে রেখে বাঁকুড়া জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংবাদিক বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ১৪ এপ্রিল ঃ বিধানসভা নির্বাচন আসন্ন, নির্বাচনকে সামনে রেখে বাঁকুড়া জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংবাদিক বৈঠক। এই বৈঠকে উঠে এল ছয়টি 'দাওয়াই'! বাঁকুড়া জেলাশাসক অনীশ দাশগুপ্ত, পুলিশ সুপার সৌম্যদীপ ভট্টাচার্য এবং সেন্টাল আর্মড পুলিশ ফোর্স (CAPF)-এর জেলা সমন্বয়কারী উপস্থিত ছিলেন এই বৈঠকে। নির্বাচন প্রক্রিয়াকে শান্তিপূর্ণ এবং সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার লক্ষ্যে প্রশাসনের প্রস্তুতির কথা তুলে ধরা হয়। জেলাশাসক অনীশ দাশগুপ্ত জানিয়েছেন, প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্পষ্ট বার্তা, নির্বাচনকে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ নিরপেক্ষ রাখাই এখন মূল লক্ষ্য। সেই উদ্দেশ্যে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা জারি করেছে বাঁকুড়া প্রশাসন, যাতে ভোটাররা নির্ভয় তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারে। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়, নির্বাচন হবে সম্পূর্ণ ভয়মুক্ত, হিংসামুক্ত এবং ভীতি প্রদর্শনমুক্ত। ভোটারদের উপর কোনওরকম চাপ সৃষ্টি বা প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা বরদাস্ত করা হবে না। পাশাপাশি প্রলোভন দেখিয়ে ভোট প্রভাবিত করার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধেও কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এছাড়াও 'ছাপ্পা ভোট', বুথ জ্যামিং বা ভোটারদের ভোটদানে বাধা সৃষ্টি করার মতো বেআইনি কার্যকলাপ সম্পূর্ণরূপে রুখে দেওয়ার জন্য প্রশাসন প্রস্তুত। নির্বাচনী এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে। সরকারি কর্মী, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা, স্বশাসিত সংস্থা বা স্থানীয়

সংস্থার কোনও কর্মী যেন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে না পড়েন, সে বিষয়েও কঠোর সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে। এই ধরনের কোনও অভিযোগ পাওয়া গেলে দ্রুত তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানানো হয়। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, বাঁকুড়ার প্রতিটি ভোটার যাতে সম্পূর্ণ নিরাপদ পরিবেশে এবং কোনও ভয় ছাড়াই তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন, সেই ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে। প্রশাসনের এই দৃঢ় অবস্থান নির্বাচনী পরিবেশকে আরও সুসংহত করবে বলে মনে করা হচ্ছে।

নেটওয়ার্ক সমস্যার কারণে নির্বাচনের সময় এই বুথগুলিতে ওয়েব কাস্টিং নাও হতে পারে

# রাজ্যের মধ্যে বিকল্প বুথ হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল বক্সা পাহাড়ের বুথগুলিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুরদুয়ার, ১৪ এপ্রিল ঃ রাজ্যের মধ্যে বিকল্প বুথ হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল বক্সা পাহাড়ের বুথগুলিতে। নেটওয়ার্ক সমস্যার

কারণে নির্বাচনের সময় এই বুথগুলিতে ওয়েব কাস্টিং নাও হতে পারে। এমনই খবর জানা যাচ্ছে আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসন সূত্রে। এই এলাকাতে নেটওয়ার্ক সমস্যার বিষয়টি জানানো হয়েছে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে। এই নেটওয়ার্ক সমস্যা সমাধান করার লক্ষ্য স্থির রয়েছে বলে জানাল আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসন। নির্বিঘ্নে নির্বাচন করার লক্ষ্যে আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসন গ্রহণ করেছে নানান উদ্যোগ। সম্প্রতি আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসনিক ভবন ডুয়ার্স কন্যায় এক বৈঠকের আয়োজন করেন আলিপুরদুয়ার জেলাশাসক ময়ূরী বাসু। সঙ্গে ছিলেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর প্রধান এবং আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশ সুপার অমিত কুমার সাউ। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ময়ূরী বাসু জানান, সুষ্ঠু নির্বাচন করার লক্ষ্যে সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বনবস্তি রয়েছে এমন এলাকায় বন দফতরের সঙ্গে কথা বলে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। ভোট কর্মীদের সেখানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা চূড়ান্ত ভাবে নেওয়া হয়েছে। তিনি আরও জানান, যে বুথগুলিতে নেটওয়ার্কের সমস্যা রয়েছে সেই বুথ গুলিতে যাতে ওয়েব কাস্টিং ঠিকঠাক মতো করা যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হচ্ছে। নেটওয়ার্ক কোম্পানিগুলির সঙ্গে এই বিষয়ে বৈঠক করা হচ্ছে। প্রত্যন্ত এলাকার নেটওয়ার্ক সমস্যা সম্পর্কে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে জানানো হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী, প্রতিটি বুথে হতে হবে ওয়েব কাস্টিং। যদি কোন বুথে ওয়েব কাস্টিং বন্ধ হয়ে যায় সেই বুথে পুনরায় নির্বাচন হবে বলে জানা গেছে। প্রশ্ন উঠছে বক্সার বুথগুলিতে তবে কি ওয়েব কাস্টিং ছাড়াই ভোট সম্পন্ন হবে? বক্সা পাহাড়ে ভোটগ্রহণ হয় তিনটি বুথে। বক্সা দুর্গ, চুনাভাটি ও আদমা এই তিনটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোটকর্মীদের পৌঁছে যেতে হয় নির্বাচনের আগের দিন। এই তিনটি বুথ মিলিয়ে মোট ভোটদাতার সংখ্যা দুই হাজার। এই বুথ তিনটির অবস্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ২৭০০ ফুট উচ্চতায়। এই বুথগুলিতে পৌঁছাতে হলে আঁকাবাঁকা পাহাড়ি পাকদণ্ডী বেয়ে পায়ে হেঁটে ওঠা ছাড়া, দ্বিতীয় কোনও বিকল্প নেই। সান্তলাবাড়ির জিরো পয়েন্ট পর্যন্ত গাড়ি যায়। তারপরে হেঁটে যেতে হয় ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলিতে। বক্সা দুর্গে পৌঁছতে পায়ে হেঁটে ছয় কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে হয়। বাকি আদমা এবং চুনাভাটিতে পৌঁছতে গেলে হাঁটতে হয় কমপক্ষে দশ কিলোমিটারেরও বেশি দুর্গম পথে। এই দুর্গম এলাকায় নেটওয়ার্ক নেই বললেই চলে। নেটওয়ার্ক পেতে পাহাড়ের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ঘুরে বেড়াতে হয় এলাকার বাসিন্দাদের। সেখানে ওয়েব কাস্টিং কী করে সম্ভব হবে? তা নিয়ে চিন্তিত জেলা প্রশাসন।

# শিয়ালদহ ডিভিশন কর্তৃক অননুমোদিত হকারদের বিরুদ্ধে ব্যাপক সচেতনতা অভিযান শুরু

কলকাতা, ১৪ এপ্রিল ঃ যাত্রীদের নিরাপত্তা, পরিচ্ছন্নতা এবং স্টেশন চত্বরের ভিড় কমাতে এক সক্রিয় পদক্ষেপ হিসেবে, পূর্ব রেলের শিয়ালদহ ডিভিশন অননুমোদিত হকারদের বিরুদ্ধে একটি ব্যাপক সচেতনতা অভিযান শুরু করেছে। এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হলো, লাইসেন্সবিহীন হকারদের কাছ থেকে খাবার ও পরিষেবা কেনার সাথে জড়িত ঝুঁকিগুলো সম্পর্কে যাত্রীদের সচেতন করা এবং যাত্রী চলাচলে বাধা সৃষ্টিকারী অবৈধ দখলদারিত্বকে নিরুৎসাহিত করা। এই প্রচার অভিযানের অংশ হিসেবে, শিয়ালদহ ডিভিশন প্রতিদিন যাতায়াতকারী হাজার হাজার যাত্রীর

কাছে পৌঁছাতে অত্যন্ত দৃশ্যমান ও কার্যকর প্রচার মাধ্যমগুলো ব্যবহার করছে। বুকিং কাউন্টার, কনকোর্স এলাকা এবং সমস্ত প্রধান প্রবেশ ও প্রস্থান গেটসহ- যেসব স্থানে যাত্রীদের আনাগোনা সর্বাধিক, সেখানে সচেতনতামূলক স্টিকারগুলো স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করা হচ্ছে। এই অভিযানটি ডিভিশনের আওতাধীন সমস্ত প্রধান স্টেশনে একই সময়ে একযোগে পরিচালিত হচ্ছে। শিয়ালদহ ডিভিশন জোর দিয়ে জানিয়েছে যে, অননুমোদিত হকারি কেবল রেল ব্যবস্থার পরিচ্ছন্নতার মানকেই ক্ষুণ্ণ করে না, বরং এটি নিরাপত্তার জন্যও ঝুঁকি তৈরি করে এবং ব্যস্ততম সময়ে যাত্রীদের নির্বিঘ্ন চলাচলে বাধা সৃষ্টি করে।

# বাজারে নেই টাটকা ইলিশ, হিমঘরের শস্যাই ভরসা এই নববর্ষে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ এপ্রিল ঃ বাজারে নেই টাটকা ইলিশ। ফলে হিমঘরের ইলিশ ভরসা এই নববর্ষে। আপামর বাঙালির পাতে সেই ইলিশ আসবে এবছর। এই নিয়ে নগেন্দ্রবাজার আড়তের এক সদস্য জানিয়েছেন, ইলিশ আসছেনা একেবারেই। তার উপর পয়লা বৈশাখের পর থেকেই বন্ধ হয়ে যাবে বাজার। ফলে আগেই মাছ কিনতে হবে। হিমঘরের মাছ পাওয়া যাবে। উল্লেখ্য এই বাজার থেকে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ইলিশ পাঠানো হয়। এই বছর ইলিশের দাম কিছুটা বেশি থাকতে পারে। প্রায় দেড় থেকে ২ কেজি ওজনের বড় ইলিশের দাম প্রায় ২৫০০ টাকা পর্যন্ত হতে পারে। এছাড়া ১ কেজি ১০০ গ্রাম ওজনের ইলিশের দাম প্রায় ১৮০০ টাকা এবং ৯০০ থেকে ৯৫০ গ্রাম ওজনের মাছের দাম প্রায় ১৬০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। ছোট সাইজের ইলিশ বাজারভেদে ১৫০০ টাকায় বিক্রি হতে পারে। ব্যবসায়ীদের মতে, বড় আকারের ইলিশের চাহিদা আন্তর্জাতিক বাজারে বেশি থাকায় তার দাম তুলনামূলক বেশি। এই বছর নববর্ষে সাধারণ মানুষও তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী ইলিশ কিনতে পারবেন। সবমিলিয়ে, দাম কিছুটা বেশি হলেও নববর্ষে বাঙালির পাতে পান্তা-ইলিশের ঐতিহ্য বজায় থাকবে বলেই মনে করছেন ব্যবসায়ীরা।

# গাঁদা ফুল চাষে উৎসাহ দেখাচ্ছেন চাষীরা, গ্রীষ্ম-বর্ষাতেও জমিতে শোভা পাচ্ছে হলুদ ও কমলা ফুল

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ দিনাজপুর, ১৪ এপ্রিল ঃ ধান থেকে পাট, আলু থেকে সবজি। গতানুগতিক চাষবাস থেকে বেরিয়ে এসে বিকল্প হিসাবে এবার ফুল চাষে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার চাষীরা। গাঁদা ফুলের সুবাসে লাভের মুখ দেখছেন জেলার কৃষকরা। বিঘার পর বিঘা জমিতে শোভা পাচ্ছে হলুদ ও কমলা গাঁদা ফুল। একসময় কেবল শীতকাল ছিল গাঁদা চাষের উপযুক্ত মরশুম। কিন্তু এখন গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালেও বিশেষ জাতের গাঁদা চাষ করে মুনাফা অর্জন করছেন চাষীরা। স্থানীয় কৃষকদের মতে, মাত্র ১০-১২ কাঠা জমিতে ৫০০০ থেকে ৬০০০ টাকা বিনিয়োগ করে অনায়াসেই গাঁদা চাষ করে ৩০,০০০ থেকে ৪০,০০০ টাকা লাভ করা সম্ভব। বিশেষ করে উৎসবের মরশুম, বিয়ের লগ্ন এবং বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে গাঁদা ফুলের চাহিদা থাকে তুঙ্গে। যার ফলে ভাল দাম পাওয়া যায়। জেলার কৃষকরা আরও জানান, সবজি কিংবা রবিশস্য চাষে সময়ের পাশাপাশি খরচও অনেকটা বেশি লাগে। এছাড়াও সবজি চাষে ঘাটতির সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু গাঁদা চাষে পরিশ্রম ও খরচ - উভয়ই তুলনামূলক কম। চারা রোপণের মাত্র ৪৫ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ফুল তোলা শুরু হয়। একবার চারা লাগালে কয়েক মাস ধরে ফুল পাওয়া যায়। উদ্যানপালন দফতরের তরফে কৃষকদের উন্নতমানের চারা ও কারিগরি প্রশিক্ষণ দেওয়ার ফলে গাঁদা চাষের মান ও ফলন দু'টোই বেড়েছে। **গাঁদা গাছ পরিচর্যার সঠিক নিয়মঃ** সুনিষ্কাশিত উর্বর দো আঁশ মাটি গাঁদা চাষের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত। বীজের তুলনায় ডাল কলমের চারার মাধ্যমে চাষ করলে বেশি ফুল পাওয়া যায়। গাছের গোড়ায় জল যেন না জমে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। ভাল ফলনের জন্য ডগা ছেঁটে দেওয়া জরুরি। সঠিক সময়ে প্রয়োজনীয় কীটনাশক ও সার প্রয়োগ করতে হবে।

# রাহুল গান্ধীর নির্বাচনী জনসভাকে কেন্দ্র করে চরম বিশৃঙ্খলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ১৪ এপ্রিল ঃ মালদার চাঁচল কলম বাগানে রাহুল গান্ধীর নির্বাচনী জনসভাকে কেন্দ্র করে তৈরি হলো চরম বিশৃঙ্খলা। মঙ্গলবার লোকসভার বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধীকে একঝলক দেখতে মানুষের ঢল নামে সভাস্থলে। কিন্তু সেই জনজোয়ার সামলাতে হিমশিম খেতে হয় উদ্যোক্তাদের। মালদা ১২টি বিধানসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থীদের সমর্থনে এদিন চাঁচলের কলম বাগানে পৌঁছানোর কথা ছিল রাহুল গান্ধীর। তাঁর আগমনের বহু আগেই সভাস্থল কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায়। বিশৃঙ্খলা চরমে ওঠে যখন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত বসার জায়গায় হুড়মুড়িয়ে পুরুষরা ঢুকে পড়ে। সংরক্ষিত এলাকায় পুরুষদের অবাধ প্রবেশের ফলে সভায় আসা মহিলারা চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে শুরু করেন। ভিড়ের চাপে অনেক মহিলাকে এলাকা ছেড়ে বেরিয়ে যেতেও দেখা যায়। ব্যাপক জনজোয়ারের চাপে সভার শৃঙ্খলা বজায় রাখা পুলিশের পক্ষেও কঠিন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত, ভিড় সামাল দিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা চালাচ্ছে প্রশাসন ও দলীয় স্বেচ্ছাসেবীরা।

# বদলেছে চেনা ছবি, তরমুজ বিক্রি প্রায় তলানিতে ঠেকেছে জানাচ্ছেন ব্যবসায়ীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ১৪ এপ্রিল ঃ গরমের মরশুমে বাজারে তরমুজের কদর সাধারণত তুঙ্গে থাকে। কিন্তু চলতি বছর সেই চেনা ছবি বদলে গিয়ে বিপাকে পড়েছেন ফল ব্যবসায়ীরা। ফলের দোকানে থরে থরে রসালো তরমুজ সাজানো থাকলেও ক্রেতাদের আগ্রহ চোখে পড়ার মতো কম। ফলে বিক্রি প্রায় তলানিতে ঠেকেছে বলে জানাচ্ছেন পাইকারি ও খুচরো বিক্রেতারা। বাজার ঘুরে দেখা গেছে, তরমুজের সরবরাহে কোনও ঘাটতি নেই। তবুও ক্রেতাদের অনীহার কারণে বিক্রেতাদের কপালে চিন্তার ভাঁজ। বিক্রেতাদের মতে,

তরমুজ মূলত তীব্র গরমে স্বস্তি দেয়। কিন্তু এই বছর এখনও সেই মাত্রার গরম না পড়ায় চাহিদা কম। এক পাইকারি ব্যবসায়ীর কথায়, অন্যান্য বছর এই সময় প্রতিদিন ৭ থেকে ৮ কুইন্টাল তরমুজ বিক্রি হত। সপ্তাহে তিন থেকে চার গাড়ি মাল আসত। এখন সেখানে সপ্তাহে মাত্র একটি গাড়ি আসছে। তিনি আরও জানান, সাধারণত বেঙ্গালুরুর উৎকৃষ্ট মানের তরমুজের পাশাপাশি কোচবিহারের সাদা- সবুজ ডুরে খরমুজও বাজারে ভাল বিক্রি হয়। কিন্তু এই বছর কালো তরমুজই বিক্রি হচ্ছে না। ফলে অনেক তরমুজ নষ্ট হওয়ার মুখে পড়েছে, যা ব্যবসায়ীদের লোকসান বাড়াচ্ছে। তবে এই মন্দার বাজারে কিছুটা আশার আলো দেখাচ্ছে চৈত্র সংক্রান্তি ও গাজনের উৎসব। এই সময় সন্ন্যাসীরা ফলাহার করায় তরমুজের কিছুটা চাহিদা তৈরি হয়েছে। এর ফলে খুচরা ও পাইকারি ব্যবসায়ীরা সম্পূর্ণ ক্ষতির হাত থেকে কিছুটা রক্ষা পাচ্ছেন। ব্যবসাযীদের আশা, আগামী দিনে তাপমাত্রা আরও বাড়লে তরমুজের চাহিদা বাড়বে এবং বাজার আবার চাঙ্গা হয়ে উঠবে।

# হোম ভোটিং শুরু পুরুলিয়াতে, বাড়িতে বসেই ভোট দান করবেন ৫,৫৮৮ জন ভোটার

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ১৪ এপ্রিল ঃ নির্বাচনের নির্ঘণ্ট বাজতেই শুরু হয়েছে জোর কদমে প্রস্তুতি। তৎপর জেলা প্রশাসন। ভোটকর্মীদের প্রশিক্ষণ পর্ব শেষ হওয়ার আগেই হোম ভোটিং শুরু হল জেলা পুরুলিয়াতে। মঙ্গলবার থেকেই এই ভোট দান শুরু হয়। এই জেলায় এবার বাড়িতে বসেই ভোট দান করবেন ৫,৫৮৮ জন ভোটার। তাদের বয়স ৮৫ বছরের ঊর্ধ্বে। এর পাশাপাশি যারা বিশেষভাবে সক্ষম তাদের জন্যও হোম ভোটিং-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে নির্বাচন কমিশনের বিধি অনুসারে। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে যে ৫,৫৮৮ জন ভোটার হোম ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দান করবেন। তাদের মধ্যে ৪৯১০ জন ৮৫ বছরের উর্ধ্বে ও বিশেষভাবে সক্ষম ১৫৬৯ জন। এই ভোট প্রক্রিয়া চলবে ১৪ এপ্রিল থেকে ১৮ এপ্রিল পর্যন্ত। এই ভোটারদের কথা চিন্তা করেই এই উদ্যোগ নির্বাচন কমিশনের। এই বিষয়ে জেলাশাসক তথা নির্বাচন আধিকারিক সুধীর কোন্থাম বলেন, মঙ্গলবার থেকে প্রথম দফায় হোম ভোটিং শুরু হচ্ছে। নির্বাচন কমিশনের যে বিধি রয়েছে সেই বিধি অনুসারে বাড়িতে গিযে ভোট নেওয়া হবে ভোটারদের। যে-ভাবে বুথে ভোট হয়ে থাকে সেই একইভাবে হোম ভোটিং হবে। এই হোম ভোটিং এর ক্ষেত্রে পোলিং অফিসার থাকবেন দু'জন। থাকবেন একজন ভিডিওগ্রাফার, একজন মাইক্রো অবজারভার, একজন রাজ্য পুলিশ ও চারজন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান। পাশাপাশি থাকবেন বুথ লেভেলের অফিসার। সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করা প্রশাসনের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। সেই লক্ষ্যেই মঙ্গলবার থেকে পুরুলিয়া জেলায় শুরু হল হোম ভোটিং। কড়া নিরাপত্তার মাধ্যমে চলবে এই ভোট প্রক্রিয়া।

# পূর্বস্থলী দক্ষিণে উন্নয়নের ইস্তেহার প্রকাশঃ ১৮ দফা প্রতিশ্রুতি স্বপন দেবনাথের

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ১৪ এপ্রিল ঃ পূর্বস্থলী দক্ষিণ

বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী তথা বিদায়ী মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ মঙ্গলবার হেমাতপুর এলাকায় তার কার্যালয় থেকে ইস্তেহার প্রকাশ করলেন। পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভায় স্বপন দেবনাথ তার পরবর্তী উন্নয়নমূলক কাজের অঙ্গীকার তুলে ধরেন সংবাদ মাধ্যমের সামনে মঙ্গলবার। তিনি বলেন সমুদ্রগড়ে কিষাণ মান্ডিতে সবজি কোল্ড স্টোর নির্মাণ, পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের কলেজ নির্মাণ, নশরতপুরে ফায়ার ব্রিগেড স্থাপন, নসরতপুরে শ্মশান ঘাটে বৈদ্যুতিক চুল্লি সহ ১৮টি কাজের অঙ্গীকার তুলে ধরেন তিনি। পরবর্তী সময়ে বিগত দিনে বিধায়ক থাকা কালীন এলাকার মানুষদের জন্য তিনি কি কি উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন, তারও খতিয়ান তুলে ধরেন মঙ্গলবার, তিনি বলেন, কালনা এক নম্বর ব্লকের কাকুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মুড়াগাছাতে সরকারি ডিগ্রী কলেজ নির্মাণ, পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের শ্রীরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিদ্যানগরে আইটিআই কলেজ স্থাপন, সমুদ্রগড়ে নাদনঘাটে থানা স্থাপন, ধাত্রীগ্রামে পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপন, পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের শ্রীরামপুর এর তন্তুজের উদ্যোগে তাঁতশ্রী তাঁত হাটের নির্মাণ ও ইয়ান ব্যাংকের স্থাপন। পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের বকপুর অঞ্চলে দামোদরপাড়ায় অনাথ ও বৃদ্ধাশ্রম স্থাপন। জালুইডাঙ্গা, কিশোরীগঞ্জ, মনমোহনপুর, পিয়ারিনগর ও কালিনগরে জেটিঘাট নির্মাণসহ আরো অনেক কাজের খতিয়ান তুলে ধরেন তিনি। এদিন মঙ্গলবার তার এই কর্মসূচিতে হাজির ছিলেন অভিনেত্রী তথা কামারহাটি পৌরসভার কাউন্সিলার শ্রীতমা ভট্টাচার্য।

# মদ বিক্রিতে রাজ্যে সবথেকে বেশি রাজস্ব দিল পূর্ব মেদিনীপুর, আবগারি রিপোর্টে উঠে এসেছে তথ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব মেদিনীপুর, ১৪ এপ্রিল ঃ মদ বিক্রিতে রাজ্যে সবথেকে বেশি রাজস্ব দিল পূর্ব মেদিনীপুর। শেষ হয়েছে ২০২৫-২০২৬ অর্থবর্ষ আর সেই অর্থবর্ষের জেলায় মদ বিক্রির হিসাব এল। জেলায় আবগারি সেই রিপোর্টে উঠে এসেছে এই তথ্য। রাজ্যের সব জেলার থেকে রাজ্যের ভাঁড়ারে সব থেকে বেশি অর্থ তুলে পূর্ব মেদিনীপুর। পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় ২০২৫- ২৬ অর্থবর্ষে মদ বিক্রির লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছিল ২ হাজার কোটি টাকার। আর সেই লক্ষ্যমাত্রার ৯৫ শতাংশ পূরণ হয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় ওই অর্থবর্ষে জেলায় মদ বিক্রি হয়েছে প্রায় ১৮৯৮ কোটি টাকা, যা প্রায় লক্ষসীমার ৯৪.৮৪ শতাংশ পূরণ হয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় সারা বছরই মদ বিক্রি হার বেশি। অন্যতম কারণ হল জেলায় পর্যটন শিল্পের বিকাশ। পূর্ব মেদিনীপুরে দিঘা মন্দারমনি তাজপুর সমুদ্র কেন্দ্রিক পর্যটনের পাশাপাশি ঐতিহাসিক পর্যটন কেন্দ্রগুলি বিকাশিত হয়েছে। তার প্রভাবে সারা বছরই জেলায় পর্যটক আসছে। তাই সারা বছরই জেলায় মদ বিক্রির হার বেশি হচ্ছে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় প্রতিদিন গড়ে প্রায় ২৭৮ টির মতো অফ শপ, অন শপ ও বার খোলা থাকে। জেলায় প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৫ কোটি টাকারও বেশি মদ বিক্রি হয়। সবথেকে বেশি মদ বিক্রি হয় উৎসবের দিনগুলিতে ও পর্যটন মরশুমে। শেষ হওয়া অর্থবর্ষে মদ বিক্রি থেকে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা রাজ্যের রাজস্ব ভাঁড়ারে তুলে দিয়েছে ৬.৯৬ শতাংশ। শেষ হওয়া অর্থ বছরের মদ বিক্রি নিয়ে জেলার আবগারি সুপার মণীশ শর্মা বলেন, ২০২৫-২৬ অর্থ করছে আমাদের লক্ষ্য ছিল ২ হাজার কোটি টাকার মদ বিক্রি। আমরা সেই লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৯৫ শতাংশ পূরণ করেছি। আর সেই মতো রাজ্যের রাজস্ব ভাঁড়ারে তুলে দিয়েছি ৬.৯৭ শতাংশ। মার্চে নির্বাচন ঘোষণা হয়ে যাওয়ায় মদ বিক্রিতে কিছুটা ভাটা পড়েছে। জেলা আবগারি দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্তমানে রাজ্যজুড়ে বিধানসভা নির্বাচনের মডেল কোড অফ কন্টাক্ট চালু রয়েছে। যার ফলে মদ বিক্রির লক্ষ্যমাত্রা এখনও নেওয়া হয়নি। প্রতিবছর পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় পরিমাণ বাড়ছে। সেই বেশিও বজায় রেখে আগামীতে ২০২৬-২৭ অর্থ বর্ষের লক্ষ্যমাত্রা ২ হাজার কোটি ছাড়িয়ে যাবে বলে অনুমান।

**NIQ**
**O/o the Exe. Engineer Jhargram Electrical Division, PWDte.**

**WBPWD/EE/JED/NIQ04/ 2026-27**

Bid submission last date:
**16/04/2026 upto 12:00 PM**

For details follow **www.pwdwb.in** or visit the office.

## আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল ১) সাধনী কুজুর স্বামী- লক্ষন কুজুর সাং- হাসাইপুর, পোস্ট- বানিয়াল, থানা-তপন, পিন- ৭৩৩১২৭, জেলা-দক্ষিণ দিনাজপুর এর স্থায়ী বাসিন্দা। ইনি মানিক চন্দ্র ঘোষ, পিতা- স্বর্গীয় হরিপদ ঘোষ সাকিন- নারায়ানপুর, পোঃ+থানা- বালুরঘাট ইনার পক্ষে বিগত ইংরাজীর ০৭।০৭।২০১৭ তারিখে বালুরঘাট এ, ডি, এস, আর, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৪ নং বহির ৪৯ নং আমমোক্তার নামা দলিলে নিযুক্ত উক্ত ঠিকানা নিবাসী আমমোক্তার ও স্বয়ং শ্রী মনোজ কুমার ঘোষ পিতা- স্বর্গীয় হরিপদ ঘোষ এর নিকট হইতে বিগত ইংরাজীর ০৯।০৮।২০১৭ তারিখে বালুরঘাট ডি.এস.আর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৪৬০৩ নং বিক্রয় কোবালা দলিলমূলে অত্র জেলার তপন থানার এলাকাধীন ২৬৬ নং হাসাইপুর মৌজার ১৩২ নং খতিয়ানভুক্ত ১১৪০ ও ১০৪৮ নং দাগে মোট ১.৪৫ একর জমি ক্রয় করেন।
আমার উক্ত মক্কেল উক্ত খরিদাকৃত জমি মধ্যে তার প্রাপ্ত অংশ নিজ নামে রেকর্ড করিবার জন্য তপন B.L. & L.R.O অফিসে আবেদন করিয়াছেন যাহার কেস নং- MN/2026/1704/3040, তাং-২৫।০২।২০২৬, উক্ত আমমোক্তার নামা এবং মিউটেশান কেস-এর বিষয়ে কাহারো কোনোও আপত্তি বা অভিযোগ থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে Tapan B.L. & L.R.O অফিসে লিখিত আকারে অভিযোগ পত্র পেশ করিবার জন্য জানানো যাইতেছে। অন্যথায় আইন মোতাবেক উক্ত মিউটেশান কেসগুলির নিস্পত্তি করা হইবে।

সুকুমার সরকার
এ্যাডভোকেট
বালুরঘাট জেলা জজ কোর্ট

**HDFC BANK**
We understand your world

**রেজিস্টার্ড অফিসঃ** এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক হাউজ, সেনাপতি বাপেট মার্গ, লোয়ার প্যারেল (পশ্চিম), মুম্বই-৪০০০১৩ এবং এর অফিসের একটি হচ্ছে রিটেল পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট, এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড, প্রথম তল, আই-থিঙ্ক টেকনো ক্যাম্পাস, কানজুরমার্গ (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০৪২

## এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেডের কাছে বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয়ের ইঙ্গিত এবং প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি

এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেড-এর (''ব্যাংক'') নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, ঋণ/সিকিউরিটির বিপরীতে ওভারড্রাফট প্রকৃতির ঋণ সুবিধা গ্রহণের লক্ষ্যে ব্যাংকের নিকট বন্ধককৃত সিকিউরিটিসমূহ বিক্রয় করা হচ্ছে।
ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা সম্মত ঋণ / সুবিধা সংক্রান্ত শর্তাবলী অনুযায়ী বকেয়া পাওনা পরিশোধে ক্রমাগত ব্যর্থতার কারণে, নিম্নোক্ত ঋণ হিসাবসমূহকে NPA বা অনুপাদনশীল সম্পদ হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। ব্যাংক এই ঋণগ্রহীতাদের প্রতি ঋণ প্রত্যাহারের নোটিশ জারি করেছে-যার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে নিম্নোক্ত তারিখে প্রদত্ত চূড়ান্ত বিক্রয় নোটিশ উক্ত নোটিশের মাধ্যমে ব্যাংক বন্ধককৃত সম্পদের ওপর তার অধিকার প্রয়োগ করেছে এবং ঋণগ্রহীতাদের নিম্নোক্ত হিসাবসমূহের সম্পূর্ণ বকেয়া পাওনা পরিশোধের জন্য ৭ দিনের সময় প্রদান করেছে। এই সময়ের মধ্যে পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ হলে, ব্যাংক এ বিষয়ে আর কোনো নোটিশ জারি না করেই বন্ধককৃত জামানতসমূহ বিক্রয় করার পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করবে।
ঋণগ্রহীতারা যথাসময়ে পাওনা পরিশোধের বিষয়টি অবহেলা করেছেন এবং তাতে ব্যর্থ হয়েছেন এমতাবস্থায়, ঋণচুক্তি অনুযায়ী বন্ধকগ্রহীতা হিসেবে প্রাপ্ত অধিকার প্রয়োগ করে, ব্যাংক ঋণগ্রহীতাদের নিকট থেকে ব্যাংকের প্রাপ্য বকেয়া অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে ২২ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে বা তার পরে উক্ত জামানতসমূহ বিক্রয় / নিস্পত্তি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ঋণগ্রহীতাদের এতদ্বারা অবহিত করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন 'ভারতীয় চুক্তি আইন, ১৮৭২'-এর ১৭৬ ধারার বিধানাবলি প্রতিপালন সাপেক্ষে এই বিজ্ঞপ্তিটিকে একটি 'বিক্রয় নোটিশ' হিসেবে গণ্য করেন। ঋণগ্রহীতাদের আরও অবহিত করা হচ্ছে যে, যদি কোনো সময়ে শেয়ার বাজারের অস্থিরতার কারণে বন্ধককৃত জামানতের মূল্য আরও হ্রাস পায় এবং তার ফলে 'মার্জিন রিকোয়ারমেন্ট' বা প্রয়োজনীয় জামানত-অনুপাতে কোনো ঘাটতি সৃষ্টি হয়, তবে ব্যাংক নিজস্ব বিবেচনামতে এ বিষয়ে আর কোনো নোটিশ জারি না করেই এক (১) ক্যালেন্ডার দিনের মধ্যে উক্ত বন্ধককৃত জামানত বিক্রয় করে দিতে পারবে। বন্ধককৃত জামানত বিক্রয়লব্ধ অর্থ সমন্বয় করার পরেও যদি ঋণের কোনো বকেয়া অংশ অবশিষ্ট থাকে, তবে সেই অবশিষ্ট পাওনা পরিশোধের দায়ভার সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ)-কেই বহন করতে হবে।

| ক্রম নং. | লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর | ঋণগ্রহীতার নাম | ১২ এপ্রিল ২০২৬ পর্যন্ত বকেয়া অর্থের পরিমাণ | বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির তারিখ |
|---|---|---|---|---|
| ১ | XXXXXXXXXX৭৮৯৫ | মনীশ জোশি | ৩,৮৫১.৮৬ | ১৩-০৪-২০২৬ |
| ২ | XXXXXXXXXX১২৪০ | প্রসেনজিত সাহা | ১,৪৫,৮৯৫.০০ | ২০-০৪-২০২৬ |
| ৩ | XXXXXXXXXX৯৮৪৬ | আয়ুষ ভালোটিয়া | ২,০২৯.০০ | ১৩-০৪-২০২৬ |
| ৪ | XXXXXXXXXX৬৯৫৫ | দেবব্রত মুখার্জী | ৩,১২,০৩০.১০ | ১৩-০৪-২০২৬ |
| ৫ | XXXXXXXXXX৯১৩০ | শোভন রায় | ১,১৪,০৮৩.৮২ | ১৩-০৪-২০২৬ |

তারিখঃ ১৫.০৪.২০২৬
স্থানঃ পশ্চিমবঙ্গ

স্বা/-
এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড

## Format C-1

(for candidate to publish in Newpapers, TV)
Declaration about criminal cases
[(As per the judgment dated 25th September, 2018 of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors, Vs. Union of India & Anr.)]
Name and address of candidate : **Hemanta Bag, Vill. - Arandi, P.O. - Arandi,P.S. – Arambagh , Dist. - Hooghly W.B. , Pin code : - 712413.**
Name of Political Party : (Independent candidates should write "Independent" here) **Bharatiya Janata Party.**
Name of Election : **W.B. Legisletive Assembly, 2026.**
*Name of Constituency : **200 Arambagh (S.C)**
I, **Hemanta Bag** a candidate for the above mentioned election, declare for public information the following details about my criminal antecedents :

(A) Pending Crimital Cases

| Sl. No. | Name of Court | Case No. and dated | Status of case(s) | Section(s) of Acts concerned and brief description of offence(s) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **Ld. Addl. Magistrate Court, Arambagh, Hooghly** | **G.R-378/21 Arambagh P.S. Case No. 120 dt. 07.04.2021. Dist – Hooghly GR - 458/21** | Pending | **Under Section- 341,323, 354,504,506,34 I.P.C Political** |

**(B) Details about case of conviction for criminal offences**

| Sl. No. | Name of Court & date(s) of order(s) | Description of offence(s) & punishment imposed | Maximum Punishment Imposed |
|---|---|---|---|
| 1 | **Not applicable** | **Not applicable** | **Not applicable** |
| 2 | **Not applicable** | **Not applicable** | **Not applicable** |
| 3 | **Not applicable** | **Not applicable** | **Not applicable** |

In the case of election to council of States or election to Legislative Council by MLAs, mention the election concerned in place of name of Constituency.

## Format C-2

**(for political party to publish in website, Newpapers,TV)**
**Declaration about criminal antecedents of candidates set up by the party**
[(As per the judgment dated 25th September, 2018 of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors, Vs. Union of India & Anr.)]
Name of Political Party : Bharatiya Janata Party.
Name of Election : **W.B. Legisletive Assembly, 2026.**
Name of State / UT: West Bengal.

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sl. No. | Name of Constituency | Name of candidate | (a) Pending Crimital Cases | | (b) Details about cases of conviction for criminal offences | | |
| | | | Name of Court, Case No. & Status of the Case(s) | Sections of the Acts concerned & brief description of offence(s) | Name of Court & date(s) of order(s) | Description of offence(s) & punishm ent imposed | Maximum Punishment Imposed |
| 1 | **200 ARAMBAG SC West Bengal Legisletive Assembly.** | **Hemanta Bag** | **Addl. Magistrate Arambagh Court, G.R. Case No. 378/21. ,Hooghly. Arambagh P.S. Case no. 120 dt. 07.04.2021, GR - 458/21, Pending .** | **Under Section- 341,323, 354,504,506,34 I.P.C. Political.** | **Not applicable** | **Not applicable** | **Not applicable** |

**In the case of election to council of states or election to legislative council by MLAs mention the election concerned in place of name of Constituency.**

# জিনিয়াস স্পোর্টসের সঙ্গে বসতে চায় ক্লাবগুলি

**সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৪ এপ্রিলঃ** আর্থিক চুক্তিটা ৫ কোটির উপরে। স্বাভাবিকভাবেই আগামী ২০ বছরের জন্য ভারতীয় ফুটবলের কমার্শিয়াল পার্টনার হিসেবে জিনিয়াস স্পোর্টসকে নেওয়া হবে কি না, তা কার্যকরী কমিটির মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়নি। সবাই এখন তাকিয়ে রয়েছেন জেনারেল বডির মিটিংয়ের দিকে। কারণ, সংবিধান অনুযায়ী ৫ কোটির উপরে কোনও আর্থিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার ফেডারেশনের কার্যকরী কমিটির হাতে নেই। সিদ্ধান্ত নিতে পারে একমাত্র ফেডারেশনের জেনারেল বডি। আর সেই কারণেই ভারতীয় ফুটবলের কমার্শিয়াল পার্টনার নিয়ে সিদ্ধান্ত আটকে রয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, যদি কমার্শিয়াল পার্টনার ঠিক করার অধিকার এক্ষেত্রে জেনারেল বডির হাতে থাকে, তাহলে সেই জেনারেল বডির মিটিং কেন ডাকা হচ্ছে না? খোঁজ-খবর নিয়ে যতদূর জানা যাচ্ছে, ভারতীয় ফুটবলের সংবিধান অনুযায়ী এই মুহূর্তে জেনারেল বডির মিটিং ডাকলে ১৫ জন ফুটবলারকে নথিভুক্ত করতে হবে। কিন্তু সেই ফুটবলারদের নাম নথিভুক্ত হয়নি বলেই জেনারেল বডির মিটিং ডাকা সম্ভব হচ্ছে না। তাহলে উপায়? শোনা যাচ্ছে, স্পোর্টস বিল অনুযায়ী চারজন ফুটবলারকে জেনারেল বডির মিটিংয়ে রাখা যায়। এখন সেই স্পোর্টস বিলের নিয়ম প্রয়োগ করা হবে কি না, তা নিয়েই আলোচনা চলছে। যে কারণে, জিনিয়াস স্পোর্টসকে কমার্শিয়াল পার্টনার হিসেবে নেওয়া হবে কি না, তা নিয়ে কোনও সিদ্ধান্তই নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এমনিতে শুনতে লাগছে ২০ বছরে ২০০০ কোটি টাকা ভারতীয় ফুটবলে বিনিয়োগ করবে জিনিয়াস স্পোর্টস। কিন্তু ভালো ভাবে খতিয়ে দেখলে দেখা যাচ্ছে, আইএসএলের ১৪-টি ক্লাবের ভাগে কোনও লভ্যাংশর অর্থই থাকবে না। এফএসডিএল যেখানে ১৫ বছর ধরে প্রতিবছর ফেডারেশনকে ৫০ কোটি টাকা দিয়ে এসেছে, সেখানে জিনিয়াস স্পোর্টসের থেকে শুরুর দিকে ফেডারেশন পেতে পারে সর্বোচ্চ ১২-১৩ কোটি টাকা। ফলে জিনিয়াস স্পোর্টস ২০০০ কোটি টাকা দেওয়ার কথা বললেও তা ফেডারেশন এবং ক্লাব-কারও ক্ষেত্রেই খুব একটা

লাভের কিছু হচ্ছে না। আর কমার্শিয়াল পার্টনার ঠিক করার জন্য যে বিড হয়েছিল, তাতে চুক্তিপত্রে পরিষ্কার ছিল, ক্লাবগুলি পাবে ৬০ শতাংশ শেয়ার। কমার্শিয়াল পার্টনার পাবে ৩০ শতাংশ এবং ফেডারেশন পাবে লভ্যাংশের ১০ শতাংশ। আর লাভ হোক কিংবা ক্ষতি, প্রতিবছর বিনিয়োগের ২০ শতাংশ ফেডারেশনকে দিতে বাধ্য থাকবে কমার্শিয়াল পার্টনার। এর উপর লভ্যাংশের ১০ শতাংশ। এমনিতে শুনতে লাগছে ২০ বছরে ২০০০ কোটি টাকা ভারতীয় ফুটবলে বিনিয়োগ করবে জিনিয়াস স্পোর্টস। কিন্তু ভালো ভাবে খতিয়ে দেখলে দেখা যাচ্ছে, আইএসএলের ১৪-টি ক্লাবের ভাগে কোনও লভ্যাংশর অর্থই থাকবে না। এফএসডিএল যেখানে ১৫ বছর ধরে প্রতিবছর ফেডারেশনকে ৫০ কোটি টাকা দিয়ে এসেছে, সেখানে জিনিয়াস স্পোর্টসের থেকে শুরুর দিকে ফেডারেশন পেতে পারে সর্বোচ্চ ১২-১৩ কোটি টাকা। জিনিয়াস স্পোর্টস বিডে অংশ নেওয়ার জন্য যে শর্ত দিয়েছে, তাতে জানা যাচ্ছে, ২০ বছরের চুক্তিতে শুরু থেকেই প্রতি বছরের জন্য ১০০ কোটি টাকা দেবে না। শুরুর দিকে লিগ চালানোর জন্য জিনিয়াস স্পোর্টস খরচ করবে বছরে ৬০ কোটি। এর ২০ শতাংশ অর্থাৎ, ১২ কোটি টাকা পাবে ফেডারেশন। কিন্তু ক্লাবগুলি? জিনিয়াস স্পোর্টস শুরুর দিকে কোনও লাভের কথাই বলছে না। ফলে লাভ না হলে ক্লাবগুলির লভ্যাংশ পাওয়ার কোনও সম্ভাবনাই নেই। কবে থেকে লাভ পাওয়া সম্ভব হবে, চুক্তিতে সেই কথাও লেখা নেই। ফলে লিগ থেকে ক্লাবগুলি ঠিক কবে লভ্যাংশ পাবে, কেউ বলতে পারছে না। পাশাপাশি আগে বছরে ৫০ কোটি টাকা পেয়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা চালানোর পাশাপাশি জাতীয় দলের শিবির থেকে নানা খরচ চালাত ফেডারেশন। এখন বছরে ১২-১৩ কোটি টাকার মধ্যে ফেডারেশন তাদের যাবতীয় খরচ কীভাবে চালাতে পারবে, কেউ ব্যাখ্য খুঁজে পাচ্ছেন না। ক্লাবগুলি যেহেতু ৬০ শতাংশ শেয়ারের অংশীদার, তাই তারা একযোগে এই ধরণের চুক্তির বিরোধিতা করতে শুরু করেছেন। ক্লাবগুলির ক্ষেত্রে বরং ফ্যানকোডের শর্ত অনেক বেশি লাভজনক। কারণ, ফ্যানকোড প্রথম বছর থেকে লভ্যাংশের শেয়ার দেওয়ার কথা তাদের শর্তে বলেছে। তবুও ক্লাবগুলি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সরাসরি একবার জিনিয়াস স্পোর্টস কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় বসতে চাইছে। সরাসরি বসে আলোচনা করে বুঝে নিতে চাইছে, জিনিয়াস স্পোর্টস ক্লাবগুলির জন্য ঠিক কী প্রস্তাব দিচ্ছে। তবে ক্লাব প্রতিনিধি এবং জিনিয়াস স্পোর্টসের সঙ্গে মিটিংয়ের কথা ঠিক হলেও, উভয়পক্ষের সেই মিটিং আজ পর্যন্ত হয়ে উঠতে পারেনি।

## ডিফেন্সই ভোগাচ্ছে বাগানকে?

# জয়ের পরেও অসন্তুষ্ট মোহনবাগান কোচ লোবেরা!

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ এপ্রিলঃ** ভারতীয় ফুটবলে এখন উত্তেজনা তুঙ্গে। আইএসএল লিগের শেষ পর্যায়ে এসে প্রতিটি ম্যাচ যেন ফাইনালের সমান গুরুত্ব পাচ্ছে। মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল, দুই প্রধানই এখনও খেতাবের দৌড়ে রয়েছে। তাই সামনে থাকা প্রতিটি ম্যাচ এখন তাদের কাছে বাঁচা-মরার লড়াই। সম্প্রতি পাঞ্জাব এফসির বিরুদ্ধে কঠিন লড়াইয়ের পর শেষ মুহূর্তের গোলে জয় তুলে নিয়েছে মোহনবাগান। ম্যাচের শেষ বাঁশি বাজার ঠিক আগে পাওয়া সেই গোল দলকে তিন পয়েন্ট এনে দিলেও পারফরম্যান্স নিয়ে সন্তুষ্ট নন কোচ সের্খিও লোবেরা। কারণ, এই ম্যাচে দু'বার পিছিয়ে পড়তে হয়েছিল সবুজ-মেরুনদের। রক্ষণভাগের দুর্বলতা স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। প্রতিপক্ষ বারবার সুযোগ তৈরি করেছে, যা বড় দলের ক্ষেত্রে চিন্তার কারণ। ম্যাচ শেষে লোবেরা খোলাখুলি বলেন, আগের কয়েকটি ম্যাচে দল জয় না পেলেও ভালো ফুটবল খেলেছিল। কিন্তু পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে সেটা দেখা যায়নি। তাঁর মতে, সহজে গোল খেয়ে ফেলা এবং রক্ষণে ভুল করা ভবিষ্যতে বড় সমস্যার কারণ হতে পারে। যদি চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্য থাকে, তাহলে দ্রুত এই ভুল শুধরে নিতে হবে। মোহনবাগানের সামনে এখন আরও কঠিন পরীক্ষা। পরের ম্যাচে তাদের প্রতিপক্ষ বেঙ্গালুরু এফসি। সুনীল ছেত্রীদের দল শক্ত প্রতিপক্ষ এবং তারা হার থেকে ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া থাকবে। তাই এই ম্যাচ মোটেও সহজ নয়। তবে ঘরের মাঠে খেলবে মোহনবাগান, যা কিছুটা বাড়তি সুবিধা দিতে পারে। এই ম্যাচে জয় পেলে শিরোপার লড়াইয়ে

তারা অনেকটাই এগিয়ে যাবে। অন্যদিকে ইস্টবেঙ্গলও নতুন করে আশা দেখছে। চেন্নাইয়িনের বিরুদ্ধে জয় তুলে নিয়ে তারা আবার প্রতিযোগিতায় ফিরেছে। কোচ অস্কার ব্রুজোর দল এখন আত্মবিশ্বাসী। দলে কেভিন সিবিলের ফেরায় রক্ষণ আরও শক্তিশালী হয়েছে। পাশাপাশি রশিদও চোট কাটিয়ে মাঠে ফিরেছেন, যা লাল-হলুদের জন্য বড় স্বস্তির খবর। ইস্টবেঙ্গলের সামনে এখন একটাই লক্ষ্য, বাকি সব ম্যাচ জেতা। কারণ, এই পর্যায়ে পয়েন্ট নষ্ট মানেই খেতাবের স্বপ্নে বড় ধাক্কা। প্রতিটি ম্যাচ এখন নকআউটের মতো। জিতলে আশা থাকবে, হারলে বা ড্র করলে পথ অনেক কঠিন হয়ে যাবে। শুধু দুই প্রধান নয়, শিরোপার দৌড়ে রয়েছে মুম্বইও। ফলে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল, দু'দলের উপরই চাপ বাড়ছে। এখন আর ভুলের সুযোগ নেই। রক্ষণ, আক্রমণ, মানসিক দৃঢ়তা, সব বিভাগেই সেরাটা দিতে হবে। কলকাতার দুই ঐতিহ্যবাহী ক্লাবের সমর্থকদের চোখ এখন বাকি ম্যাচগুলোর দিকে। কে এগিয়ে যাবে, কে পিছিয়ে পড়বে, তার উত্তর মিলবে আগামী কয়েক সপ্তাহেই। তবে একটাই নিশ্চিত, শেষ পর্যন্ত জমজমাট লড়াই অপেক্ষা করছে ফুটবলপ্রেমীদের জন্য।

# 'তাহলে আমার তত্ত্ব ভুল ছিল না!' বৈভবের বিরল ব্যর্থতা দেখে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য ইরফানের

**সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৪ এপ্রিলঃ** চলতি আইপিএলে আলোচনার কেন্দ্রে বৈভব সূর্যবংশী। বড় বোলারদের বিরুদ্ধে দাপুটে ব্যাটিং, অরেঞ্জ ক্যাপের দৌড়-গতরাতে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে নামার আগে সবই তাঁর পক্ষে ছিল। কিন্তু প্রথম ওভারেই বদলে গেল ছবি! অভিষেককারী জোরে বোলার প্রফুল্ল হিঙ্গের পয়লা ডেলিভারিতে আউট হন তিনি। গোল্ডেন ডাক। খালি চোখে 'অফ ডে' বলে এড়িয়ে যাওয়াই যায়। কিন্তু বৈভবের সামান্য ব্যর্থতা বড় বিতর্ক ঘনিয়ে তুলেছে। এই আউটের পর পুরনো পোস্ট সামনে আনেন ইরফান পাঠান। কয়েকদিন আগে তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন-বৈভব কি ইচ্ছে করেই বড় বড় বোলারকে টার্গেট করেন? জসপ্রীত বুমরাহ, ভুবনেশ্বর কুমার, দীপক চাহারদের বিরুদ্ধে আগ্রাসী শট খেলেছেন বছর পনেরোর ব্যাটার। কিন্তু তুলনায়

অচেনা-অনামা পেসারের বিরুদ্ধে প্রথম বলেই আউট। সেই প্রেক্ষিতে ইরফানের মন্তব্য-'তাহলে আমার থিওরিতে কোনও ভুল ছিল না!' আর এই মন্তব্য ঘিরে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। যদিও একতরফা নয় এই বিতর্ক। অনেকে পাল্টা যুক্তি দিয়েছেন। তাঁদের মতে, বৈভব বোলারের নাম দেখে ব্যাট করেন না। পরিস্থিতি অনুযায়ী দ্রুত রান তোলাই তাঁর মূল লক্ষ্য। তাই বড় বা ছোট-বোলার যেই হোন না কেন, আক্রমণই বৈভবের প্রথম পছন্দ। গতরাতের ম্যাচেও সেই মানসিকতা ছিল। শুধু অন্তিম ফলাফলটুকু তাঁর পক্ষে যায়নি। গোটা ঘটনার কেন্দ্রে প্রফুল্ল হিঙ্গে। দ্বিতীয় বলে বৈভবকে ফেরানোর পর একই ওভারে আউট করেন ধ্রুব জুরেল ও লুয়ান-দ্রে প্রিটোরিয়াসকে। প্রথম ওভারে ঝুলিতে তিন উইকেট। এরপর আরও এক শিকার রিয়ান পরাগ। দুরন্ত স্পেলে দ্রুত উইকেট খুইয়ে রাজস্থান রয়্যালস চাপে পড়ে যায়। স্কোরবোর্ডে ১৩। কার্যত তখনই ম্যাচ গড়িয়ে যায় হায়দরাবাদের দিকে। এক বলের ঘটনা থেকে শুরু হয়ে এখন আলোচনায় বৈভবের ব্যাটিং পদ্ধতি আর ইরফানের তত্ত্ব।

## ফের মারাদোনার মৃত্যুর বিচার শুরু

**বুয়েনস আইরেস, ১৪ এপ্রিলঃ** আর্জেন্টিনার কিংবদন্তি ফুটবলার দিয়েগো ম্যারাদোনার মৃত্যু ঘিরে দীর্ঘদিনের বিতর্ক নতুন করে চর্চায় উঠে এসেছে। তাঁর প্রয়াণ কি নিছক সময়ের নির্মম নিয়মে, নাকি চিকিৎসাগত অবহেলার ফল? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই আবার শুরু হয়েছে বিচার প্রক্রিয়া। ২০২০ সালের নভেম্বরে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ৬০ বছর বয়সে মারা যান মারাদোনা। মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচারের মাত্র দু'সপ্তাহ পর বুয়েনোস আইরেসের তিগ্রে এলাকার একটি নির্জন বাসভবনে তাঁর মৃত্যু হয়। শুরু থেকেই এই মৃত্যুকে মারাদোনার পরিবার স্বাভাবিক বলে মেনে নেয়নি। তাঁদের অভিযোগ, তাঁর চিকিৎসায় নিয়োজিত মেডিক্যাল টিমের চরম অবহেলার কারণেই এই অকাল মৃত্যু। ২০২৫ সালে মারাদোনার মৃত্যু সংক্রান্ত বিচার প্রক্রিয়া স্থগিত হয়ে যায় এক বছরের জন্য। দীর্ঘ বিরতির পর সান ইসিদ্রোতে আবার শুরু হচ্ছে নতুন করে বিচার। এবার চিকিৎসক, মনোবিদ ও নার্স-সহ মোট সাতজন স্বাস্থ্যকর্মীকে আসামী করা হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে 'সম্ভাব্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হত্যা'র অভিযোগ আনা হয়েছে। এই পর্যায়ে প্রায় ১২০ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণের পরিকল্পনা রয়েছে। আগামী জুলাই মাস পর্যন্ত চলতে পারে এই বহুল আলোচিত মামলার বিচার প্রক্রিয়া।

# রঙ আলাদা, আবেগ এক! নববর্ষে ময়দানে মিলনের বার্তা দুই প্রধানের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ এপ্রিলঃ** ময়দানের ফুটবল সংস্কৃতিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা যতই প্রবল হোক, বাংলা নববর্ষের আবহে আবারও ধরা পড়ল এক অন্য ছবি। বছরের অন্য সময় মাঠে, গ্যালারিতে কিংবা সমর্থকদের আবেগে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল যেন দুই মেরু। কিন্তু পয়লা বৈশাখকে সামনে রেখে দুই প্রধান ক্লাবের পক্ষ থেকেই প্রকাশ্যে এল সৌহার্দ্য, ঐতিহ্য আর একসঙ্গে নতুন বছরকে বরণ করার বার্তা। সবুজ-মেরুন শিবিরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ১লা বৈশাখ ১৪৩৩, অর্থাৎ ১৫ এপ্রিল বুধবার সকালে ময়দানে চিরাচরিত প্রথা মেনে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান হবে। সদস্য, সমর্থক এবং তাঁদের পরিবারকে সেখানে উপস্থিত থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে। সকাল সাড়ে ৯টায় বারপুজো, সকাল ১০টায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান এবং সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে সংগীতশিল্পী ঋষি পান্ডার পরিবেশনার কথাও জানানো হয়েছে। নতুন বছরের শুরুতে ক্লাবকর্তারা সকলের জন্য প্রীতি, শুভেচ্ছা ও ভালোবাসার বার্তাও পাঠিয়েছেন। মোহনবাগান ক্লাব সভাপতি দেবাশীষ দত্ত জানান ''বাংলা নববর্ষ শুধু ক্যালেন্ডারের নতুন দিন নয়, এটি আমাদের অনুভূতি, স্মৃতি আর নতুন স্বপ্ন দেখার সময়। মোহনবাগান ক্লাবের সঙ্গে এই দিনটির সম্পর্ক বহু পুরনো, বহু আবেগে জড়ানো। বছরের পর বছর প্রজন্মের পর

প্রজন্ম সমর্থক, সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীরা পয়লা বৈশাখের সকালে ক্লাবে এসে একসঙ্গে নতুন বছরকে স্বাগত জানিয়েছেন। কারও কাছে এটি পারিবারিক ঐতিহ্য, কারও কাছে শৈশবের স্মৃতি, কারও কাছে আবার মোহনবাগানের সঙ্গে হৃদয়ের টান আরও গভীর করার দিন। সেই সুন্দর ঐতিহ্য আজও সমান গর্বের সঙ্গে বহন করে চলেছে মোহনবাগান পরিবার। আমরা চাই, এই বিশেষ দিনে সবুজ-মেরুন পরিবারের প্রত্যেকে আবার এক ছাদের নীচে মিলিত হোন। ক্লাব শুধু ফুটবল দল নয়, এটি সম্পর্কের বন্ধন, আবেগের ঠিকানা এবং একতার প্রতীক। নতুন বছরে সকলের জীবনে সুখ, সুস্থতা, শান্তি ও সাফল্য আসুক-এই প্রার্থনাই করি। আপনাদের ভালোবাসাই মোহনবাগানের সবচেয়ে বড় শক্তি।'' অন্যদিকে লাল-হলুদ শিবিরও একইভাবে বাংলা নববর্ষকে ঘিরে সাজিয়েছে নিজেদের অনুষ্ঠান। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের শতাব্দী প্রাচীন ঐতিহ্য মেনে ক্লাব প্রাঙ্গণে সকাল ১০টায় অনুষ্ঠিত হবে শুভ বারপুজো। ক্লাবের সদস্য, সমর্থক, প্রাক্তন ও বর্তমান খেলোয়াড়, কোচ, সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এবং শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। ক্লাবের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সকলের উপস্থিতিই আগামী দিনের গৌরবময় পথচলাকে আরও শক্তিশালী করে তুলবে। দুই ক্লাবের এই ঘোষণার মধ্যে শুধু অনুষ্ঠানসূচি নেই, রয়েছে কলকাতার আবেগের আরেক রূপ। ইস্টবেঙ্গল শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকারের কথায় বাংলা নববর্ষ আমাদের সবার মিলনের উৎসব। ইস্টবেঙ্গল শুধু একটি ক্লাব নয়, লক্ষ সমর্থকের আবেগের নাম। নতুন বছরের এই শুভক্ষণে সকল সদস্য, সমর্থক ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। সকলের ভালোবাসা ও পাশে থাকাই ক্লাবের এগিয়ে চলার সবচেয়ে বড় শক্তি। যে শহরে ফুটবল মানেই বিভাজন, সেখানেই উৎসবের দিনে দেখা যায় মিলনের সুর। সমর্থকরা হয়তো সারাবছর নিজেদের রঙ নিয়ে গর্ব করেন, একে অপরকে খোঁচাও দেন, কিন্তু বাংলা নববর্ষের দিনে তাঁরা সবাই আগে বাঙালি, তারপর সমর্থক। ছবি-এআই গ্রাফিক্স

## পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে অনিশ্চিত রোহিত

**সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ১৪ এপ্রিলঃ** রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে ব্যাটিংয়ের সময় হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটের জেরে রিটায়ার্ড হার্ট হয়েছিলেন রোহিত শর্মা। ১৩ বলে অপরাজিত ১৯ রান করে মাঠ ছাড়েন তিনি। আর ব্যাট করতে নামেননি হিটম্যান। ফলে তাঁর চোট নিয়ে জল্পনা শুরু হয়। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের পরের ম্যাচ বৃহস্পতিবার, প্রতিপক্ষ পাঞ্জাব কিংস। সেই ম্যাচেও অনিশ্চিত রোহিত। স্ক্যান রিপোর্টের ভিত্তিতে ঠিক হবে শ্রেয়স আয়ারদের বিরুদ্ধে তিনি খেলবেন কিনা। এমনিতেই চলতি আইপিএলে একেবারেই ছন্দে নেই মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। চার ম্যাচের মধ্যে জিতেছে মাত্র একটিতে। আরসিবি'র বিরুদ্ধে মর্যাদার ম্যাচে ১৮ রানে হারে তারা। এই পরিস্থিতিতে রোহিতের চোট সমস্যা আরও বা।াল। ৩৮ বছর বয়সি এখনও পর্যন্ত ১৩৭ রান করেছেন। এদিকে, মুম্বই অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়া দলে আত্মসমীক্ষার প্রয়োজনের কথা মেনে নিয়েছেন। তাঁর কথায়, ''আমরা বড্ড বেশি রান দিয়ে ফেলছি। গত কয়েক ম্যাচে বোলিং-ব্যাটিং, কোনোটাই ভালো হয়নি। আমরা খালি পিছু ধাওয়া করছি, নিজেরা দাপট দেখানোর জায়গায় পৌঁছাতে পারছি না। পরের ম্যাচের আগে হাতে কয়েকটা দিন পাচ্ছি। অনেক বিষয়ে নতুন করে ভাবতে হবে। কোনো ব্যাটিং-বোলিংয়ে আমাদের হাতে আর কী কী বিকল্প রয়েছে, তা দেখতে হবে।'' দলে পরিবর্তনের ইঙ্গিতই দিয়েছেন তিনি। পরাজয়ের হ্যাটট্রিকের পর হার্দিক আরও বলেন, ''ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে এগতে হবে। হতাশ হলে চলবে না।'' উল্লেখ্য, আরসিবি'র বিরুদ্ধে ২৪১ রান তাড়া করতে নেমে ১৫৪ রানে পাঁচ উইকেট হারায় মুম্বই। চাপের মুখে শেরফানে রাদারফোর্ডের ৩১ বলে ৭১ আরও বড় ব্যবধানে পরাজয়ের লজ্জার হাত থেকে বাঁচায় দলকে। রাদারফোর্ডের ইনিংস নিয়ে হার্দিকের মন্তব্য, ''আমরা জানি, ও কতটা প্রতিভাবান। যেভাবে চালিয়ে খেলেছে, তাতে দলের ব্যাটিং গভীরতা বেড়েছে অনেকটাই।'' ফর্মে না থাকা তিলক ভার্মাকে বসিয়ে রাদারফোর্ডকে ব্যাটিং অর্ডারে প্রমোশনের ভাবনাও ভাসছে শিবিরে।

# চুল টেনে ধরায় মার্তিনেজের লাল কার্ড, ক্ষুব্ধ ম্যান ইউনাইটেড কোচ

রেফারি যখন লাল কার্ড বের করলেন, লিসান্দ্রো মার্তিনেজ যেন বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না। মাইকেল ক্যারিকের প্রতিক্রিয়ায় অবিশ্বাসের পাশাপাশি ফুটে উঠল প্রবল অসন্তোসও। ম্যাচ শেষেও তিনি উগরে দিলেন ক্ষোভ। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড কোচের কাছে এটি তার জীবনে দেখা সবচেয়ে বাজে সিদ্ধান্তগুলির একটি।

**সংবাদ সংস্থা, মানচেস্টার, ১৪ এপ্রিলঃ** ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের এই ম্যাচটিতে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ঘরের মাঠেই ২-১ গোলে হেরে যায় লিডস ইউনাইটেডের কাছে। ৩০ মিনিটের মধ্যেই গোল দুটি করে লিডস। ম্যাচের ৫৪তম মিনিটে মার্তিনেজের লাল কার্ড আরও চাপে ফেলে দেয় ইউনাইটেডকে। লিডসের ফরোয়ার্ড ডমিনিক ক্যালভার্ট-লেউইনের চুল টেনে ধরেছন বল মনে হওয়ায় লাল কার্ড দেখানো হয় মার্তিনেজকে। ভিএআর রেফারি জন ব্রুকস মাঠের পাশের মনিটরে ঘটনাটি পর্যবেক্ষণের জন্য মাঠের রেফারিকে বলার পর তিনি মনিটর দেখে সিদ্ধান্ত দেন। চুল টেনে ধরার ব্যাপারটি উল্লেখ করেন তিনি। পরে কাসেমিরো একটি গোল শোধ করলেও ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড আর ম্যাচে ফিরতে পারেনি। ম্যাচের পর ওই লাল কার্ড নিয়ে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানালেন কোচ ক্যারিক। সরাসরি কাঠগড়ায় দাঁড় করান তিনি রেফারিকে। ''দ্বিতীয়ার্ধে আমার মনে হয়েছে, ছেলেরা যেভাবে খেলেছে, ওরা ইতিবাচক মনোভাব বজায় রেখেছিল এবং কিছু একটা আদায় করার জন্য লড়াই করেছিল কিন্তু তাকে (মার্তিনেজ) মাঠ থেকে বের করে দেওয়ার জঘন্য সিদ্ধান্তের পর... ওটা আমার দেখা সবচেয়ে বাজে সিদ্ধান্তগুলোর মধ্যে একটি ছিল। শুরুতেই বলি, লিসান্দ্রোর মুখে একটা হাত লাগে (ক্যালভার্ট-লেউইনের), ফলে বল

দখলের লড়াইয়ের সময় সে কিছুটা ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। সে প্রায় তাকে ছুঁয়ে তার শার্টটা ধরে ফেলতে যাচ্ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার মাথায় হাত লেগে যায়, তার চুলের পেছনে স্পর্শ করে। তাতেই লাল কার্ড হয়ে গেল!'' সিদ্ধান্ত জানানোর সময় রেফারি উল্লেখ করেন মার্তিনেজের আচরণ ছিল আগ্রাসী। তবে তা মানতে রাজি নন ম্যান ইউনাইটেড কোচ। ''এটা আক্রমণাত্মক ছিল না। কোনো ঝাঁকুনি ছিল না। কোনো টানাটানি ছিল না। কোনো আকস্মিক নড়াচড়াও ছিল না। সে শুধু হালকাভাবে ছুঁয়ে দেয় এবং স্পর্শটা এড়িয়ে যায়। এর জন্য যদি লাল কার্ড দিতে হয়, তাহলে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে যে, খেলাটা কোন দিকে যাচ্ছে। এটা একটা যাচ্ছেতাই সিদ্ধান্ত, একেবারেই জঘন্য।'' যার চুল টেনে ধরা নিয়ে ঘটনা, সেই ক্যালভার্ট-লেউইন বলছেন নিয়মের কথাই। ''নিয়ম তো আমি বানাই না। আমার মনে হয়েছিল, কেউ আমার চুল ধরে টানছে, আমি রেফারিকে বলেছিলাম, সিদ্ধান্ত তারই। তার (মার্তিনেজ) জন্য এটা দুর্ভাগ্যজনক, সে ইচ্ছাকৃতভাবে করুক বা না করুক। তবে আমি কোনো ক্ষোভ পুষে রাখিনি।'' কিন্তু ক্যারিকের ক্ষোভ কমছেই না। ''আমাকে বলতেই হচ্ছে, যদি এটুকুর জন্য কাউকে মাঠ থেকে বের করে দেওয়া হয়, তবে তা সত্যিই উদ্বেগজনক। আমি জানি, সে (মার্তিনেজ) তার চুলে হাত দিয়েছে। সে এটা অস্বীকার করতে পারবে না যে, সে তার মাথায় হাত দিয়েছে। কিন্তু সে যেভাবে স্পর্শ করেছে, সেটির সঙ্গে আগ্রাসীভাবে চুল ধরে টানার মধ্যে পার্থক্য আছে, যা আমরা আগেও দেখেছি। এটা সত্যিই দুর্ভাবনার।'' গত জানুয়ারিতে উলভারহ্যাম্পটনের ফরোয়ার্ড টোলু আলোকোদারের টেনে ধরায় তিন ম্যাচের জন্য নিষিদ্ধ হয়েছিলেন এভারটনের মাইকেল কিন। তবে পরের মাসে ম্যানচেস্টার সিটির অ্যান্টোয়ান সেমেনিওর চুল টেনে ধরায় শাস্তি এড়াতে পারেন ফুলহ্যামের কেনি তেতে।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com